পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 251 Tuesday, 11 August, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৫১ সংখ্যা ❋ ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

শিল্পে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের জন্য আজ বৈঠক নবান্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী তাপস রায় এর সভাপতিত্বে আগামীকাল সকালে নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে শিল্প সংক্রান্ত সব সংশ্লিষ্ট সহযোগী অংশীদারদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিরাও বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়াও অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং এর বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা। বৈঠকে রাজ্যে নতুন শিল্প ও জমি নীতি নিয়ে আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার চলতি মাসেই রাজ্যের নতুন শিল্প নীতি ঘোষনা করবে বলে এখনও পর্যন্ত স্থির রয়েছে।

দ্রুত ওয়েবসাইট চালুর সিদ্ধান্ত সপ্তম বেতন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনধি, কলকাত, ১০ আগস্টঃ কর্মচারীদের বেতন সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে পর্যালোচনা করে কাজের গতিকে মসৃণ করতে রাজ্য সরকারের গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন দ্রুত একটি ওয়েবসাইট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক নবীন প্রকাশ এর নেতৃত্বে নবান্নে কমিটি আজ প্রথম বৈঠকে বসে। সেখানে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য, নোটিশ ও জমা পড়া স্মারকলিপি প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। এই ধরনের তথ্য বিশ্বাস না করার জন্যে সাধারনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। নবগঠিত কমিশন কাজ শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত সরকারের কাছে কোন সুপারিশ করা হয়নি বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচিতে প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার কলকাতায় একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সেই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানালেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এ বার থেকে প্রতি বছর 'রাখি বন্ধন' কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হবে।

'মুখ্যমন্ত্রী শুধু দলের নন, গোটা রাজ্যের, সেটা আমি শিখিয়ে দিলাম'

মমতাকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হালিশহর, ১০ আগস্টঃ 'পুলিশের হেফাজতে মারা গিয়েছে, এটা দিনের আলোর মতো সত্যি', হালিশহরে সোমবার এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। হালিশহরে পুলিশের হেফাজতে তৃণমূল কর্মী বিরজু কেওটের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এই কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''পুলিশের গাফিলতি প্রমাণিত। কী অত্যাচার করেছে সেটা ময়নাতদন্ত রিপোর্টে পাওয়া যাবে।'' পুলিশি অত্যাচার যে হয়েছে, সেটাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ''আইও-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে। থানার আইসি-কে ক্লোজ করা হচ্ছে পুলিশে লাইনে। উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক ম্যাজিস্ট্রিয়াল এনকোয়ারি করবেন।'' মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে মৃত বিরজু কেওটের স্ত্রী জেনি শর্মাকে অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে চাকরি দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। তিনি বলেন, ''১২ মাস ১৫ হাজার টাকা করে পাবেন। সেটা কমপ্লিট হলে গ্রুপ ডি-তে পার্মানেন্ট হয়ে যায়।'' সোমবার হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মী বিরজু কেওটের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নোয়াপাড়ার বিধায়ক ও মন্ত্রী অর্জুন সিং এবং মন্ত্রী সুমনা সরকার ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার এবং নৈহাটির বিধায়ক। রাজ্য পুলিশের ডিজি

সিদ্ধিনাথ গুপ্তা ছিলেন। ব্যারাকপুরের সিপি এবং জেলাশাসক ছিলেন। পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ''পরিবারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা যে তাঁরা বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করতে দেননি। প্রশাসনের উপর ভরসা রেখেছেন, এটা বড় পাওনা।'' শুক্রবার সকালে হালিশহর থানার পুলিশ বিরজু কেওটকে গ্রেপ্তার করে। তিনি হালিশহরের পদত্যাগী তৃণমূল কাউন্সিলার জেনি শর্মার স্বামী। পরিবারের দাবি, পুলিশি হেফাজতে ব্যাপক মারধর করা হয় বিরজুকে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক বিরজুকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি পুলিশি মারধরের জেরে মৃত্যু হয়েছে বিরজুর। পুলিশের দাবি ছিল, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। সোমবার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পুলিশের হেফাজতেই মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ফলে পুলিশের গাফিলতি স্পষ্ট হয়েছে। তবে কী ভাবে মারা গিয়েছেন ওই ব্যক্তি, কী অত্যাচার হয়েছে, তা জানতে ময়না তদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য রবিবার হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে দোলা সেন এবং আরও কিছু নেতা ছিলেন। হালিশহরে ঢুকতেই প্রবল জনবিক্ষোভের মুখে পড়েন মমতা। তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়, কাদা ছোড়া হয়। চোর স্লোগানও শুনতে পাওয়া গিয়েছে। আগেই এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, কড়া সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ওই হামলার পিছনে বিজেপি কর্মীরা ছিলেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনকে না জানিয়ে হালিশহর গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঝামেলার খবর জেনে পুলিশ তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু নিয়ম অনুযায়ী, প্রোটোকল অনুযায়ী নিরাপত্তা পান। সেই কারণে কোথাও গেলে, প্রশাসনের নির্দিষ্ট স্তরে সেটা যেন জানিয়ে যান, সেটাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ''উনি জ্ঞান না দিয়ে নিয়ম মেনে চললে ভাল হয়। নিয়ম অনুযায়ী উনি যে প্রোটেকশন পান, তার তথ্য দেওয়ার জন্য ওনার অফিস ও পার্টি আছে। শিডিউল জানিয়ে মেল করলে পুলিশ রুল বুক অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু কালকে উনি না জানিয়ে হঠাৎ চলে এসেছেন।'' মমতার নিরাপত্তা ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন,

● এরপর ৬ পাতায়...

তেরঙ্গা যাত্রায় হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী!

জানালেন, এ বছর থেকে রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে রাখিবন্ধনও পালন হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ কেন্দ্রের 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচিতে এই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শামিল হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সোমবার স্বাধীনতা দিবসের আগে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে কলকাতার রাজপথে তেরঙ্গা যাত্রার নেতৃত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে পা মেলালেন দিলীপ ঘোষ, অর্জুন সিংহ-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিধায়কেরা। এ দিন শহরের গোষ্ঠ পাল সরণি থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নর্থ গেট বা উত্তর দিকের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মিছিলের একেবারে অগ্রভাগে জাতীয় পতাকা হাতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ, মন্ত্রী অর্জুন সিংহ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মণ, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ এবং কৌস্তভ বাগচী-সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। 'প্রতিটি বাড়িতে তেরঙ্গা' লেখা মূল ব্যানারের পেছনে নেতা-মন্ত্রীদের পাশাপাশি হাজার হাজার সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে তেরঙ্গাময় হয়ে ওঠে শহরের রাজপথ। শোভাযাত্রা শেষে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, চলতি বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সরকারি স্তরে 'রাখিবন্ধন' উৎসব পালিত হবে। এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি জানান, রাখির ধর্মীয় মাহাত্ম্যকে শ্রদ্ধার পাশাপাশি পারস্পরিক সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃ। করাই এর মূল উদ্দেশ্য। রাখি উৎসবের মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গকে 'নবনির্মাণ' করা এবং দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করার অঙ্গীকার নেন তিনি। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত 'হর ঘর তেরঙ্গা' অভিযান পালন

● এরপর ৬ পাতায়...

'চিকিৎসার অধিকার সবার আছে'

রাজ্যের যুক্তি উড়িয়ে অভিষেককে ৩ সপ্তাহের বিদেশযাত্রার 'সুপ্রিম' অনুমতি

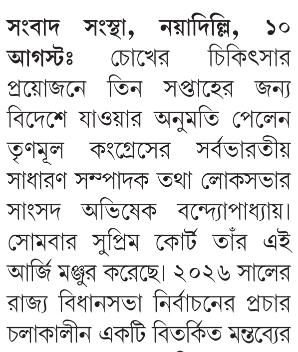

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ চোখের চিকিৎসার প্রয়োজনে তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি পেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর এই আর্জি মঞ্জুর করেছে। ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন একটি বিতর্কিত মন্তব্যের মামলায় গ্রেফতারির ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিদেশযাত্রায় যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট, শীর্ষ আদালতে সেই রায় চ্যালেঞ্জ করেই জয় পেলেন অভিষেক। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শর্তে অভিষেকের আবেদন মঞ্জুর করেছে। আদালত জানিয়েছে, অভিষেককে তাঁর ডিপ্লোম্যাটিক বা কূটনৈতিক পাসপোর্টের মাধ্যমে যাতায়াত করতে হবে। পাশাপাশি তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রমণসূচি ও বিদেশে অবস্থানের ঠিকানা তদন্তকারী সংস্থার কাছে জমা দিতে হবে। তবে অভিষেকের আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণনের আবেদনের ভিত্তিতে আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, সেই ভ্রমণসূচির গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। শুনানির শুরুতেই রাজ্য সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু অভিষেকের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি আদালতে দাবি করেন, অভিষেকের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১৬টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং বিদেশে যাওয়ার অনুমতি পেলে তিনি আর দেশে না-ও ফিরতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই যুক্তি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। শুনানিপর্বে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী পর্যবেক্ষণ জানান, ''প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিদেশে যাওয়ার এবং নিজের পছন্দের চিকিৎসা পরিষেবা বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে।'' বেঞ্চ আরও মনে করিয়ে দেয় যে, মূল মামলাটি একটি নির্বাচনী ভাষণের সঙ্গেই কেবল সম্পর্কিত। অভিষেকের আইনজীবী আদালতে সওয়াল করে জানান, 'অপারেশন

● এরপর ৬ পাতায়...

ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সংসদে বক্তব্য রাখবেন অমিত শাহ, জানাল কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সংসদে আলোচনায় রাজি কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লিতে সংসদ অভিযানে ছাত্রদের উপরে যে লাঠিচার্জ, ছররা গুলি চালানো হয়েছিল, সেই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছ থেকে জবাবের দাবিতে অনড় ছিল বিরোধীরা। এবার সেই দাবি মেনে নিল কেন্দ্র। সংসদে জবাব দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ, সোমবার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি-র বৈঠকের পর এ কথা জানিয়ে দেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তিনি জানান, আলোচনার পর জবাবী বক্তৃতা দেবেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, ''সরকার ছাত্রদের সংক্রান্ত সমস্ত ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা করতে রাজি। শুধু বক্তব্য নয়, বিরোধীদের তোলা

প্রতিটি পয়েন্টের জবাব দেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দেবেন।'' অমিত শাহের বিবৃতি দাবি করে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিরোধীরা। তাদের দাবি মেনেই আলোচনায় অংশ নেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি নিজে জবাবী ভাষণ দেবেন। তবে সরকারের প্রস্তাব, আলোচনা চলাকালীন কোনও রকম অশান্তি, স্লোগান দেওয়া বা ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যাওয়া চলবে না। কিরেণ রিজিজু বলেন,

● এরপর ৬ পাতায়...

রাশিয়ায় সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা ইউক্রেনের, পাল্টা আক্রমণ পুতিনেরও

সংবাদ সংস্থা, মস্কো, ১০ আগস্টঃ চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম প্রাণঘাতী ড্রোন হামলা চালাল ইউক্রেন। সোমবার ইউক্রেন সীমান্ত থেকে ১,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত রাশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল তাতারস্তানের নিঝনেকামস্ক শিল্প শহরে এই হামলা চালানো হয়। এতে অন্তত ১৩ জন নিহত এবং ৩৯ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে এক শিশুসহ তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের নাগরিকরা রয়েছেন। ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে, রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতা ও জ্বালানি অর্থনীতি পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্যেই 'তাতনেফ্‌ট' পরিচালিত বিখ্যাত 'তানেকো' তেল শোধনাগারে এই হামলা চালানো হয়েছে।

ইউক্রেনের ড্রোন আক্রমণের জবাবে রাশিয়ার বাহিনীও সোমবার পাল্টা মারাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় খারকিভ অঞ্চলের বুগাইভকা গ্রামে রাশিয়ার ভারী কামান ও গোলার আঘাতে ৫ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু বসতবাড়ি পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় রাশিয়ার টানা হামলায় ওদেসা

● এরপর ৬ পাতায়...

বিরোধীদের স্লোগানের মাঝেই লোকসভায় পাশ ট্রাইব্যুনাল সংস্কার বিল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ বিরোধীদের বিক্ষোভ ও স্লোগানের মধ্যে সোমবার লোকসভায় বিতর্ক ছাড়াই পাশ হল ট্রাইব্যুনালস রিফর্মস বিল, ২০২৬। জুলাইয়ের ২০ তারিখে নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে পড়ুয়াদের বিক্ষোভে পুলিশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের অভিযোগ নিয়ে সংসদে সরব ছিল বিরোধীরা। তাঁদের দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে লোকসভায় এসে বিষয়টির জবাব দিতে হবে। সেই বিক্ষোভের মধ্যেই আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বিলটি পেশ করেন এবং পরে তা পাশ হয়ে যায়। ট্রাইব্যুনালগুলির নিয়োগ, যোগ্যতা এবং সদস্যদের চাকরির শর্তে অভিন্ন কাঠামো তৈরির লক্ষ্যেই এই বিল। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল ন্যাশনাল ট্রাইব্যুনালস কমিশন তৈরি করা। নতুন কমিশনের সদর দফতর হবে দিল্লিতে। বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এবং সদস্য নিয়োগের প্রক্রিয়া দেখভাল করবে এই কমিশন। কমিশনে থাকবেন মোট পাঁচ জন। এক জন চেয়ারম্যান, দু'জন বিচারবিভাগীয় সদস্য এবং দু'জন কারিগরি সদস্য। অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অথবা কোনও হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কমিশনের চেয়ারম্যান হতে পারবেন। ২০২১ সালের ট্রাইব্যুনালস রিফর্মস অ্যাক্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পর নতুন কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। আদালত ২০২১ সালের আইনের কয়েকটি বিধান খারিজ করে বিচারবিভাগের

● এরপর ৬ পাতায়...

প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মদতেই মমতার ওপর হামলা, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ পালন করেছেন। অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ হালিশহরে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনায় এ বার দিল্লির সংসদ চত্বর থেকে রাজ্য সরকার এবং বিজেপি নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, রবিবারের ওই ন্যক্কারজনক ঘটনা সম্পূর্ণ ভাবে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতেই ঘটেছে। অভিষেকের দাবি, রাজ্য থেকে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই বর্তমান প্রশাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মদত ছাড়া এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস কারও হবে না। অভিষেক বলেন, ''ওরা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব রাখতে চায় না, এমনকি বিরোধী নেতাদের প্রাণেও মেরে ফেলতে চায়। রবিবারের ঘটনা প্রমাণ করে দিল যে প্রশাসনিক মদত ছাড়া এই ধরনের হামলা চালানো অসম্ভব।'' তাঁর দাবি, ঘটনার সময়ে উপস্থিত থাকা বেশ কয়েকজন নেতাকে ইতিপূর্বে বিজেপির প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করতে দেখা গেছে এবং শীর্ষ বিজেপি নেতাদের সঙ্গে তাঁদের একাধিক ছবিও রয়েছে, যা তিনি প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরতে গিয়ে গত জুনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন অভিষেক। তিনি জানান, লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক সেরে গত ১৯ জুন রাতে তিনি

যখন কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন, তখন এক বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ আজও তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অভিষেক সরাসরি অভিযোগ তুলে বলেন, ''ওই দুষ্কৃতীর সঙ্গে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হাত মাথার ওপর রয়েছে বলেই বিমানবন্দরে অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়ানো লোকটিকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি।'' রবিবার হালিশহরে মমতার কনভয়ে আক্রমণের সিসিটিভি ও গাড়ির ফুটেজের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ''গাড়ি লক্ষ্য করে যেভাবে নির্বিচারে ইট, পাথর ও কাদা ছোঁড়া হয়েছে, তা স্পষ্ট করে দেয় যে সরকারি আশ্রয় ছাড়া এই দুঃসাহস সম্ভব নয়।'' একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ''তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনও দলীয় কর্মসূচি করতে দেওয়া হচ্ছে না, জনসভার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। শাসকদল আসলে তৃণমূলকে দেখে ভয় পাচ্ছে।'' তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়কদের দলবদল করানোর রাজনীতি এবং বর্তমান 'তথাকথিত বিরোধী' শিবিরের ভূমিকা নিয়েও তোপ দাগেন অভিষেক। তাঁর কথায়, ''গত দু'মাসে এই তথাকথিত বিরোধীদের বিজেপি বা সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে দেখা যায়নি। তারা কোনও প্রশ্ন তোলে না, সাংবাদিক বৈঠক করে না। বরং তারা ২৪ ঘণ্টা তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাকে নিশানা করে চলেছে।'' বিজেপি এবং তার সহযোগী 'বি-টিম' মিলে বাংলাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, ''বিগত তিন মাসে এদের কাজ রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। বাংলার জনগণ এই চক্রান্তকারীদের কখনোই ক্ষমা করবেন না।''

মমতার ওপর হামলার প্রতিবাদ!

বিধানসভায় কালীঘাট তৃণমূলের বিক্ষোভে ঋত-শিবিরের দুই বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ রবিবার হালিশহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে সোমবারে রাজ্য বিধানসভায় প্রতিবাদ কর্মসূচি করছে কালীঘাট তৃণমূল। আরে সেই কর্মসূচিতে যোগ দিলেন ঋতব্রত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ঘাসফুল শিবিরের সমস্ত প্রথম সারির নেতৃত্ব ও বিধায়করা উপস্থিত রয়েছেন। প্রসঙ্গত, হালিশহরে থানা হেফাজতে নিহত এক তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে

বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের দুই বিধায়ক - মহম্মদ তৌসিফ রহমান এবং আব্দুল খালেক মোল্লা। তৃণমূলের মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ এই প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেন। বিক্ষোভে রাজ্য বিধানসভার বর্ষীয়ান বিধায়ক স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বীজপুর থানা এলাকার হালিশহরে পৌঁছতেই মমতাকে লক্ষ্য করে 'চোর' স্লোগান ওঠে। এমনকি তাঁর কনভয় ঘিরে ধরে গাড়ি লক্ষ্য করে

● এরপর ৬ পাতায়...

পুদুচেরিতে হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রার সূচনা অমিত শাহ-র

পুদুচেরি, ১০ আগস্ট ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত রবিবার পুদুচেরির মুরুগা থিয়েটার সিগন্যালে 'হর ঘর তিরঙ্গা' যাত্রার সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে কৈলাশনাথন, পুদুচেরির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ নামাসিভায়াম, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী জি এন এস রাজাশেখরন এবং বিজেপি সভাপতি ভি পি রামালিঙ্গম। হাজার হাজার মানুষ ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হাতে এই র‍্যালিতে অংশ নেন।এর আগে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোরিমেডুর পুলিশ ট্রেনিং স্কুল মাঠে পুদুচেরি পুলিশকে 'প্রেসিডেন্ট স পুলিশ কালার' (রাষ্ট্রপতির পুলিশ পতাকা) প্রদানের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। পুদুচেরি পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, কোনও সুশৃঙ্খল পুলিশ বাহিনীর জীবনে 'প্রেসিডেন্টস পুলিশ কালার' প্রাপ্তি অত্যন্ত গৌরবময় মুহূর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম।তিনি উল্লেখ করেন, পুদুচেরি পুলিশের সদস্য সংখ্যা ৫ হাজারের কম হলেও, সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অধিকারী এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত।

আসানসোল জেলা হাসপাতালে অনকোলজি ওয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন অগ্নিমিত্রার

আসানসোল, ১০ আগস্ট ঃ রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল রবিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে কেমোথেরাপির জন্য পাঁচ শয্যার বিশেষ অনকোলজি ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শেখ মহম্মদ ইউনুস, জেলা হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সহ বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী।এদিন মন্ত্রী 'প্রধানমন্ত্রী টিবি মুক্ত ভারত' অভিযানের আওতায় 'নিক্ষয় মিত্র' কর্মসূচিতেও অংশ নেন। যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান নিশ্চিত করতে প্রতি মাসে মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে অন্তত দু'জন করে রোগীকে দত্তক নেওয়ার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী জানিয়েছেন, আসানসোল জেলা হাসপাতালে অনকোলজি ওয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন এবং ' টি বি মুক্ত ভারত' কর্মসূচি-তে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত। সুস্থ ও রোগমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং যক্ষ্মার বিরুদ্ধে সচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা সকলের দায়িত্ব বলেও জানান তিনি। এই ধরনের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য ও শক্তিশালী করে তুলবে বলে আশাবাদী অগ্নিমিত্রা।

জম্মুতে বৃদ্ধাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার অভিযোগ নাতির বিরুদ্ধে

জম্মু, ১০ আগস্ট ঃ জম্মুর বিশ্নাহ এলাকায় এক বৃদ্ধার উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে তাঁর নাতির বিরুদ্ধে। হামলায় ওই মহিলার গলায় গুরুতর আঘাত লেগেছে।প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মন্নু

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সংসদে বিরোধীদের হট্টগোল, ২টো পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভা ও রাজ্যসভা

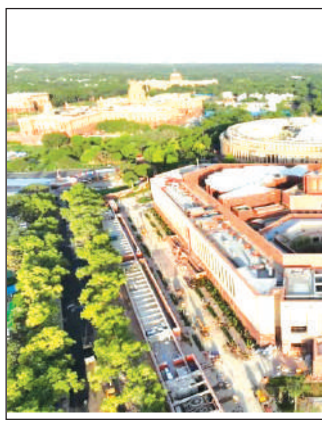

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ সংসদে বিরোধীদের হট্টগোল অব্যাহত। বিভিন্ন ইস্যুতে সোমবারও লোকসভা ও রাজ্যসভায় হট্টগোল করেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। তুমুল হট্টগোলের জেরে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দফায় দফায় মুলতুবি করে দেওয়া হয়। প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত এবং পরে দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হতেই লোকসভায় হট্টগোল করেন বিরোধীরা। লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও ব্যাহত হয় অধিবেশন। তাই সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, অচলাবস্থা জারি থাকে।কেন্দ্রীয়আইন ও বিচার মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এদিন লোকসভায় ' ট্রাইব্যুনাল সংস্কার বিল, ২০২৬' পেশ করেছেন। এই বিলটির উদ্দেশ্য হলো-বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ও সদস্যদের যোগ্যতা, নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা ট্রাইব্যুনালগুলির প্রশাসন ও কার্যক্রমের মানোন্নয়ন একটি ' জাতীয় ট্রাইব্যুনাল কমিশন' গঠন করা এবং সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে আনুষঙ্গিক সংশোধনী আনা ও এ সংক্রান্ত বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলোর সুরাহা করা। এছাড়াও আরও বেশ কিছু বিল এদিন লোকসভায় পেশ করা হয়।

কলকাতায় সফল সমাপ্তি ২৭তম সাব-জুনিয়র জাতীয় রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬

সৈকত দাস,কলকাতাঃদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান তরুণ রোয়ারদের নিয়ে কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর লেকে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৭তম সাব-জুনিয়র জাতীয় রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। ভারতীয় রোয়িং ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ৫ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই জাতীয় প্রতিযোগিতায় দেশের ২০টি রাজ্য থেকে ২৭০-এরও বেশি তরুণ রোয়ার অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন প্রায় ৩০ জন কোচ ও দলীয় কর্মকর্তা।পাঁচ দিন ধরে চলা এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে রবীন্দ্র সরোবর লেকজুড়ে ছিল উৎসবের আবহ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা খুদে ও তরুণ প্রতিযোগীরা জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতা তুলে ধরার পাশাপাশি একে অপরের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আগামী দিনের সম্ভাবনাময় রোয়ারদের সামনে জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হয়।গত ৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে শুরু হয় ফাইনাল রেস। দেশের নানা প্রান্ত থেকে উঠে আসা প্রতিশ্রুতিমান তরুণ রোয়াররা জাতীয় সম্মানের লক্ষ্যে জলে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেন। প্রতিযোগীদের পাশাপাশি তাঁদের কোচ, দলীয় কর্মকর্তা এবং উপস্থিত দর্শকদের উৎসাহে রবীন্দ্র সরোবরের পরিবেশ হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত।আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ১২টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং তিন দিনের প্রতিযোগিতায় প্রায় ১০০টি রেস সম্পন্ন হয়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেন। জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতা তরুণ রোয়ারদের জন্য শুধুমাত্র পদক জয়ের লড়াই নয়, বরং ভবিষ্যতে উচ্চস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনেরও একটি বড় মঞ্চ হয়ে ওঠে।এবারের প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সাব-জুনিযর মহিলা ফোরস দল। চূড়ান্ত পর্বে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে তারা স্বর্ণপদক জয় করে। রাজ্যের তরুণ মহিলা রোয়ারদের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি ক্রীড়ামহল। তাঁদের এই জয় আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও প্রতিভাবান রোয়ার উঠে আসার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।ফাইনাল রেসের পর লেক ক্লাবের ইনডোর হলে অনুষ্ঠিত হয় চ্যাম্পিয়নশিপের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় পাঁচ দিনের জাতীয় রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপ। বিভিন্ন ইভেন্টে সফল খেলোযাড় এবং দলগুলির সাফল্যকে সম্মান জানানো হয়। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার ও সম্মাননা।সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত, মাননীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী, অর্থ দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দাযিত্বপ্রাপ্ত), যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি, ক্রীড়া সংগঠক, কর্মকর্তা, কোচ ও প্রতিযোগীরা।অনুষ্ঠানে তরুণ রোযারদের সাফল্যের প্রশংসা করার পাশাপাশি তাঁদের ভবিষ্যৎ ক্রীড়াজীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানানো হয়। জাতীয় স্তরের এই ধরনের প্রতিযোগিতা তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলবে এবং দেশের রোয়িংয়ের ভবিষ্যকে আরও শক্তিশালী করবে বলেও মত প্রকাশ করা হয়।কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর দীর্ঘদিন ধরেই রোয়িং ও জলক্রীড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সেখানে জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং রোয়িংয়ের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত তৈরি করল।আয়োজকদের মতে, এই সফল আয়োজনের ফলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশি সংখ্যক জাতীয় স্তরের রোয়িং প্রতিযোগিতা আয়োজনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা তরুণ প্রতিযোগীদের কলকাতায় প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে রাজ্যের রোয়িং পরিকাঠামো ও ক্রীড়া পরিবেশ আরও সমৃদ্ধ হবে।সব মিলিয়ে, ২৭তম সাব-জুনিয়র জাতীয় রোযিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ শুধুমাত্র একটি জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হিসেবেই নয়, আগামী দিনের রোয়িং প্রতিভা খুঁজে বের করা এবং তাঁদের জাতীয় স্তরে নিজেদের মেলে ধরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবেও সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা ফোরস দলের স্বর্ণজয় এই প্রতিযোগিতার সাফল্যে যোগ করেছে বাড়তি মাত্রা।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়।

জন্মদিনে হেমন্ত সোরেনকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হেমন্তের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেচ্ছা-বার্তায় জানান, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জি-কে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের কামনা করছি।ঝাড়খণ্ডে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মধ্যেই সোমবার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন নিজের জন্মদিন পালন করছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন মহল থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও হেমন্ত সোরেনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রাজ্যসভার তিন স্থায়ী কমিটিতে সুস্মিতা, সুখেন্দু ও প্রকাশচিক

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া তিন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদকে রাজ্যসভার তিনটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সদস্য মনোনীত করা হলো। ৬ অগস্ট রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের অনুমোদনে এই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তিন জনই এক সময়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। রাজ্যে পালাবদলের পরে তাঁরা শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন।রাজ্যসভার তিনটি বিভাগ-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে নতুন সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। ৬ আগস্ট রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের অনুমোদনে এই মনোনয়ন দেওয়া হয়। জল সম্পদ বিষয়ক কমিটিতে মনোনীত হয়েছেন সুস্মিতা দেব। পার্সোনেল, পাবলিক গ্রিভান্সেস, আইন ও বিচার বিষয়ক কমিটিতে মনোনীত হয়েছেন সুখেন্দুশেখর রায়। আর কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন বিষয়ক কমিটিতে মনোনীত হয়েছেন প্রকাশচিক বরাইক। সোমবার জানা গেছে এই বিষয়ে।

কমনওয়েলথ গেমসে পদক জয়ীদের প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা, পারফরম্যান্সের প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে পদক বিজেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সংবর্ধনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করেন নেন খেলোয়া।রা। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, তাঁদের সাফল্য অনেক তরুণ ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত ও উসাহিত করবে।কমনওয়েলথ গেমসের চ্যাম্পিয়নরা তাঁদের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং ক্রীড়াবিদ হিসেবে তাঁদের মুখোমুখি হওয়া বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেছেন পাশাপাশি, সব বাধা জয় করে ভারতকে গর্বিত করার বিষয়ে তাঁদের দৃঢ় সংকল্পের কথাও তাঁরা ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্রী।বিদদের জয় কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যই নয়, বরং তা ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার এক শক্তিশালী উৎস প্রতিটি পদকই দেশের জন্য বয়ে আনে অসামান্য গর্ব। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের সাহসী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে পদকটি উৎসর্গ করার মাধ্যমে ক্রীড়াবিদ সেই জয়কে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছেন এর মধ্য দিয়ে তিনি দেশের বীরদের এবং দেশপ্রেমের চেতনাকে সম্মান জানিয়েছেন।

আইন বিরুদ্ধ কাজ করলেই ব্যবস্থা নেবে পুলিশঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১০ আগস্টঃ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, কেউ যদি আইন বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। সোমবার সকালে নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ বলেন, আইন অমান্যকারী যে-ই হোক না কেন, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু বাংলার এই উচ্ছৃঙ্খল লোকজন যেভাবে পরিবেশ দূষিত করেছে-তাদের এমনটা করতে কারা উৎসকানি দিয়েছিল? তারা তাদেরই প্ররোচনায় এসব কাজ করছিল। এসবই ছিল সমাজবিরোধী ও দেশবিরোধী কার্যকলাপ। কাউকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে? কারও বিরুদ্ধে কি কোনও মামলা দায়ের করা হয়েছে? পুলিশ কেবল চেয়ে চেয়ে দেখেছে।দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, আমি কারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোনও অভিযোগ করছি না। কিন্তু কুণাল ঘোষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কী বলেছিলেন? সেসব তো নথিবদ্ধ রয়েছে। আপনারা তো সেই ভিডিওগুলো দেখান-যেখানে তাঁকে 'ডাকাতদের রানি' বলা হয়েছে, এখানকার সমস্ত অপরাধ ও অপকর্মের জন্য তাঁকে দায়ী করা হয়েছে এবং তাঁকে 'মাস্টারমাইন্ড' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন তিনিই সেই দলের নেতা, এক বিশিষ্ট মুখ এবং একজন বিধায়ক।আরজি কর মামলার দ্বিতীয় বছর উপলক্ষ্যে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে ফাইলটি খুলেছে এবং নতুন করে তদন্ত চলছে আমরা অবশ্যই দোষীদের শাস্তি দেব। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

হড়পা বানে রাজৌরিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, নষ্ট কৃষিজমি

রাজৌরি, ১০ আগস্ট ঃ হড়পা বানে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে প।ছে, নষ্ট হয়েছে কৃষিজমিও। থান্নামান্ডি নদীতে হড়পা বানে কৃষিজমি ও স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে এই অঞ্চলের কৃষকদের জীবিকা সংকটের মুখে পড়েছে।সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন তালিব হোসেন বলেন, আমি ডেপুটি কমিশনার, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি-এখানে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়তো কঠিন, তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যদি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করেন এবং কিছুটা হলেও ত্রাণ ও সহায়তা প্রদান করেন, তবে তা অনেক ব। সাহায্য হবে। বন্যার তোড়ে সেতুর অর্ধেক ভেসে

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগে ভরা হতে পারে। নিজের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগান এবং আশপাশের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার মিলতে পারে, তবে ধৈর্য ধরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
বৃষঃ আপনার কিছু পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে, যা আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর্থিক বিষয়গুলি আগের তুলনায় অনেকটাই সুশৃঙ্খল হবে। শুভদিন
মিথুনঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় পরিস্থিত হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। মনে রাখবেন যা সারানো যায় না তা অবশ্যই সহ্য করে নিতে হয়।
কর্কটঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয় করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহ ঃ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর কোনও সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। এতে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ধ্যান ও যোগব্যায়াম উপকারী হবে।
।**কন্যাঃ** আজকের দিনটি আপনার দৈনন্দিন রুটিনকে আরও উন্নত করার জন্য উপযুক্ত। আপনি নিজের ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। প্রেম হবে।
তুলাঃবাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। যারা এখন অবধি বেশি চিন্তাভাবনা না করে অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা জীবনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে, কারণ একটি জরুরি প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অর্থের ব্যয় হবে পারে।
বৃশ্চিকঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন।
ধনুঃ আজ আপনি নিজের কাজে নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা অনুভব করবেন। আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই দিনটি অনুকূল। বিবাহের যোগ হতে পারে
মকরঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার মনকেও দুর্বল করে দেয়।। কাজের সুযোগ আছে।
কুম্ভঃ আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আশীর্বাদ এবং সৌভাগ্য আপনার পথে আসায় -এবং অতীতের কঠোর পরিশ্রমগুলি ফল আনায় ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হবে। আপনার স্ত্রীর কাজের চাপ কমানোর জন্য ঘরের কাজে সহায়তা করুন। এটি ভাগ করে নেওয়া এবং সুখের অনুভূতি অনুপ্রেরিত করবে। ভ্রমণ প্রেমঘটিত যোগাযোগ বাড়াবে।
মীনঃ ভ্রমণ-ভোজ এবং আনঃদ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে। বেশি খরচ করা এবং সন্দেহজনক আর্থিক পরিকল্পনা এড়িয়ে চলুন। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। প্রেম আসতে পারে

আবহাওয়া

সোমবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, এদিন চার জেলায় ভারী বৃষ্টির সর্তকতা দেওয়া হয়েছে। বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় রয়েছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। তবে রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার পর্যন্ত হালকা বা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।অন্যদিকে, বুধবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারের কয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সর্তকতা রয়েছে। রবিবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু' এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে সেদিন।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮০শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৪১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৪১মিনিট এবং রাত ১০টা ৪২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে।

মৃত্যুর পরও অন্যের জীবনে আলো

মৃতের চোখে ফিরতে পারে দৃষ্টি, ছ'ঘণ্টার মধ্যে নেত্রদানের বার্তা ২৫ আগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ মৃত্যুর পরও অন্যের জীবনে আলো ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। একজন মৃত মানুষের কর্নিয়া দিয়ে দু'জন দৃষ্টিহীন মানুষ নতুন করে দৃষ্টির সুযোগ পেতে পারেন। সেই বার্তাই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবার রাজ্যজুড়ে নেত্রদান নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ অপথ্যালমোলজি। আগামী ২৫ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাজুড়ে নেত্রদান সচেতনতা শিবির করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তার আগে কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে শুরু হয়েছে চক্ষুদান নিয়ে প্রচার এবং কাউন্সেলিং। চক্ষুদান নিয়ে মানুষের মধ্যে এখনও নানা ধরনের ভুল ধারণা রয়েছে। সেই ধারণা দূর করতেই কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে কাউন্সিলর নিয়োগ করা হয়েছে। কোনও রোগীর মৃত্যু হলে দ্রুত তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেত্রদানের গুরুত্ব বোঝাবেন তাঁরা। পরিবারের সদস্যদের জানানো হবে, মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্নিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব এবং সেই কর্নিয়া অন্য এক বা একাধিক মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফেরানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির সহকারী অধ্যাপক ডা. সৌম্যদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, মৃত্যুর ছ'ঘণ্টার মধ্যে কর্নিয়া সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাড়িতে কারও মৃত্যু হলে যত

দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী চক্ষুব্যাঙ্ক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নেত্রদান সংক্রান্ত সাহায্যের জন্য রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির তরফে একটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। নেত্রদান করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৯০০৭০ ৬৪৮৩১ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, চোখে আঘাত, অপুষ্টি, বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ, জন্মগত ত্রুটি কিংবা অস্ত্রোপচারের পর জটিলতার কারণে অনেক মানুষ কর্নিয়াজনিত দৃষ্টিহীনতার শিকার হন। তাঁদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মৃতদাতার কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার সুযোগ থাকে। ফলে মৃত্যুর পর চোখ দান করা শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, অন্য একজন মানুষের জীবনে আলো ফিরিয়ে দেওয়ারও সুযোগ। রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির ডিরেক্টর ডা. সুব্রত দত্ত জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগে কেউ নেত্রদানের অঙ্গীকার না করে থাকলেও পরিবারের সদস্যরা পরে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মৃত্যুর পর দ্রুত হেল্পলাইন বা চক্ষুব্যাঙ্কে যোগাযোগ করলেই প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব। তাঁর মতে, সচেতনতার অভাবেই অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবান কর্নিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। চক্ষুদান নিয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, চশমা ব্যবহার করেন এমন ব্যক্তি, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে এমন ব্যক্তিরাও মৃত্যুর পর চোখ দান করতে পারেন। তবে কর্নিয়া সুস্থ এবং প্রতিস্থাপনের উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। চিকিসকদের বক্তব্য, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির চোখ সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও প্রত্যেকের কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। গুরুতর সংক্রমণ বা নির্দিষ্ট ধরনের ক্যানসারের কারণে মৃত্যু হলে সাধারণত সেই ব্যক্তির কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হয় না। কারণ, সেক্ষেত্রে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকতে পারে।

একজন মৃত ব্যক্তির কর্নিয়া থেকে দু'জন মানুষ উপকৃত হতে পারেন। তাই বাড়িতে কারও মৃত্যু হলে চক্ষুব্যাঙ্কের কর্মীরা পৌঁছনোর আগে কিছু সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ঘরের সিলিং ফ্যান বন্ধ রাখতে হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র থাকলে তা চালিয়ে ঘর ঠান্ডা রাখতে বলা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে তার উপর ভেজা তুলো বরফের সঙ্গে রাখা যেতে পারে। পাশাপাশি মাথার নীচে বালিশ দিয়ে মাথা সামান্য উঁচু করে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কর্নিয়ার আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। চক্ষুব্যাঙ্কের কর্মীরা কর্নিয়া সংগ্রহ করার পর মৃত ব্যক্তির চোখের জায়গায় কৃত্রিম চোখও বসিয়ে দেন। ফলে পরিবারের কাছেও প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। মৃত্যুর পর চোখ দান নিয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোই এখন স্বাস্থ্য দপ্তর ও চক্ষু বিশেষজ্ঞদের অন্যতম লক্ষ্য। আগামী ২৫ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে যে সচেতনতা কর্মসূচি হবে, তার মাধ্যমে আরও বেশি মানুষকে নেত্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানানো হবে। চিকিসকদের আশা, সচেতনতা বাড়লে মৃত্যুর পর দান করা কর্নিয়ার সংখ্যা বাড়বে এবং কর্নিয়াজনিত দৃষ্টিহীন বহু মানুষের জীবনে নতুন করে আলো ফেরানোর সুযোগ তৈরি হবে।

ব্যাঙ্ক আধিকারিকের বিরুদ্ধেই গ্রাহকের ৭.৮০ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ গ্রাহকের গোপনীয় তথ্যের অপব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। অভিযোগের তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশ উত্তরপ্রদেশ থেকে ওই ব্যাঙ্ক আধিকারিককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম মমতা কুমারী। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এবং কলকাতার চেতলা এলাকার একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের শাখায় ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রেফতারের পর তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলার সূত্রপাত। অভিযোগ, নিজের পদমর্যাদা এবং ব্যাঙ্কের দায়িত্বের সুযোগ নিয়ে ওই গ্রাহকের গোপনীয় ব্যাঙ্কিং তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন অভিযুক্ত আধিকারিক। এরপর গ্রাহকের ক্রেডিট কার্ড হাতিয়ে নিয়ে সেটি ব্যবহার করে প্রায় এক লক্ষ টাকার কেনাকাটা করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকেও ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ সামনে এসেছে। ঘটনার বিষয়টি বুঝতে পেরে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক চেতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। প্রথমে ব্যাঙ্কিং লেনদেন এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। কীভাবে গ্রাহকের গোপন তথ্য অভিযুক্তের হাতে পৌঁছল, কীভাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হল এবং অ্যাকাউন্ট থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা সম্ভব হল, তা জানার চেষ্টা করেন তাঁরা। তদন্ত যত এগোয়, ততই

সংঃদেহের কেন্দ্রে চলে আসেন ব্যাঙ্কের ওই আধিকারিক। পুলিশের দাবি, তদন্তে এমন কিছু তথ্য ও নথি হাতে আসে, যার ভিত্তিতে মমতা কুমারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের যোগসূত্র পাওয়া যায়। এরপর তাঁর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ শুরু করেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানতে পারে, ঘটনার পর তিনি কলকাতা ছেড়ে উত্তরপ্রদেশে চলে গিয়েছেন এবং সেখানে আত্মগোপন করে রয়েছেন। এরপর কলকাতা পুলিশের একটি দল উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশে রওনা দেয়। তদন্তকারীরা বালিয়া জেলার আনন্দনগর এলাকায় পৌঁছে অভিযুক্তের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হন। সেখানেই অভিযান চালিয়ে মমতা কুমারীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাঁকে স্থানীয় আদালতে পেশ করে কলকাতায় আনার জন্য ট্রানজিট রিমান্ডের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

তদন্তকারীদের অনুমান, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই আর্থিক প্রতারণার নেপথ্যে আরও কোনও ব্যক্তি জড়িত কি না, সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে। গ্রাহকের তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল, টাকা তোলার ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আত্মসা করা অর্থ কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে, সেই সমস্ত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতকে সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হবে। তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানানো হতে পারে। তদন্তকারীদের আশা, জিজ্ঞাসাবাদ এবং নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্র স্পষ্ট হবে। একই সঙ্গে ব্যাঙ্কের আরও কোনও কর্মী বা বাইরের কেউ এই ঘটনায় যুক্ত রয়েছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তা এবং ব্যাঙ্কিং তথ্যের গোপনীয়তা নিয়ে এই ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তবে অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে পুলিশ।

জমি দুর্নীতি মামলায় ফের হাই কোর্টের দ্বারস্থ অভিষেকের আপ্তসহায়ক, দ্রুত শুনানির আর্জি সুমিতের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বঃে দ্যাপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। নতুন করে দায়ের হওয়া চারটি মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে তাঁর করা আবেদনের দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়েছে। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুমিতের আইনজীবী। আদালতে জানানো হয়, গত ৭ আগস্ট এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। ফলে দ্রুত শুনানির জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্তে সুমিত রায়ের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত চালাচ্ছে কেঃদ্রীয় ও রাজ্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিকবার তলব করা হলেও দীর্ঘ সময় তাঁর কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে তদন্তকারী সূত্রে দাবি করা হয়েছিল। এর মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়। তদন্তকারীদের তরফে তাঁর বাড়িতে গিয়ে নোটিস ধরানোর কথাও সামনে আসে। সেই পরিস্থিতিতে তাঁর গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এরপর দীর্ঘ সময় আত্মগোপনে থাকার পর অবশেষে শনিবার সিআইডি দফতরে হাজিরা দেন সুমিত রায়। শুধু শনিবারই নয়, রবিবারও তিনি তদন্তকারী সংস্থার দফতরে পৌঁছন। সোমবারও তাঁকে সিআইডির তরফে হাজির হতে বলা হয় এবং সেই মতো তিনি হাজিরা দেন বলে জানা গিয়েছে। পরপর তিন দিন তদন্তকারী সংস্থার সামনে হাজিরা দেওয়ার পরই নতুন মামলাগুলিতে গ্রেপ্তারির আশঙ্কা আরও জোরালো হয়েছে বলে মনে করছে তাঁর আইনজীবী মহল। সোমবার হাই কোর্টে সুমিতের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল তদন্তে সহযোগিতা করছেন। তদন্তকারী সংস্থার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি পরপর হাজিরাও দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন চারটি মামলায় তাঁকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। আইনজীবীর বক্তব্য, তদন্তে সহযোগিতা করা সত্ত্বেও গ্রেপ্তারের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় আদালতের সুরক্ষা প্রয়োজন। সেই কারণেই দ্রুত মামলাটির শুনানি হওয়া জরুরি। এর আগে দীর্ঘদিন সুমিত রায়ের কোনও সন্ধান না পাওয়ায় মেদিনীপুরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল বলে জানা যায়। এরপর আইনজীবীর মাধ্যমে আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। কিন্তু হাই কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। পরে হাই কোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন সুমিত। সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলায় আপাতত কিছুটা স্বস্তি মিলেছিল বলে তাঁর আইনজীবী সূত্রে দাবি। তবে নতুন করে চারটি মামলায় গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় ফের হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আইনজীবীদের বক্তব্য, একটি মামলায় পাওয়া আইনি সুরক্ষা অন্য মামলাগুলির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয় না। তাই নতুন মামলাগুলিতে পৃথকভাবে রক্ষাকবচ চাওয়া হয়েছে। সুমিত রায়ের পরপর তিন দিন সিআইডি দফতরে হাজিরা ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জল্পনা। দীর্ঘদিন তাঁর অনুপস্থিতি, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, আদালতে আগাম জামিনের আবেদন এবং পরে তদন্তকারী সংস্থার সামনে হাজিরা- পুরো ঘটনাপ্রবাহে নতুন করে নজর পড়েছে তাঁর উপর। এখন মূল প্রশ্ন, নতুন চারটি মামলায় আদালত তাঁকে কোনও অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দেয় কি না। সোমবারের শুনানিতে দ্রুত শুনানির আর্জি গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই মামলাটি শুনানির জন্য উঠতে পারে বলে জানা গিয়েছে। আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপের উপরই নির্ভর করছে সুমিত রায়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী আইনি পরিস্থিতি। আপাতত তদন্তে সহযোগিতা করার পাশাপাশি আদালতের রক্ষাকবচের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তিনি।

ফলতার বিজেপি বিধায়কের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক!

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফলতা ফ্লতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডার হোয়াটস অ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছা্য়েছে। বিধায়কের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে টাকা চেয়ে মেসেজ পাঠানোর পাশাপাশি হুমকি দেওয়া এবং দেখা করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপির বিভিন্ন মহলে শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনা জানতে পেরে কালবিলম্ব না করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি বিধায়ক।পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম শাখার আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবারের নাইয়াপাড়ার এক বাসিন্দা বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডাকে ফোন করে জানান, তাঁর নাম করে ওই ব্যক্তির কাছে ফোন এসেছিল। বিষয়টি জানার পর ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন বিধায়ক। এরপর ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিধায়কের হোয়াটস অ্যাপ অ্যাকাউন্টে অননুমোদিত ভাবে প্রবেশ করা হয়েছে।অভিযোগ, বিধায়কের নাম ও নম্বর ব্যবহার করে একাধিক ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের মেসেজ পাঠানো হয়েছে। কোথাও টাকা দাবি করা হয়েছে, আবার কোথাও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি কয়েকজনকে দেখা করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। কীভাবে বিধায়কের হোয়াটস অ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হল, এর নেপথ্যে কারা রয়েছে এবং কারা ওই নম্বর ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে-তা খতিয়ে দেখছে।

তৃণমূলের কার্যালয়ে তালা, নিশানায় সায়নী ঘোষ ' অবস্থানের অভিযোগে গড়ফায় বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে সাংসদ হওয়ার পর দলের কার্যালয় ব্যবহার করলেও বর্তমানে ' রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ উঠেছে যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগকে কেঃদ্র করেই সোমবার দক্ষিণ কলকাতার গড়ফা এলাকায় সায়নী ঘোষের ব্যবহৃত একটি তৃণমূল কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিলেন একদল কর্মী-সমর্থক। নিজেদের কালীঘাটপন্থী এবং মমতা বঃে দ্যাপাধ্যায়ের অনুগামী বলে দাবি করা ওই কর্মীদের বক্তব্য, তৃণমূলের কার্যালয় ব্যবহার করে অন্য রাজনৈতিক দলের হয়ে জনসংযোগ করা মেনে নেওয়া হবে না। গড়ফার ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের ওই কার্যালয়টি রয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেঃদ্র থেকে জয়ী হওয়ার পর সায়নী ঘোষ নিয়মিত এই কার্যালয় ব্যবহার করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সেখানে দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক, সাংগঠনিক আলোচনা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে পরিকল্পনা করা হত। কার্যালয়ের বাইরে দীর্ঘদিন সায়নী ঘোষের নাম লেখা একটি নামফলকও ছিল। সোমবার আচমকাই কয়েক জন যুবক-যুবতী ওই কার্যালয়ে এসে জড়ো হন। তাঁদের হাতে ছিল সায়নী ঘোষকে নিশানা করে লেখা একাধিক ব্যানার। কোথাও লেখা ছিল ' ব্যাক সায়নী', আবার কোথাও তাঁকে ' বলে কটাক্ষ করা হয়। নিজেদের ' তৃণমূলের' কর্মী এবং মমতা বঃে দ্যাপাধ্যায়ের অনুগামী বলে দাবি করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, সায়নী ঘোষ বর্তমানে তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সাংসদ হিসেবে কাজ করছেন এবং সেই দলের কর্মসূচি ও বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। তাহলে তৃণমূলের কার্যালয় তিনি কেন ব্যবহার করবেন, সেই প্রশ্নই তোলেন বিক্ষোভকারীরা। ঘটনাস্থলে সায়নী ঘোষের সচিবের মতো পরিচিত এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভকারীরা তাঁকে কার্যালয় থেকে বাইরে বের করে দেন। এরপর ঘরটিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, তৃণমূলের নামে থাকা কোনও কার্যালয় অন্য রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক বা জনসংযোগের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এই কারণেই তাঁরা কার্যালয়টি বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানান।

মসজিদের মাইক খোলার প্রতিবাদে মিছিলের অনুমতি হাই কোর্টের, রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত পদযাত্রায় একাধিক শর্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ ধর্মীয় স্থান থেকে লাউডস্পিকার খুলে দেওয়ার প্রতিবাদে মিছিল করার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তবে একাধিক শর্তসাপেক্ষে ওই মিছিলের

অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিল করতে পারবেন সর্বোচ্চ ৭৫০ জন। সকাল সাড়ে ১১টায় মিছিল শুরু করতে হবে এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই তা শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি মিছিলে কোনও ধরনের মাইক বা লাউডস্পিকার ব্যবহার করা যাবে না বলেও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ধর্মস্থান থেকে মাইক খুলে দেওয়ার প্রতিবাদে আগামী ১১ আগস্ট মিছিল করার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল একটি সংগঠন। সোমবার সকালে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাটি উল্লেখ করেন মামলাকারীদের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। শুনানির সময় মিছিলের অনুমতি দিতে পুলিশের তরফে দেরি করার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ৩ আগস্ট মিছিলের অনুমতি চাওয়া হলেও শেষ মুহূর্তে পুলিশের তরফে অনুমতি না দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। আগে থেকেই বিষয়টি জানানো যেত বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি। রাজ্যের তরফে আদালতে উপস্থিত আইনজীবী এজি সুরজিত মিত্র মিছিলের অনুমতি নিয়ে আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর দাবি, মামলার ক্ষেত্রে কিছু তথ্য গোপন করা হয়েছে। সপ্তাহের মাঝখানে বড় জমায়েতের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় বলেও আদালতে জানানো হয়। রাজ্যের তরফে প্রথমে ২ হাজারের পরিবর্তে সর্বোচ্চ ৩০০ জনকে নিয়ে মিছিলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি গড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে এস সি মল্লিক রোড হয়ে ইএম বাইপাস পর্যন্ত অন্য একটি রুটের কথাও আদালতে জানানো হয়। অন্যদিকে, মামলাকারীদের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, মিছিলের অনুমতি দেওয়া সম্ভব না হলে পুলিশ আগেই তার কারণ জানাতে পারত। প্রয়োজনে মিছিলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে বলেও আদালতকে আশ্বস্ত করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দেয়। তবে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, সময় এবং মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এদিকে ধর্মীয় স্থান থেকে লাউডস্পিকার খুলে নেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি হয়েছে। বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, নির্দিষ্টভাবে মসজিদগুলিকে নিশানা করে মাইক খুলে দেওয়া হচ্ছে। যদিও রাজ্য সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সরকারের বক্তব্য, কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় বা উপাসনাস্থলকে লক্ষ্য করে অভিযান চালানো হচ্ছে না। আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশ মেনে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, অভিযানের ক্ষেত্রে মসজিদের পাশাপাশি মন্দির-সহ অন্যান্য ধর্মীয় স্থানেও নির্ধারিত নিয়ম মেনে লাউডস্পিকার ব্যবহারের বিষয়টি দেখা হচ্ছে। সেই নিয়ম না মানলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। মিছিলকে কেঃদ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে জন্য পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্ধারিত শর্ত মেনেই মিছিল করতে হবে। বিশেষ করে মাইক বা লাউডস্পিকার ব্যবহার না করার নির্দেশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এখন নির্ধারিত দিনে রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিল কীভাবে সম্পন্ন হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলের।

ক্ষেত্রীয় রেল হিন্দি নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী দলের সাথে উপ মুখ্য রাজভাষা অফিসার মনোজ মিশ্র।

শ্রী গণেশ আয়রন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L27109WB1974PLC029471
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৮, এজেসি বোস রোড, সার্কুলার কোর্ট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭ফোন নম্বরঃ ০৩৩-৪০০৭৫৬০৮,
ই-মেইলঃ shreeganeshnbfc@gmail.com

ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (Ind-AS) মেনে প্রস্তুতকৃত ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের একক নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০শে জুন ২০২৬-এ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০শে জুন, ২০২৫-এ	৩১ মার্চ ২০২৬-এসমাপ্ত বছর
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১.	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	০	০	০
২.	কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং অসাধারণ দফার পূর্ববর্তী সময়ে নিট মুনাফাক্ষতি	০	০	০
৩.	আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফাক্ষতিকর-পূর্ব এবং ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ বিষয়-পরবর্তী	০	-৪৩,০০০.০০	-১,৮৮,৯৯০
৪.	কর, বিশেষ ও অসাধারণ বিষয়সমূহ (ব্যতিক্রমী দফাও অসাধারণ দফা) বিবেচনার পর আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফাক্ষতি	০	-৪৩,০০০.০০	-১,৮৮,৯৯০
৫.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়(এই সময়ের মুনাফাক্ষতি (কর-পরবর্তী)এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) নিয়ে গঠিত)	০	০	০
৬.	সাধারণ শেয়ার মূলধন	৫,৪৬৫,০০০	৫,৪৬৫,০০০	৫,৪৬৫,০০০
৭.	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)	-	-	৪৯,২২১,৫৫০
৮.	শেয়ার প্রতি আয়			
	মৌলিক	০.০০	০.০০	০.০০
	মিশ্রিত	০.০০	০.০০	০.০০

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরিউক্ত তথ্যটি ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা SEBI (LODR) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৩৩ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের একক (stand-alone) আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণী স্টক এক্সচেঞ্জে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shree-ganeshiron.com-এর 'ইনভেস্টর রিলেশন' (বিনিয়োগকারী সম্পর্ক) বিভাগে পাওয়া যাবে।
৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের 'লিমিটেড রিভিউ' বা সীমিত পর্যালোচনাকৃত আর্থিক ফলাফলটি ১০ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
শ্রী গণেশ আয়রন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর /-
মুন্না লাল গুপ্তা
পরিচালক
DIN: 0116685

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০.০৮.২০২৬

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor,Room No. 306, Kolkata-700069Tel:033-30288506,E-mail-investors.pronto@gmail. com
CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

(Rs. in Lakhs Except EPS)

Particulars	Quarter ended 30.06.2026	Quarter ended 31.03.2026	Quarter ended 30.06.2025	Year ended 31.03.2026
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from Operations(net)	1.71	7.65	1.26	11.27
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(0.59)	5.27	(1.10)	1.51
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	(0.59)	5.27	(1.10)	1.51
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	(0.59)	5.27	(1.10)	1.68
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.59)	5.27	(1.10)	1.68
Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	24.00	24.00	24.00	24.00
Reserves excluding Revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year	-	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
Basic	(0.25)	2.20	(0.46)	0.70
Diluted	(0.25)	2.20	(0.46)	0.70

Note: (a)The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (CSE) and Company website i.e. www.pisl.in."(b) Exceptional and/or Extraordinary items (if any) adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with AS Rules.

For and on behalf of the Board
Sd/-
SUSHIL KUMAR AGRAWAL
Director
DIN: 00649521

Place : Kolkata
Date : 10.08.2026

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫১ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩

শান্তিনিকেতন

গুরুদেব চলে গেলেন - শান্তিনিকেতন আশ্রম যেন হা হা করতে লাগল। সব কাজ যেন ফুরিয়ে গেল। খালি হয়ে গেল চারিদিক। এই যখন অবস্থা এদিকে, অবনীন্দ্রনাথ এসে ভার নিলেন আশ্রমের। বুকভরা স্নেহমমতা ঢেলে সবাইকে ডাক দিলেন - জড়ো করলেন উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরে দিয়ে আবার কাজে লাগালেন। বললেন, ওঠো তোমরা, মনে আনন্দ ফিরিয়ে আনো, তাঁর কাজে হাত লাগাও। তাঁর কাজ ফেলে রেখো না। এই দেখো আমাকে - আমি পেরেছি, আর তোমরা পারবে না? গুরুদেবের পরে অবনীন্দ্রনাথকে না পেলে আশ্রম বোধ হয় উঠে দাঁড়াতে পারত না। তাঁর অভাব এক অবনীন্দ্রনাথই পেরেছিলেন ভালোবাসা দিয়ে ভরে দিতে। তিনি যেন নিজের হাতে আপন দ্বারের বন্ধ আগল খুলে দিলেন এতদিনে। বললেন, আয় তোরা আয়, কাছে আয়। বললেন, আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখব না। চলে আসুক সবাই। অবনীন্দ্রনাথ ছোটোদের কাছে যান, তাদের গল্প শোনান। তারা এসে ডাক দেয় 'অবুদাদু'। অবুদাদু হেসে সদ্যগড়া 'কুটুম-কাটাম' দেখান তাদের। বয়স ভুলে মিলেমিশে এক হয়ে যান।কলাভবনে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বসেন - ছাত্রছাত্রীদের বলেন, নিয়ে আয় তোদের ছবি, কে কী আঁকলি দেখি। তাদের ছবির গূঢ়তত্ত্ব বোঝান, ছবির সঙ্গে ভাব জমাবার রহস্যটি বলে দেন। শিক্ষকদের উপদেশ দেন কী করে ছাত্রদের আপন আপন পথে চলতে দিতে হয়। শিক্ষাভবনে পাঠভবনে কলাভবনে শিশুবিভাগে সংগীতভবনে- সকল ভবনে সকল বিভাগে সাড়া পড়ে যায়- 'অবুদাদু' 'অবুদাদু'। শালফুলের ঝরে-পড়া পাপড়ির ঝরনার মতো হাসি ঝরে সকলের মুখে। রবিকা নেই, সবার মুখে হাসি ফোটাবার দায় যে এখন তাঁর। তিনি উজাড় করে দিতে লাগলেন নিজেকে। যে-মানুষ আপনাকে বরাবর আড়াল করে রেখেছিলেন রবিকার ছায়ার অন্তরালে, আজ এক সকল-আবরণ-খসে-পড়া রূপ তাঁর। আশ্রম নড়েচড়ে উঠল। সবার দৈনন্দিন কাজ মহা উদ্যমে শুরু হল। অবনীন্দ্রনাথও খুশি মনে ছবি আঁকা শুরু করলেন। অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কিছুকাল - কিছুকাল কলকাতায়, এই করে থাকতে লাগলেন। শান্তিনিকেতনে সবাইকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নাড়া দিয়ে সব-কিছুকে যেন জাগিয়ে দিয়ে যেতেন। অবনীন্দ্রনাথের কথা যতই বলা হোক-না কেন, মনে হয় কিছুই বলা হল না। তাঁর কথা যে ভাবেই বলা হোক-না কেন, মনে হয় কিছুই তাঁকে ফোটাতে পারল না। তাঁর ছবি - তাঁর ছবি আঁকার জগৎ আলাদা, ছবি দিয়ে তিনি ধরা আছেন লোকের কাছে। কিন্তু মানুষ-অবনীন্দ্রনাথ চিরকাল লুকিয়ে ছিলেন আড়ালে। আপনাকে আপনি ঢেকে রেখেছিলেন অতিশয় যত্নে। কী বিরাট - কী মহৎ মানুষ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁকে ধরি আমরা কোন্ শক্তিবলে? কবিগুরু এমনভাবে শান্তিনিকেতনকে সাজিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর অবর্তমানেও শান্তিনিকেতন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করে গিয়েছিলেন। কবিগুরু শূন্যস্থানকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সেই সময়ে শিল্পী মন নিয়ে শান্তিনিকেতনকে সাজিয়ে তুলেছিলেন। তার ফলে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ক্রমশ মনোরম হতে থাকে। চারদিকে ফুলে ফলে ভরতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর।

প্রথম রাজ্যপাল

প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এক বঙ্গ সন্তান, আড্ডা দিতে রাজভবনে হাজির দাদাঠাকুর। কলকাতার প্রাণকেন্দ্র চৌরঙ্গী অঞ্চল। শুধু আজ নয়, সেই ইংরেজ আমল থেকেই একের পর এক ইতিহাসের সাক্ষী এই এলাকা। কত বড় বড় বাড়ি, বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গা; সব মিলিয়ে জমজমাট সব। এখানেই রয়েছে রাজভবন। যে সময়ের কথা, তখন ভারত স্বাধীনতা পেয়ে গেছে। পঞ্চাশের দশক সবে শুরু হয়েছে। রাজভবনে তো অনুমতি ছাড়া কারোর প্রবেশ নিষেধ। সাধারণের তো নয়ই। কিন্তু অনেকেই দেখছেন, একজন বৃদ্ধ মানুষ মাঝে মাঝেই এসে সটান ঢুকে যাচ্ছেন রাজভবনের ভেতর। রক্ষীরা কেউ কিছু বলছেও না। কী হল ব্যাপারটা? ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতেই একাংশ চিনতে পারলেন ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে। এ যে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত; মানে দাদাঠাকুর! এসেছেন 'বন্ধু'র সঙ্গে একটু দেখা সাক্ষাৎ করতে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। দাদাঠাকুর যাঁর কথা বলছেন, তিনি আর কেউ নন, ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃতীয় রাজ্যপাল। আরও ভালো করে বললে, পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পূর্ণ সময়ের রাজ্যপাল, যিনি ছিলেন বাঙালি! বাঙালি মানে যাকে বলে ফ্রম টপ টু বটম; আদ্যোপান্ত বাঙালি। আর হবেন নাই বা কেন। এত বিশাল জায়গায় গিয়েও মনটা যে মাটির দিকেই পড়ে রয়েছে। যেমন স্বভাব, তেমন ব্যক্তিত্ব, তেমনই তীক্ষ্ণ মেধা। অবশ্য স্রেফ রাজ্যপাল হিসেবেই তাঁকে মনে রাখেনি ইতিহাস। পড়াশোনায় ছিলেন তুখোড়। হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে প্রথম ডক্টরেট। পরে সেই বিভাগের প্রধানও হয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়তেই আরও নানা পদে ছিলেন তিনি। এঁর মাঝেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন তিনি। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য ছিলেন। একসময় এগিয়ে এল স্বাধীনতার মাহেন্দ্রক্ষণ। কিন্তু স্বাধীন একটি দেশের জন্য তো স্বতন্ত্র নিয়ম চাই, আইন চাই। তার কী হবে? শুরু হল সংবিধান তৈরির কাজ। তৈরির করা হল ড্রাফটিং কমিটি। সেই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অফ ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয় হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে। এছাড়াও সংখ্যালঘুর অধিকার নিয়েও তিনি আওয়াজ তুলেছিলেন। মাইনরিটি রাইটস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন তিনি। পরে, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পদে বসেন তিনি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে নারী। সেই কারণে নারীকে জগতজননী বলা হয়ে থাকে। জননী যে শক্তি অর্জন করতে পারে সেই শক্তি এই বিশ্বে আর কেউই গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। সমস্ত নারীদের মধ্যে শক্তি রয়েছে। সৃষ্টি করার শক্তি যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে কিন্তু নারী শক্তির ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে। গিরিশ ঘোষ তো মা সারদা ওপরে ভরসা করেছিলেন। তিনি সারাজীবন ধরে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং মা সারদার ওপরে নির্ভর করেছিলেন। তিনি নাট্য জগতে সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং মা সারদার আশির্বাদ পেয়ে। শারীরিক শক্তি এবং মানসিক শক্তির জোগান দিয়ে থাকে মা। তিনি সন্তানদের দুসময়ের সাথী। তিনি আবার সন্তানদের সুসময়ের সাথী। তিনি যেমন সন্তানকে পতিপালন করার জন্য সব কিছু সহ্য করে নিজের কর্তব্য করে যান। কোনও ভাবে কাউকে ভয় না পেয়ে নির্ভয়ে কাজ করে চলেন। নিজের সন্তানদের জন্য জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেন। ঠাকুরের নিজের কোনও সন্তান ছিল না।

জবানবন্দিতে অপরাধ স্বীকার ক্ষুদিরামের

রবীন্দ্রকুমার শীল

'আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। বাবা ত্রৈলোক্যনাথ বসু। আমি জাতিতে কায়স্থ এবং পেশা ছাত্র। মৌজা মেদিনীপুরে আমার বাড়ি। আমি সেখানে বাস করি। প্রশ্ন ঃ তুমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উড্‌ম্যানের কাছে ১ মে একটা বিবৃতি দিয়েছিলে। উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ বিবৃতি কি স্বেচ্ছায় দিয়েছিলে? উত্তর ঃ হ্যাঁ। দীনেশ আমাকে কিছু শিখিয়ে দিয়েছিল।

এরপর ক্ষুদিরাম দীনেশের ছবি,

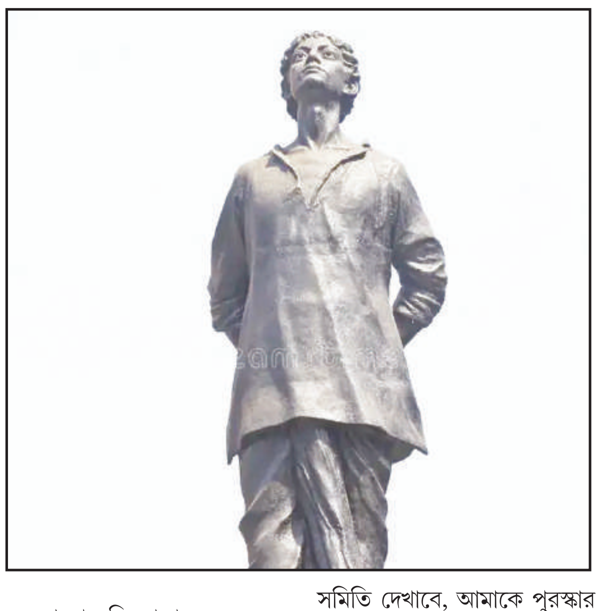

জুতো প্রভৃতি শনাক্ত করেন। জেরার উত্তরে জানান- তিনি তাঁর ব্যাগটি চিনতে পারছেন। ধরমশালার পশ্চিম দিকের একটা কঠুরিতে তাঁরা থাকতেন। বোমা নিক্ষেপের আগে দরজায় তাঁরা তালা দিয়ে এসেছিলেন, বোমা নিয়ে যাবার জন্যেও তাঁরা ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছিলেন, টিনের বাক্সটা তাঁরা ময়দানে ফেলে গেছিলেন, (কাপড়ের টুকরো দেখিয়ে) - এই কাপড়ে বোমাটি জড়ানো ছিল, গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর সঙ্গে দুটো রিভলভার, মানিব্যাগ, ঘড়ি, মোমবাতি (সব দেখিয়ে) ছিল।

প্রশ্ন ঃ তুমি কি কন্সটেবল ফৈয়জউদ্দিন এবং তহশিলদার খানের বিবৃতি শুনেছ? উত্তর ঃ শুনেছি, তবে তা অংশত সত্য। তারা যে বলেছে বোমা পড়ার সময় তারা জজেস কোর্ট রোডে ছিল না- এটা ঠিক নয়। আমি তাদের একটা ব্রীজের ওপর বসে থাকতে দেখেছিলাম। শিউপ্রসাদ এবং ফতে সিং -এর বিবৃতিও অংশত সত্য। কারণ একজন বলেছে যে, সে আমার সার্টের ওপর কোর্ট পরা ছিল দেখেছে- তা ঠিক নয়। আমি আসলে সেটা ভাঁজ করে হাতে ধরে ছিলাম। আর ছোটো রিভলভারটা আমার পকেটেই ছিল, কনস্টেবল সেটা ছিনিয়ে নেয়নি। আমি সেটা টেনে বেরও করিনি।

দীনেশ তাকে কী শিখিয়েছিলেন- এই প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেন যে, দীনেশের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে- এটা ঠিক কথা নয়। আমি কলকাতা ত্যাগের ৫-৬ দিন আগে থেকেই যুগান্তর অফিসে দেখা করেছিলাম। প্রশ্ন ঃ সেখানে গিয়েছিলে কেন? উত্তর ঃ আমি মেদিনীপুরে যুগান্তর বিক্রি করতাম। ক'দিন ধর তারা পত্রিকা পাঠাচ্ছে না দেখে আমি খোঁজ নিতে এসেছিলাম। নানা কথার পর দীনেশ আমাকে গুপ্ত সমিতি দেখাবে, আমাকে পুরস্কার দেবে বলে। প্রথমে আমি রাজি হইনি। আর কথা না বাড়িয়ে সে বিকাল তিনটের সময় আমাকে শুক্রবার দিন হাওড়া স্টেশনে দেখা করতে বলে। সেই মতো ওই সময়ে আমি দেখা করি। দীনেশ আমাকে কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা বলে। অনেক উপরোধের পর আমি রাজি হই। পরের দিন বিকেল পাঁচটায় আবার হাওড়ায় দেখা হওবার কথা। দীনেশ আমাকে নিষেধ করেছিল- কবে আমি রিভলভার পেয়েছি তা যেন না বলি। দীনেশ মজঃফরপুরে আমাকে রিভলভার দিয়ে বলেছিল, বোমা ছোঁড়ার ব্যাপারে সে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল - একথা যেন না বলি- যুগান্তর পড়ে এবং বক্তৃতা শুনে এই প্রেরণা পেয়েছি - যেন বলি। আর আমি যে আগে বলেছি কিংসফোর্ডকে আমার ইচ্ছে হতো গুলি করে মারি- তা বাদে আমার বাকি বিবৃতি সত্য। দীনেশ আমাকে একথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিল। ধরমশালায় দীনেশের সঙ্গে আমি ঘটনার দিন সমেত পাঁচ দিন ছিলাম। কিশোরীমোহন ব্যানার্জির নাম আমি দীনেশের কাছে শুনেছিলাম- তাঁর সঙ্গে কোনও দিন কথাবার্তা হয়নি। আমার আর কিছু বলার নেই।

(ম্যাস্ট্রেট ব্রেটহাউড-এর সামনে ২৩ মে, তারিখে প্রদত্ত)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মানসরঞ্জন সেন তাঁকে বাংলায় প্রদত্ত বিবৃতিটি পড়ে শোনালেন। নীচে সই করলেন ম্যাজিস্ট্রেট ব্রেটহাউড।

প্রথম জবানবন্দিতে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর জীবন রক্ষা করতে সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে গ্রহণ করেছিলেন। তখনও তিনি জানতেন না যে প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। পরে তিনি উকিল মারফৎ জানতে পেরেছিলেন যে প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। সেই সময়ে তাঁর পক্ষের উকিলরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বেশ কিছু দায়িত্ব প্রফুল্ল চাকীর কাঁধে ফেলে দিতে। কারণ উকিলারা চেষ্টা করছিল ক্ষুদিরামের জীবনকে ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা করতে। উকিলরা সেই সময়ে তাঁকে শিখিয়ে রেখে দিয়েছিল। ক্ষুদিরাম অকপটে সব স্বীকার করে নিয়েছিল প্রথম জবানবন্দিতে। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল ক্ষুদিরাম প্রথম দেওয়া বিবৃতি থেকে ক্রমশ সরে আসতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এ কৌশল উকিলদের দেওয়া যা বুঝতে কারোর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে ইংরেজ শাসকদের গোপন ইচ্ছা ছিল কিংসফোর্ট মামলায় অভিযুক্তকে দৃষ্টান্ত মূলক কঠোর শাস্তি দেওয়া। এই কঠোর শাস্তিটা হল একমাত্র ফাঁসি।

ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হল। ৮ জুন ১৯০৮ সালে। মজঃফরপুরে বিচার করতে এলেন বাঁকিপুরের দায়রা জজ মিস্টার কার্নডাফ। ক্ষুদিরামের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়েছিলেন কিশোরী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মৃত্যুঞ্জয় চত্রবর্তী। তাঁর যক্ষা হয়েছিল। ফলে তিনি অভিযুক্ত থাকা অবস্থায় মারা যান। জুরি নিযুক্ত হয়েছিলেন দুজন-বাবু নাথুনিপ্রসাদ এবং বাবু জনকপ্রসাদ। মজঃফরপুর কিংস ফোর্ড হত্যা মামলায় সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল ২৪ জনের। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মামলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন বাঁকিপুরের ব্যারিস্টার মিস্টার ম্যানুক এবং সরকারি উকিল বিনোদবিহারী মজুমদার। ক্ষুদি রামের পক্ষে মজঃফরপুরের খ্যাতনামা উকিল ছিলেন কালিদাস বসু (ক্ষুদিরামের জামাইবাবু অমৃত লাল রায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়), উপেন্দ্রনাথ সেন এবং ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা শুরু হয়ে ছিল ৩০২ধারা অনুযায়ী মিস এবং মিসেস কেনেডি হত্যা করার প্রত্যক্ষ অভিযোগের ওপরে ভিত্তি করে। ক্ষুদিরামের পক্ষের উকিলরা অপরাধকে অস্বীকার পরামর্শ দিলেও ক্ষুদিরাম অপরাধ স্বীকার করলেন জজ কার্নডাফের কাছে। উকিলরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। ৯.৬.১৯০৮ তারিখে সকাল ৬ টায় আবার বিচার শুরু হল। কালিদাস বসুর সঙ্গে যোগ দিলেন রংপুরের উকিল কুলকমল সেন এবং নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি। এদিন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এস.পি.মিস্টার আর্মস্ট্রং, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যতীন সেন। কালিদাস বসু তাঁদেরকে রীতিমতো জেরা করেছিলেন। ১০.০৬.১৯০৮ সালে মামলায় যোগ দিলেন সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। এদিন সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন স্বয়ং কিংসফোর্ড। কিংসফোর্ড সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতার জনতা তাঁকে কীভাবে বারবার আক্রমণ করেছিল সে কথা তিনি বলেছিলেন। কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে বদলি হওয়ার এক মাত্র কারণ ছিল কলকাতার জনতা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হতে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতাতেই তাঁকে হত্যা করার ফন্দি করতে শুরু করে দিয়েছিল সেখানতার লোকেরা। এরপরে কেনেডির গাড়ির গাড়োয়ান কালীরাম, তহশীলদার, ফৈয়জউদ্দিন ও ইয়াকুব আলির সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। আদালতে একটি বেনামি চিঠি পাঠ করা হয়েছিল। সেই চিঠিতে লেখা ছিল -'আসামিকে যেন ফাঁসি না দেওয়া হয়। নির্বাসন দেওয়া যেতে পারে। নাহলে শ্বেতাঙ্গদের বিপ্লবের আগুনে পুড়ে মরতে হবে।'

১১.৬.১৯০৮ তারিখে আবার বিচার শুরু হয়। তখন সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন ছিল ফতে সিং, শিউপ্রসাদ, কেশবলাল চট্টোাধ্যায়, নন্দলাল ব্যানার্জি। ১.৬.১৯০৮ তারিখে ক্ষুদিরাম বিরক্তির সঙ্গে জানালেন যে তিনি কোনও উকিল দেবেন না আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। ১৩.৬.১৯০৮ তারিখে সরকারি উকিল বিনোদবিহারী মজুমদার আদালতে একটি ছাপা কপি উপস্থিত করালেন। সেখানে লেখা ছিল 'বাঙালির শত্রু বাঙালি'। প্রচার পুস্তিকা। মিস্টার ম্যানক বাঙালি জাতিকে নরকে পাঠালেন। তিনি বলেছিলেন যে বয়সের দোহাই দিয়ে এই অপরাধীর দণ্ড যেন কোনক্রমে হ্রাস না করা হয়। এবারে কালীদাস বসু মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তব্য রাখলেন। দীনেশকে বাঁচানার জন্য অভিযুক্ত ক্ষুদিরাম নিজের কাঁধে সব দোষ গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কেউ তো তাঁকে অপরাধ করতে দেখেনি। তারা অভিযুক্তের বয়স বিবেচনা করে শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। এরপরে বিচারপতি কার্নডাফ ইংরেজিতে বিশাল বক্তৃতা দেন। আদালতে সমস্ত এসেসরদের বিচারক জানালেন যে আসামি অপরাধী। উকিল কালিদাস লঘু দণ্ডাদেশের আবেদন রাখেন। বিচারক কথায় কর্ণপাত না করে আদেশ দেন ''সমস্ত এসেসরদের সঙ্গে এক মত হয়ে আসামিকে প্রাণদণ্ডাদেশ দিলাম।''

'সঙ্গীত পরিচালক, শিল্পী ও সুরকার ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

রানা চক্রবর্তী

সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক পণ্ডিত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ৮ আগস্ট, ১৯০৯ সালে। আর পরলোকগমন করেন ৮ আগস্ট, ১৯৭৭) সালে।

ভীষ্মদেবকে হারমোনিয়াম শেখাতে এলেন দ্বিজেন শেঠ। সে আমলের নামী লোক। কয়েক দিন মোটে হাত পড়েছিল হার মোনিয়ামে। আর তাতেই বুঝে গেলেন গুরু। এর হাতে সুরের উপরের সুর, সুরের তলার সুর; সব্বাই কথা বলে ওঠে। কাকা শিবকৃষ্ণ কথায় কথায় খুদে গায়ক ভাইপোকে বলেছিলেন পিয়ানো নামক একটি পশ্চিমি বাদ্যযন্ত্রের কথা। পিয়ানো শেখার বায়না ধরলেন কাকার কাছে। কিশোর ভীষ্মদেবের এই আবদার মেটাতে, সহকর্মী, নামী পিয়ানো শিল্পী, সি জে গ্রিফিতকে সব কথা খুলে বললেন শিবকৃষ্ণ। গ্রিফিত সাহেব একদিন বাড়িতে এলেন। হারমোনিয়ামেই পিয়ানো বাজিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কী ভাবে দু'হাতের দশ আঙুলের খেলায় পিয়ানোর সুর ওঠে তা দেখে ভীষ্ম তো হেসে কুটিকুটি। তারপর তো সাহেবের অবাক হওয়ার পালা। গ্রিফিতকে নকল করে নিজেই হারমোনিয়ামে হুবহু একই কায়দায় বাজিয়ে শোনালেন। অবাক হয়ে শিব কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, এই ছেলেটি কি কোথাও পিয়ানো শিখেছে আগে?

আর, যৌবনে তিনি যখন সিনেমার গানে সুর করছেন, ফিল্ম কর্পোরেশনের সঙ্গীত পরিচালকের চাকরি করছেন, তখনও বোঝা যেত না পিয়ানোতে কস্মিনকালেও তালিম নেননি কারও কাছে। হারমোনিয়ামে যেমন, হাতের জাদুতে পিয়ানোতেও তেমন ঝড় তুলতেন অক্লেশে।

১৯৩৭ সাল। 'রিক্তা' ছবির শ্যুটিং-এর তোড়জোড় শুরু হয়েছে ফিল্ম কর্পোরেশন স্টুডিওয়। তরুণ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র হাজির স্টুডিওয়। হাতে কবিতার খাতা। শ্যুটিং দেখতে সাধ হয়েছিল তাঁর। যাতায়াত করতেন ওই পাড়ায়। ভীষ্মদেবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল আগেই। ছবিটার গানের জন্য জুতসই কথা খঁজছিলেন ভীষ্মদেব। হঠাৎ এক দিন হারমোনিয়াম ছেড়ে কবি প্রেমেন্দ্রর খাতা নিয়ে দেখতে লাগলেন। ''এই তো পেয়েছি!'' কিছুটা ভড়কে গিয়ে প্রেমেন্দ্র কাঁপা গলায় জানতে চাইলেন, ''কী পেলেন?'' উত্তর এলো, ''এই, আমার যা দরকার ছিল, বুঝলে?''

যা দরকার ছিল তা হল, একটি সিম্ফনির আধখানা আর সঙ্গে সুরদাসের ভজনের আধখানা মিশিয়ে গাওয়া গানের সঙ্গে ঠিক মাপের চটকদার গান। বরাত পেলেন প্রেমেন্দ্র গান লেখার, সিনেমার গান লেখার। প্রথমে কিন্তু কিন্তু করলেও ভীষ্মদেবের কথায় রাজি হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। কাটাকুটি করে কবিতা থেকে গান বাঁধার পর তৈরি হল 'রিক্তা' ছবির সেই রোম্যান্টিক গান, 'আরও একটু সরে বসতে পারো, আরও একটু কাছে।''

১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ এই চার বছরে অন্তত বারোটা ছবিতে সুর দিয়েছেন। একের পর এক সোর গোল তোলা গান। 'আকাশরূপী হে মহাকাল, নমো হে নমো, তুমি আলো, তুমি আঁধার নিবিড়তম।' মেগাফোন কোম্পানিতে একবার গানের সুর করার সময় বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি একটা নতুন ধরনের যন্ত্র হাতে এল। ওটা বাজাতে হাতের গুণ চাই। আর শব্দটাও বড় মিষ্টি। কোন ছবির সুরে কী ভাবে কাজে লাগাবেন ভাবছিলেন। মশগুল হয়ে ছিলেন কয়েকটা দিন।

সেই গান শেখার শুরুর দিনগুলো খুব মনে পড়ে। যেমন, এই বাজনার শব্দের মধ্যেই পুরনো মানুষজনের মুখ মনে পড়ে গেল। ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের এক অনুষ্ঠানে গান গাওয়া শেষ হলে বিষ্ণুপুর ঘরানার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''তালিম নেওয়া হয় কার কাছে?'' নির্বাক থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। হাসি মুখে বলেছিলেন ''আমার তালিম নেই!'' উত্তর শুনে হতভম্ব হলেন রাধিকাপ্রসাদ।

তখনই পরিচয় হল যশস্বী গানের মাস্টারমশাই নগেন দত্তের সঙ্গে। আগ্রা-দিল্লি ঘরানার প্রবীণ শিল্পী বদল খাঁর শিষ্য। কিন্তু নগেনবাবুর কাছেও বেশিদিন থাকেননি। মাপটাই ছিল আলাদা। ভীষ্মদেবকে যা শেখানোর ছিল সব শিখিয়ে আর বিশেষ কিছু দেওয়া ছিল না।

এদিকে শিষ্যের কিন্তু আরও অনেক কিছু পাওয়ার বাসনা। তাই গুরুবদল। খোদ বদল খাঁর কাছেই নাড়া বাঁধলেন। আর কলাবাগান বস্তির কাছেই ঠাঁই নিয়েছিলেন এই বদল খাঁ। এক ভীষ্মদেবই নন, সে যুগের আরও কয়েকজন বড় শিল্পী বদল খাঁর কাছে তালিম নিয়েছেন। জমিরুদ্দিন খাঁ, গিরীজাশঙ্কর চক্রবর্তী, শচিনদাস মতিলাল; সকলেই বদলের হাতে তৈরি।

এক মধ্যরাত্রির শেষ যামে, তাঁর প্রথম যৌবনে সেতারে বেমক্কা ঝালার কাজ ধরেছিলেন উস্তাদ মুস্তাক আলি। হঠাৎ বাজনা থামিয়ে, গুম হয়ে বসেছিলেন কিছুক্ষণ। মাথা নিচু করে শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই বোল ধরে ছিলেন ভীষ্মদেব।

'শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গ দিবস

ডঃ সুবীর মুখোপাধ্যায়

শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গ দিবস। কিশোর স্বাধীনতা সংগ্রামীর বীরগাথা। পরপর দুজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা গেছে। তৃতীয় সন্তান ক্ষুদিরাম। তাই তৃতীয়

সন্তানকে বাঁচাতে প্রথাগত বিশ্বাসে মা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী বড়দিদি অপরূপা দেবীর কাছে তিন মুঠো খুদ (চালের খুদ) বিনিময়ে ক্ষুদিরামকে প্রতীকী বিক্রি করে। তাই নাম ক্ষুদিরাম।

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর পিতা ত্রৈলক্যনাথ বসু নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ- র দরবারে তহশিলদারের কাজ করতেন। তিনি মারা যখন মারা যান তখন ক্ষুদিরামের বয়স মাত্র ছয়। ঠিক তার এক বছর আগে পাঁচ বছর বয়সে ক্ষুদিরামের মা মারা যান। বাবা পরলোক গমনের কিছুদিন আগে তিনি রাজ এস্টেটের প্রায় তিন হাজার টাকা আদায় করে লোহার সিন্দুকে গচ্ছিত রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ত্রৈলক্যনাথের মৃত্যুর পর রাজপরিবারের এক নিকট আত্মীয় ওই টাকা অপহরণ করে। ফলে এস্টেটের ম্যানেজার ত্রৈলক্যনাথের জায়গা-জমি বিক্রি করে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ওই টাকা এস্টেটের খাজনাখানায় জমা দেন। যদিও রাজা নরেন্দ্রলাল এটা জানতেন না।

রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁ ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন স্বদেশী। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বহু বিপ্লবীকে সহযোগিতা করেছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারিন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাস কর দত্ত এনাদের সান্নিধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করেছিলেন জমিদার নরেন্দ্রলাল। ক্ষুদিরামের পিতার সম্পত্তি অন্যায় ভাবে নিলাম করা হয়েছে এই সমগ্র ঘটনা জানতে পেরে অনুতপ্ত রাজা নরেন্দ্রলাল ঠিক করলেন, তিনি তাঁর জমিদারির কোন অংশ থেকে ক্ষুদিরামের নামে সমপরিমাণ জমি লিখে দিতে চান। তাছাড়া তিনি ক্ষুদিরামকে রাজপরিবারে রেখে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ক্ষুদিরামকে ডেকে আনা হল জমিদারবাড়ির কাছারিতে, নরেন্দ্র লালের সামনে। জমিদার নরেন্দ্র লাল এর কাছ থেকে সবকিছু শুনে ক্ষুদিরাম বললেন- ক্ষআমার বাবার দেনার দায়ে যে সম্পত্তি নিলাম হয়ে গেছে,তার বদলে অন্য সম্পত্তি আমি চাই না। এছাড়া আমি আপনাদের সংসারে থেকে লেখাপড়া শিখতেও চাই না। আমি দেশের কাজ করবার জন্য লেখাপড়া ছেড়েছি। যদি আমি আপনাদের সংসারে থাকি,তাহলে বাবু হয়ে যাব,দেশের কাজে মন লাগবে না। নরেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করলেন- 'তবে তুমি আমার কাছে কী চাও?' ক্ষুদিরাম বললেন- 'আমি আপনার কাছে দেশের জন্য কিছু চাই। আমরা বড়বাজারে স্বদেশী জিনিস বিক্রির জন্য একটা ছাত্রভাণ্ডার খুলেছি। তার মূলধন খুবই অল্প। যদি আপনি মূলধনের জন্য কিছু টাকা দেন, তাহলে প্রতিষ্ঠানটি বেশ চালু হবে। অবশ্য লভ্যাংশ আপনি পাবেন। নরেন্দ্রলাল তখন বললেন - 'আমি প্রতিশ্রুত হলাম,আমি টাকা দেব, তবে আমি লভ্যাংশ চাই না।.....তুমি আর কী চাও?'উত্তরে ক্ষুদিরাম বললেন- 'শহরে কয়েকটি ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপনি যদি ঐ সব সমিতিতে মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দেন,তাহলে ভাল হয়।'

ক্ষুদিরামেরর কথায় নরেন্দ্রলাল বিস্মিত হলেন। অল্পবয়সী একটি কিশোর, অথচ দেশপ্রেমের আগুনে তাঁর ব্যক্তিগত কামনা- বাসনা সব যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাই তাঁর ব্যক্তিগত কিছু চাইবার নেই। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল নরেন্দ্রলালের। তিনি টাকা দিতে সম্মত হলেন। দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে এভাবে অর্থের সংস্থান করে ক্ষুদিরাম নিজের কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। তখন নাড়াজল রাজ বাড়ির অন্দরেও বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা। সেখানে চলছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং বোমা তৈরি। যার প্রধান ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। এছাড়াও অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাস কর দত্ত সহ অনেকেই আস্তানা থেকে গোপন সভা করতেন। ১৯০৮ সালের ২৮ শে আগস্ট পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন নরেন্দ্র লাল। এই মামলা, মেদিনীপুর বোমার মামলা নামে খ্যাত। যাক সেটা অন্য প্রসঙ্গ, পরবর্তী সময় আলোকপাত করা যাবে। এরপরের ঘটনা অনেকেরই জানা। বিপ্লবীদের উপর অত্যাচার কারি অত্যাচারী বিচারক ডগলাস কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব পড়ল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর উপর। ১৯০৮ সালে ৩০শে এপ্রিল। বিহারের মুজাফফরপুরে কিংস ফোর্ডের গাড়িভ্রমে অন্য একটি গাড়িতে বোমা ছোঁড়ে দুজনে। এতে দুজন ব্রিটিশ মহিলা মারা যান। কিংসফোর্ড বেঁচে যায়। প্রফুল্ল চাকী আত্মঘাতী হলেন। ওয়াইনি স্টেশনে ক্ষুদিরাম ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। বিচার চলল। ফাঁসির আদেশ হল।১৯০৮ সালের ১১ ই আগস্ট ফাঁসির দিন ধার্য হল। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির সময় দুজন বাঙালী উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসক এই দুজনকে থাকার অনুমতি প্রদান করেছিল।

একজন হলেন বেঙ্গলী কাগজের সংবাদদাতা ও উকিল উপেন্দ্র নাথ বসু আর অন্যজন হলেন ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। উপেন্দ্র নাথ বসু ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি নিয়ে সেই সময় একটা লেখা লেখেন, নিচে রইল সেই লেখাটিই হুবহু তুলে ধরলাম। 'মজঃফরপুরে আমাদের উকিলদের একটি ছোট্ট আড্ডা ছিল। আমরা প্রতি শনিবার সেখানে একত্রিত হইয়া গল্প করিতাম, রাজা উজির বধ করিতাম। ১লা মে শোনা গেল মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে উষা নামক স্টেশনে একটি বাঙ্গালী ছাত্রকে পুলিশ ধরিয়া আনিয়াছে। দৌড়িয়া স্টেশনে গিয়া শুনিলাম পুলিশ ছাত্রটিকে লইয়া সোজা সাহেবদের ক্লাবের বাড়িতে গিয়াছে। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যান তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

পরদিন সকালে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যান বাঙালী উকিলদিগকে নিজের এজলাসে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমাদের মধ্যে প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত শিবচরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সরকারী উকিল। তাঁর সঙ্গে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইয়া দেখি, কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটি ১৫/১৬ বছরের প্রিয়দর্শন বালক। এতো গুলো বাঙালী উকিল দেখিয়া ছেলেটি মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কি সুন্দর চেহারা ছেলেটির, রঙ শ্যামবর্ণ কিন্তু মুখখানি এমনই চিত্তাকর্ষক যে দেখিলেই স্নেহ করিতে ইচ্ছা করে।

উডম্যান সাহেব যখন ছেলেটির বর্ণনা পড়িয়া আমাদের শোনাইতে লাগিলেন, তখন জানিলাম ছেলেটির নাম ক্ষুদিরাম বসু নিবাস মেদিনীপুর।

ক্ষুদিরামের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে ক্রোধে উডম্যান সাহেবের বদন রক্তবর্ণ ও ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল। দায়রায় ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য কালিদাসবাবুর নেতৃত্বে আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। নির্ধারিত দিনে রঙপুর হইতে দুজন উকিল এই কার্যে সহয়তা করিতে আসিলেন। একজনের নাম সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী। এজলাস লোকারণ্য, তিন-চার জন সাক্ষীর জবানবন্দী, জেরা ও বক্তৃতা শেষ হইলে, ক্ষুদিরামের উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল। আদেশ শুনিয়া ক্ষুদিরাম জজকে বলিল, 'একটা কাগজ আর পেনসিল দিন, আমি বোমার চেহারাটা আঁকিয়া দেখাই। অনেকেরই ধারণাই নাই ওই বস্তুটি দেখিতে কিরকম'। জজ ক্ষুদিরামের এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। বিরক্ত হইয়া ক্ষুদিরাম পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবলকে ধাক্কা দিয়া বলিল, 'চলো বাইরে'।

ইহার পর আমরা হাইকোর্টে আপিল করিলাম। ক্ষীণ আশা ছিল, যদি মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাব্বজীবন কারাদণ্ড হয়। জেলে তাহাকে এ প্রস্তাব করিতেই সে অসম্মতি জানালো, বলিল 'চিরজীবন জেলে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো'। কালিদাস বোঝাইলেন দেশে এমন ঘটনা ঘটিতেও পারে যে তোমায় বেশিদিন জেলে থাকিতে নাও হইতে পারে। অবশেষে সে সে সম্মত হইল। কলকাতা হাইকোর্টের আপিলে প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু ফাঁসীর হুকুম বহাল রহিল।

১১ আগস্ট ফাঁসির দিন ধার্য হইল। আমরা দরখাস্ত দিলাম যে ফাঁসীর সময় উপস্থিত থাকিব। উডম্যান সাহেব আদেশ দিলেন দুইজন মাত্র বাঙালী ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবে। আর শব বহনের জন্য ১২ জন এবং শবের অনুগমনের জন্য ১২ জন থাকিতে পারিবে। ইহারা কতৃপক্ষের নির্দিষ্টি রাস্তা দিয়া শ্মশানে যাইবে। ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি ও ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় উকিলের অনুমতি পাইলাম। আমি তখন বেঙ্গলী কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা। ভোর ছ'টায় ফাঁসী হইবে। পাঁচটার সময় আমি গাড়ির মাথায় খাটিয়াখানি ও সৎকারের অত্যাবশকীয় বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নিকটবর্তী রাস্তা লোকারন্য। সহজেই আমরা জেলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঢুকিতেই একজন পুলিশ কর্মচারী প্রশ্ন করিলেন বেঙ্গলী কাগজের সংবাদদাতা কে? আমি উত্তর দিলে হাসিয়া বলিল, আচ্ছা ভিতরে যান। দ্বিতীয় লোহার দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুই দিকে দুই খুঁটি আর একটি মোটা লোহার রড যা আড়াআড়িভাবে যুক্ত তারই মধ্যখানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে। তাহার শেষ প্রান্তে একটি ফাঁস। একটু অগ্রসর হইতে দেখিলাম ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। কথাটা ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া ছিল। মঞ্চের উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছন দিকে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হল। একটি সবুজ রঙের টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল পর্যন্ত ঢাকিয়া দিয়া ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিক ওদিক একটুও নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। ক্ষুদিরাম নিচে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুর্গাপ্রতিমা তৈরিতে বাড়ছে চাপ, সময়মতো বরাত সামলানো নিয়ে সংশয়

পুজোর মুখে কারিগর-সঙ্কট চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১০ আগস্ট ঃ পুজো যত এগিয়ে আসছে দক্ষিণ দিনাজপুরের পালপাড়াগুলিতে ততই বাড়ছে কাজের চাপ। সেই সঙ্গে মৃৎশিল্পীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে দক্ষ কারিগরের ঘাটতি। শিল্পীদের একাংশের দাবি সঙ্গে যুক্ত কিছু কর্মী জীবিকার টানে ভিন রাজ্যে চলে যাওয়ায় প্রতিমা তৈরির মরসুমে প্রয়োজনমতো সহকারী কারিগর পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে কাঠামো তৈরি থেকে মাটি দেওয়া অবয়ব ফুটিয়ে তোলা রং ও সাজসজ্জা- সব কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের পালপাড়াগুলিতে সারা বছরই বিভিন্ন পুজোর প্রতিমা তৈরির কাজ চলে। কিন্তু দুর্গাপুজোর আগে একসঙ্গে বহু বরাত আসায় কাজের চাপ অনেকটাই বেড়ে যায়। প্রতিমা তৈরির প্রতিটি ধাপের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আলাদা দক্ষতা। বাঁশ-কাঠের কাঠামো তৈরি, খড় বাঁধা, মাটি দেওয়া, মুখ ও শরীরের অবয়ব গড়ে তোলা থেকে শুরু করে প্রতিমা শুকানো রং এবং শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা-কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শিল্পীর সঙ্গে প্রয়োজন অভিজ্ঞ সহকারীও। সেই জায়গাতেই এবার ঘাটতি দেখা দিয়েছে বলে দাবি মৃৎশিল্পীদের। শিল্পীদের বক্তব্য, মৃৎশিল্পের কাজ সারা বছর সমান ভাবে আয় দেয় না। ফলে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত কিছু শ্রমিক বছরের একটা সময়ে বেশি মজুরির আশায় ভিন রাজ্যে চলে যান। সেখানে নির্মাণ কারখানা বা অন্য ধরনের কাজে তুলনামূলক বেশি রোজগারের সুযোগ মেলায় অনেকেই দীর্ঘ সময় বাইরে থাকেন। পুজোর মরসুমে তাঁদের প্রয়োজন হলেও ঠিক সময়ে ফেরানো সম্ভব হয় না। ফলে স্থানীয় শিল্পীদের নিজেদের লোক বল দিয়েই অতিরিক্ত কাজ সামলাতে হচ্ছে। কেউ কেউ নতুন শ্রমিক নিয়ে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রতিমা তৈরির কাজে শুধু শ্রম দিলেই হয় না প্রয়োজন অভিজ্ঞতা ও হাতের নিপুণতা। নতুনদের দিয়ে কাঠামো বা মাটির প্রাথমিক কাজ করানো গেলেও মুখের আদল হাত-পা কিংবা অলঙ্করণের মতো সূক্ষ্ম কাজে দক্ষতা তৈরি করতে সময় লাগে। ফলে একদিকে বাড়ছে কাজের চাপ অন্যদিকে অভিজ্ঞ কারিগরের অভাবে কাজের গতি কমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় চিন্তা সময়। প্রতিমা তৈরির পর মাটি শুকানোর জন্যও নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন। তার পরে রং পোশাক অলঙ্কার ও অন্যান্য সাজসজ্জার কাজ। বৃষ্টি বা আর্দ্র আবহাওয়ায় মাটি শুকোতে দেরি হলে হাতে থাকা সময় আরও কমে যায়। তার মধ্যে যদি কারিগরের অভাবে কোনও পর্যায়ে কাজ থমকে যায়, তা হলে শেষ মুহূর্তে একসঙ্গে একাধিক প্রতিমার বরাত সামলানো কঠিন হতে পারে বলে আশঙ্কা শিল্পীদের। শ্রমিকের ঘাটতির প্রভাব খরচের উপরও পড়তে পারে। দক্ষ কারিগর কমে গেলে তাঁদের মজুরি বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। আবার বাইরে থেকে কর্মী আনতে হলে যাতায়াত ও থাকার খরচও যোগ হবে। ফলে প্রতিমা তৈরির মোট খরচ বাড়লে তার প্রভাব বরাতের দামের উপর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন শিল্পীদের একাংশ। শেষ পর্যন্ত সেই বাড়তি খরচ পুজো উদ্যোক্তাদের উপর কতটা বর্তাবে সেটিও এখন তাঁদের চিন্তার বিষয়। মৃৎশিল্পীদের কথায় সমস্যা শুধু এবারের পুজোর নয়। জীবিকার টানে দক্ষ কর্মীরা যদি একের পর এক অন্য পেশা বা ভিন রাজ্যের কাজে চলে যান, তা হলে স্থানীয় ভাবে এই পেশায় নতুন দক্ষ হাত তৈরি না হলে ভবিষ্যতে সঙ্কট আরও বাড়তে পারে। কারণ প্রতিমা তৈরি শুধুমাত্র শ্রমের কাজ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বছরের পর বছর ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও শিল্পবোধ। পুজোর মরসুমে তাই দক্ষিণ দিনাজপুরের পালপাড়ায় এখন একদিকে বরাত সামলানোর তাগিদ অন্য দিকে দক্ষ কারিগর ধরে রাখার লড়াই। শিল্পীদের আশঙ্কা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই দক্ষ হাতগুলির জোগান কমতে থাকে তা হলে শুধু প্রতিমা তৈরির কাজের সময়সীমাই নয় জেলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ভবিষ্যত নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

জাতীয় সড়কে টোটো ও তিন চাকা যানবাহন বন্ধে বাড়বে নিরাপত্তা, কমবে যানজট

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১০ আগস্ট ঃ জাতীয় সড়কে টোটো ও তিন চাকা যানবাহন বন্ধে বাড়বে নিরাপত্তা, কমবে যানজট। জাতীয় সড়কে টোটো এবং হালকা যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য পরিবহন বিভাগ। দ্রুতগতির এই ব্যস্ত সড়কগুলিতে তুলনামূলকভাবে ধীরগতি ও হালকা কাঠামোর তিন চাকার যানবাহন চলাচলের কারণে প্রতিনিয়ত যে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটছিল, তা রোধ করতেই এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সবচেয়ে বড় সুফল মিলবে পথনিরাপত্তার ক্ষেত্রে। জাতীয় সড়কে দূরপাল্লার ভারী যানবাহন এবং বাস-লরি দ্রুতগতিতে চলাচল করে। তার মাঝে আকস্মিকভাবে টোটো বা অটো চলে এলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় পরিস্থিতি। তিন চাকার যানগুলিতে চালক ও যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত কোনও পরিকাঠামো থাকে না, ফলে সামান্য সংঘর্ষেও মারাত্মক দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়। এই যান চলাচল বন্ধ হলে জাতীয় সড়কে প্রাণহানির ঝুঁকি অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি, যানজট নিয়ন্ত্রণেও এই নির্দেশিকা বিশেষ ভূমিকা নেবে। টোটোর অনিয়ন্ত্রিত উপস্থিতি এবং যেখানে-সেখানে যাত্রী ওঠানো-নামানোর প্রবণতার কারণে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সংযোগস্থল বা ক্রসিংগুলিতে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। এই যানগুলি নিষিদ্ধ হওয়ায় যানবাহনের গতি নিশ্চিত হবে এবং যাতায়াতের সময়ও বাঁচবে, এমনই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা। তবে, সাধারণ যাত্রী ও ক্ষুদ্র পরিবহন চালকদের ভোগান্তি কমাতে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা করা জরুরিও। জাতীয় সড়কের বদলে স্থানীয় বা গ্রামীণ ফিডার রোডগুলিতে টোটো চলাচলের নির্দিষ্ট রুট নির্ধারণ করে দেওয়া কার্যকর হতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের যাতায়াত ব্যাহত হবে না, অন্যদিকে টোটো চালকদের রুজি-রুজিও সুরক্ষিত থাকবে, বলেই মনে করছেন একাংশের মানুষ। নিয়ম পালনে প্রশাসনিক নজরদারি ও কঠোর পুলিশি তল্লাশিই এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে পারে।

একদিনের বৃষ্টিতেই ধান-পাট খেত জলের তলায়, চিন্তায় কাটোয়ার কামালগ্রামের চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ১০ আগস্ট ঃ একদিনের টানা বৃষ্টিতেই জলমগ্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের সরগ্রাম অঞ্চলের কামালগ্রামে। গ্রামের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি এখন জলের তলায়। প্রায় কয়েকশো বিঘা জমিতে জল জমে যাওয়ায় মাথায় হাত চাষিদের। সদ্য ধানের বীজ রোপণ করেছিলেন তাঁরা। আচমকা বৃষ্টিতে জমিতে জল জমে যাওয়ায় সেই ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু জমিতে পাট চাষও করেছিলেন চাষিরা। জমিতে দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকলে পাট পচে যাওয়ার আশঙ্কাতেও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন চাষিরা। স্থানীয় এক চাষি বলেন, এলাকার নয়ানজুলিগুলি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হয়নি। ফলে বৃষ্টির জল ঠিকমতো বের হতে পারে না। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই কৃষিজমিতে জল জমে যায়। কামাল-চন্দ্রপুর রাস্তার উপর নয়ানজুলির অংশে কিছু কালভার্ট তৈরি করা হলে জমির জল দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে। তাই দ্রুত নয়ানজুলি সংস্কার এবং কালভার্ট নির্মাণের দাবি জানাচ্ছি। এদিকে কামাল সমবায় সমিতির ম্যানেজার জানান, কয়েক হাজার বিঘা জমিতে ধান এবং বেশ কিছু জমিতে পাট চাষ করেছিলেন চাষিরা। সবেমাত্র ধানের বীজ রোপণ করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তাঁরা। নয়ানজুলি সংস্কার করে কালভার্ট নির্মাণ করা হলে ভবিষ্যতে জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমানো সম্ভব বলে তাঁর দাবি। পাশাপাশি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা যাতে ক্ষতিপূরণ পান, সেই বিষয়েও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে জানান তিনি। এখন দ্রুত নয়ানজুলি সংস্কার এবং কালভার্ট নির্মাণের দাবি বাস্তবায়িত হয় কি না, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন কামালগ্রামের চাষি ও এলাকাবাসীরা।

উত্তরবঙ্গে হড়পা বানের আতঙ্কে রাশ টানতে নয়া উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ আগস্ট ঃ পাহাড়ি ঢল ও প্লাবনের হাত থেকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পংকে বাঁচাতে আন্তর্জাতিক স্তরে বড় পদক্ষেপ নিল নবান্ন। ভুটান পাহাড়ে ৩৮টি নতুন স্বয়ংক্রিয় রেইন গেজ স্টেশন চালু হলে মিলবে রিয়েল-টাইম ডাটা, যা জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় সহায়ক হবে। রিয়েল-টাইম ডাটায় রুখবে হড়পা বান, বড় পদক্ষেপ রাজ্যের! পাহাড়ি ঢল নামার আগেই অ্যালার্ট! উত্তরবঙ্গে হড়পা বানের আতঙ্কে রাশ টানতে নয়া প্রযুক্তির প্রস্তাব ভুটান সরকারকে। কীভাবে রুখবে হড়পা বান জানেন? ভুটানের পাহাড়ে ৩৮টি নতুন রেন গেজ স্টেশনের প্রস্তাব। বর্ষা এলেই উত্তরবঙ্গের তিন জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পঙে তৈরি হয় প্লাবনের আশঙ্কা। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা পাহাড়ি নদীগুলোর আকস্মিক তাণ্ডবে নিমেষেই ভেসে যায় বিস্তীর্ণ জনপদ ও কৃষিজমি। এই দুর্যোগ মোকাবিলা এবং আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা আরও নিখুঁত করতে এক বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। সীমান্তবর্তী ভুটানের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে নতুন আরও ৩৮ টি স্বয়ংক্রিয় রেইন গেজ স্টেশন চালু করার লিখিত প্রস্তাব দিয়েছে নবান্ন। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের মাধ্যমে এই আবেদন ভুটান সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে ভুটানের সীমানার মধ্যে মাত্র ৪ টি রেইন গেজ স্টেশন চালু রয়েছে। এগুলি হল টেন্ড্রু, ডোরোখা, ওয়াংদি ফুদ্রাং এবং দুবানী। মূলতঃ এই চার কেন্দ্র থেকেই এতদিন উত্তরবঙ্গের সেচ দফতর পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস পেয়ে আসছে। তবে তিন জেলার ভৌগোলিক বিস্তার ও নদীপথের জটিলতার তুলনায় এই ৪টি স্টেশনের সরবরাহ করা তথ্য একেবারেই অপ্রতুল। এর ফলে ভুটান পাহাড়ে ঠিক কোথায় কতটা বৃষ্টি হচ্ছে বা কখন আচমকা পাহাড়ি ঢল নামতে পারে তার নিখুঁত খবর সময়মতো জেলা প্রশাসনগুলোর কাছে পৌঁছায় না। ফলে আকস্মিক হড়পা বানে প্রতি বছর ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। কীভাবে কাজ করবে এই প্রযুক্তি? রাজ্য সেচ দফতরের আশা, প্রস্তাবিত ৩৮টি স্বয়ংক্রিয় রেইন গেজ স্টেশন চালু হলে প্রতি মুহূর্তের রিয়েল-টাইম ডাটা পাওয়া সম্ভব হবে। ভুটান পাহাড়ের কোন নদীর জলসংগ্রহ এলাকায় কতটা বৃষ্টি হচ্ছে, তার নির্ভুল হিসাব মেলার সঙ্গে সঙ্গেই নদীগুলোতে জলস্তর বাড়ার আগেই জেলা প্রশাসন সতর্কবার্তা জারি করতে পারবে। ফলে নীচু এলাকার বাসিংদাদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা অনেক সহজ হবে। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রুখতে এবং সীমান্তবর্তী নদীগুলোর গতিপ্রকৃতি নজরবন্দি করতে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যুগান্তকারী হতে চলেছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতায় প্রতিবেশী ভুটান সরকারের চূড়ান্ত সবুজ সংকেতের দিকেই তাকিয়ে উত্তরবঙ্গবাসী।

রূপনারায়ণের জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, এর জেরে ভেঙে গেছে খানাকুলের বন্দর এলাকার সাঁকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১০ আগস্ট ঃ জলের তোড়ে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে নির্মিত ওই সেতুটি ভেঙে পড়ায় হুগলির খানাকুল এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে রূপনারায়ণের জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর জেরে ভেঙে গেছে খানাকুলের বন্দর এলাকার সাঁকো। জানা গেছে, ঘটনার সময়ে সাঁকোর উপর যানচলাচল বন্ধ ছিল। প্রশাসনের তরফে আগেই জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পারাপার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং স্থানীয়দের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হতাহতের কোনও খবর নেই। খানাকুল প্রতি বছরই বর্ষায় বন্যা কবলিত হয়। নদীর জল বা।লেই এলাকার একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম ওই সাঁকোগুলো ভেঙে যায়। এ বারও তার ব্যতিক্রম হলো না। সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় ধান্যগড়ি, মারোখানা, জগতপুর, ঠাকুরানিচক, কিশোরপুর, ঘোষপুর-সহ মেদিনীপুর তীরবর্তী একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা বিপাকে পড়েছেন। ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আগে এই বন্দর এলাকা থেকে হরিশপুর পর্যন্ত ফেরি সার্ভিস চালু ছিল। ২০ থেকে ২৫ মিনিটেই ঘাটাল পৌঁছানো যেত। এখন এই সেতু ভেঙে যাওয়ায় সেই পথ বন্ধ। বিকল্প হিসেবে আরামবাগ হয়ে ঘুরপথে ঘাটাল যেতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগছে যাত্রীদের। এই বিষয়ে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, খানাকুল বন্যা কবলিত এলাকা। প্রতিবছর এই সময় নদীর জল বাড়লে সেতুগুলো ভেঙে যায়। বিগত সরকারের কাছে বারবার কংক্রিটের সেতুর জন্য আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু

এখনও তা তৈরি হয়নি। বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীকে গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি পাকা সেতু নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন। সুশান্ত ঘোষ আরও জানিয়েছেন, বন্যা পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি দেওয়া হয়েছে। রূপনারায়ণের জলস্তর আরও বাড়লে বিপজ্জনক এলাকাগুলো থেকে মানুষকে সারানোর প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের আশা, দ্রুত পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হলে প্রতি বছরের এই ভোগান্তির অবসান হবে।

মুর্শিদাবাদে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে চোরাই মোটরসাইকেল

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১০ আগস্ট ঃ জেলা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বাংলাদেশকে পাচার হয়ে যাওয়ার সময় বিপুল পরিমাণ চোরাই মোটরসাইকেল

উদ্ধার করল লালগোলা থানার পুলিশ। মোটরসাইকেল চুরির আন্তঃরাজ্য পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া ১৭ টি মোটরসাইকেল। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও বেশ কয়েকজনের নাম পুলিশ জানতে পেরেছে। অভিযুক্তদের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে লালগোলা থানার পুলিশ। লালগোলা থানার এক আধিকারিক জানান, গত ২৭ মে একটি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তার ভিত্তিতে পুলিশ বিএনএস-এর ৩০৩(২) ধারায় মামলা রুজু করে। চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা শুরু করে পুলিশ। তার ভিত্তিতে গত ১ আগস্ট রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকা থেকে কামাল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার টিঙ্কু শেখ নামে আরও এক ব্যক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি আন্তঃরাজ্য মোটরসাইকেল চুরির চক্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোটরসাইকেল চুরি করত এবং বিভিন্ন গ্যারেজে তা বিক্রি করে দিত। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত দুই ব্যক্তিকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন মোটরসাইকেল গ্যারেজ এবং গোপন আস্তানায় অভিযান চালায় লালগোলা থানার পুলিশ। ধৃতদের দেখানো বিভিন্ন জায়গা থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ১৭ টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া মোটরসাইকেলগুলো কেবল লালগোলা নয় মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন থানা যেমন- ডোমকল, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ সহ আরও একাধিক এলাকা থেকে চুরি হয়েছিল। বাইক চুরির এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম জানতে পেরেছে পুলিশ। বর্তমানে বাকি অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, যে মোটরসাইকেলগুলো উদ্ধার হয়েছে সেগুলোর ইঞ্জিন অত্যন্ত উন্নতমানের। বাংলাদেশের চোরাই বাজারে ভারতের এই মোটরসাইকেলগুলোর ইঞ্জিনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, অনেক সময় ভারতীয় এই মোটরসাইকেলগুলোর ইঞ্জিন বাংলাদেশের যন্ত্র চালিত নৌকার ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পুলিশের ওই আধিকারিক বলেন, অতীতে একাধিকবার দেখা গিয়েছে ভারতে তৈরি এই মোটরসাইকেলগুলোর ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে কলার ভেলার তলায় বেঁধে গঙ্গা বা পদ্মা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে জলের স্রোতে সেগুলো বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এই কলার ভেলা জলের স্রোতে বাংলাদেশে পৌঁছালে সেখানে চোরাই চক্রের সদস্যরা কলার ভেলা থেকে মোটরসাইকেলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং ইঞ্জিন খুলে নিয়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দেয়। এরপর ভারতীয় মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন বিভিন্ন ছোট যাত্রীবাহী নৌকার লাগিয়ে যাত্রী পারাপারের কাজে বাংলাদেশে ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে। লালগোলা থানার এক আধিকারিক আরও জানান, প্রাথমিক তদন্তে আমরা আরও জানতে পেরেছি মোটরসাইকেল চুরির চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা গাড়ির ইঞ্জিন এবং চেসিস নম্বর বদলে ফেলতো। এরপর সুযোগ পেলে সেগুলো বিভিন্নভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তারা বিক্রি করতো। পুলিশের তরফ থেকে উদ্ধার হওয়া মোটরসাইকেলগুলোর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজ শেষ হলে বাইকগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

প্রেসার কুকার বিস্ফোরণ, আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১০ আগস্ট ঃ সোমবার দুপুরে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের মা ক্যান্টিনে রান্নার সময় আচমকাই প্রেসার কুকার বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আচমকা বিকট শব্দে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয়। জানা যায়, মা ক্যান্টিনে রান্নার কাজ চলাকালীন আচমকাই প্রেসার কুকারটি বিস্ফোরিত হয়। বিকট শব্দ শুনে হাসপাতালের কর্মী, রোগীর পরিজন ও অন্যান্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই ঘটনায় কোনও হতাহত বা গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। কী কারণে প্রেসার কুকারটি বিস্ফোরিত হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে কিছুক্ষণ আতঙ্কের পরিবেশ থাকলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

টেণ্ডার

বিজ্ঞপ্তি

মৌসম কুমারী, স্বামী- বিকাশ কুমার গত 06/12/23 তারিখে হাওড়া ADSR অফিসে I-12586 নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী রাজা দাস, পিতা- শঙ্কর দাস নিকট হইতে বালী মৌজায় হাল 19873 নম্বর দাগে হাল 63241 খতিয়ানে 0.0248 ACV জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয় কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L. & L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমরা, শ্রী অর্ণব সাহা, পিতা - অপূর্ব কুমার সাহা, এবং শ্রীমতী পাপিয়া সাহা মণ্ডল, স্বামী - অর্ণব সাহা, রুইয়া মৌজা, জে.এল. নং- ২০, আর.এস. খতিয়ান নং- ৮৫০, এল.আর. খতিয়ান নং- ৬১৯৮ ও ৬১৯৯, দাগ নং- ১০৩৯, পরিমাণ ২ (দুই) কাঠা জমি, শ্রী শ্যাম সুন্দর সাহা, পিতা - প্রয়াত যশোদা লাল সাহা, এবং শ্রীমতী রূপা সাহা, স্বামী - শ্রী শ্যাম সুন্দর সাহা, তাঁদের নিবন্ধিত আমমোক্তার শ্রী নিতাই সাহা, পিতা - প্রয়াত পরেশ সাহা, কর্তৃক সম্পাদিত নিবন্ধিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নং- 150506482, তারিখ- 13.12.2023, এর ক্ষমতাবলে সম্পাদিত নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং- ১৫২৪০৬০৬২, তারিখ- ১৩.০৮.২০২৪, মূলে যৌথভাবে ক্রয় করিয়াছি।

উক্ত সম্পত্তি বা উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো দাবি, স্বত্ব, স্বার্থ বা আপত্তি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রসহ বিডিও অফিসার, ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিস (BL& LRO), সোদপুর -এর নিকট লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। অন্যথায়, উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কারও কোনো দাবি বা আপত্তি নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

যৌথ ক্রেতাগণ
অর্ণব সাহা
পাপিয়া সাহা মণ্ডল

Tender has Invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for **Construction of ACR, Toilet PCC Road, NIT NO. 05/PUR/BDO/2026-27, Dt-07.08.2026**, Tender ID No. **2026_ZPHD_1037016_1 to 13**, Last date for submission of Tender: **22/08/2026 up to 18.55 P.M. wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

OFFICE OF THE
PASCHIM MEDINIPUR ZILLA PARISHAD
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting Tender is hereby called from resourceful and eligible Contractors for above NIT(s). Intending bidders may download tender documents of **PMD/N- 01/2026-27 to 66/2026-27** from e-procurement portal from **11.08.2026 at 10-00 Hours to 19.08.2026 upto 18.00 Hours** For details visit e-procurement portal of Govt. website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Engineer
Paschim Medinipur Zilla Parishad
Memo no. 565/Advt./ICA/ Paschim Medinipur Date: 10.8.2026

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/WS/02/26-27 **Dated: 07-08-2026**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌরসংস্থা-র নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য ও নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত ফর্মে) আহ্বান করছেন। এই কাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো-জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৬০ মিমি ও ১১০ মিমি ব্যাসের HDPE পাইপ, ২০০ মিমি ও ২৫০ মিমি ব্যাসের D.I. পাইপ এবং ২৫০ মিমি ব্যাসের M.S. পাইপ নতুন করে বসানো দূষণ রোধে পুরনো ও ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ (১৪৫০ মিমি ও ১০০ মিমি ব্যাসের C.I. পাইপ) পরিবর্তন করে নতুন পাইপ স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় ভালভ ও আনুষঙ্গিক কাজসহ রাস্তা পুনরুদ্ধারের কাজ। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সহকারী প্রকৌশলী (জল সরবরাহ বিভাগ)-এর কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইট এবং www.wbtenders.gov.in-এ পাওয়া যাবে। অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ০৩.০৯.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার হাওড়া পৌরসংস্থা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

৫০(৩) / ২৫-২৬ সচিব
১০।৮।২০২৬ হাওড়া পৌরনিগম

PWD (GOVT. OF WB) TENDER

NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites a Short Notice Inviting Quotation off line for the work of :-
1. "Temporary Electrification work for Illumination at the District Magistrate's Office, Purulia in connection with 'Har Ghar Tiranga campaign, 2026."
2. Temporary Electrification work for Illumination at the Purulia Electrical Division, P.W.D. in connection with 'Har Ghar Tiranga campaign, 2026.

NIQ No. 26 of 2026-2027

The quotations will be received **upto 10:00am on 11-08-2026** and will be opened shortly.
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/ M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

SPANGLE MARKETING LIMITED

CIN: L51311WB1984PLC050209
Regd.Office:P-103,Princeep Street, 3rd Floor,Room No.24, Kolkata -700072 Phone :- 033 2282-5020/ 22805022
Email:parida.1995@rediffmail.com **Website:** www.spanglemarketing.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2026

(Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	3 Months Ended 30.06.2026 (Unaudited)	3 Months Ended 31.03.2026 (Audited)	3 Months Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)
1	**Income from Operations**				
	Net sales/ Income from Operations	15.84	(39.76)	(2.61)	(42.45)
2	Other Operating Income	3.81	1.67	-	1.92
3	**Total Income (I+II)**	**19.65**	**(38.09)**	**(2.61)**	**(40.53)**
4	**Expenses**				
	(a) Cost of Meterials Consumed	-	-	-	-
	(b) Purchase of Stock-in-trade	-	-	-	-
	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-
	(d) Employee Benefits Expenses	2.45	2.34	1.62	9.85
	(e) Finance Cost	-	-	-	-
	(f) Depreciation and amortisation expenses	-	-	-	-
	(g) Other expenses	1.27	2.62	1.46	6.35
	Total Expenses	**3.72**	**4.96**	**3.08**	**16.20**
5	**Profit/(Loss) from operations before exceptional and extra ordinary items and tax (3-4)**	**15.93**	**(43.05)**	**(5.69)**	**(56.73)**
6	Exceptional items	-	-	-	-
7	**Profit/ (Loss) from ordinary activities before extraordinary items & tax (5-6)**	**15.93**	**(43.05)**	**(5.69)**	**(56.73)**
8	Extraordinary items	-	-	-	-
9	**Profit / (Loss) from Ordinary activities before Tax (7-8)**	**15.93**	**(43.05)**	**(5.69)**	**(56.73)**
10	**Tax expenses**	-	-	-	-
	Current year Tax	-	-	-	-
	Income tax provision for earlier year	-	-	-	-
	Deferred Tax	-	-	-	-
11	**Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after tax (9-10)**	**15.93**	**(43.05)**	**(5.69)**	**(56.73)**
12	Profit/(Loss) from discontinuing operation	-	-	-	-
13	Tax expenses of discontinuing operations	-	-	-	-
14	Profit /(Loss) from discontinuing operations (after Tax) (12-13)	-	-	-	-
15	Net Profit / (Loss) for the period (11+14)	15.93	(43.05)	(5.69)	(56.73)
16	Other Comprehensive Income (net of Taxes)				
	A. (i) Items that will not be reclassified to Profit & Loss	-	-	-	-
	(ii) Incometax relating to items that will not be reclassified to Profit & Loss	-	-	-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Profit & Loss	-	-	-	-
	(ii) Incometax relating to items that will be reclassified to Profit & Loss	-	-	-	-
	Total Comprehensive Income for the Period (15+16) (Comprising profit (Loss) and other comprehensive income for the Period)	15.93	(43.05)	(5.69)	(56.73)
17	Paid-up equity share capital (Shares of Rs 10/- each)	220.22	220.22	220.22	220.22
18	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	70.25	54.32	105.36	54.32
19	Earnings per Equity share (Rs. 10/- each) for continuing operation : (not annualised)				
	(a) Basic	0.07	(0.20)	(0.03)	(0.26)

See accompanying notes to the financial results

Notes :
1. The above statement of Unaudited Standalone financial results for the quarter and year ended 30th June, 2026 are specified incompanies (Indian Accounting Standrard)
2. The above unaudited financial results have been reviewed by Audit Committee and
3. The above financial results has been subjected to limited review by the statutary auditer of the company.
4. The figure for the previous period has been regrouped /rearranged where considered
5. This statement is as per Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure obligation) Regulation,2015 as amended.
6. There is no invester Complaints received or pending as on quarter ending 30th June ,2026.

For and on behalf of the Board of Directors
For Spangle Marketing Limited

Sd/-
(P C Karmakar)
Director
DIN : 06514584

Sd/-
S. K. Parida
WTD
DIN : 00062443

Sd/-
Anirban Dolui
CFO
PAN:EPOPD0947E

Sd/-
Amit Kumar Giri
Company Secretary
PAN:AOXPG9060P

Place : Kolkata
Date : 10.08.2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/Uttaran Services, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/US/HQ/073/26-27/28 (1st Call)
Name of work : **Repairing & arrangement of water facilities to community toilet near 1/4/A Sashi Sekhar Bose Row Uttaran area in Ward 73, Borough IX.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs. 1,44,646.63**. Earnest Money : **Rs. 3,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

2. NIT No. : KMC/US/HQ/082/26-27/21 (2nd Call)
Name of work : **Repairing & arrangement of water facilities to community toilet at 3B Pitambar Ghatak Lane Uttaran area in Ward 82, Borough IX.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs. 1,60,868.68**. Earnest Money : **Rs. 3,500.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.08.2026** up to **11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for technical proposals : **25.08.2026** at **11.30 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **12.08.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **http://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C) Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/173 (1st Call)
Name of work : **Installation of guard railing at M. G. Road under Borough-IV.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,91,564.95**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **25.08.2026 - 12 noon**.

2. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/158 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road in different places of Chowbaga Road in Ward No.-108 under Br-XII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,927.80** (Excl. contingency Amount). Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

3. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/178 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road in different places of Chakgaria Road in Ward No.-109 under Br-XII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,595.51** (Excl. contingency Amount). Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

4. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/133 (1st Call)
Name of the work : **Repairing of damaged road (in patches) at James Long Sarani Western Flank in different location under Br-XVI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,86,004.31** (Excl. contingency Amount). Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **150 Days**.

5. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/134 (1st Call)
Name of the work : **Repairing of damaged road (in patches) at James Long Sarani Eastern Flank in different location under Br-XVI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,83,867.84** (Excl. contingency Amount). Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **150 Days**. Last date and time of submission of all bids : **29.08.2026** at **12 noon** (for Sl. No. 2 to 5).

6. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/147 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged roads (in patches) at Service Road of E M Bypass and surroundings under Borough-III.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,85,764.16**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **90 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.08.2026 - 12 noon**.

7. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/136 (1st Call)
Name of work : **Repairing of roads at Canal West Road (in patches), Beliaghata Road (in patches) and surroundings area in Ward No.-36 under Borough-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,95,945.36**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **120 Days**. Last date and time of submission of bid : **27.08.2026 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **14.08.2026 (12 noon)** (for Sl. No. 1 to 3) / **17.08.2026 at 12 noon)** (for Sl. No. 4 & 5) / **12.08.2026 (12 noon)** (for Sl. No. 6) and **17.08.2026 (12 noon)** (for Sl. No. 7). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 7).

330/26-27

তারাপীঠের বিশেষ তন্ত্রসাধনার নিয়ম

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে পুজোর আগে কেন খেতে বলেন ভক্তদের?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ভাদ্র মাসের অমাবস্যা ঘনিয়ে আসতেই বীরভূমের তারাপীঠে শুরু হয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি। কৌশিকী অমাবস্যাকে ঘিরে প্রতি বছরই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত ও সাধুসন্তের সমাগম হয় এই সিদ্ধপীঠে। তন্ত্রসাধনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত তারাপীঠে এই বিশেষ তিথির রাতকে ঘিরে রয়েছে নানা আচার, বিশ্বাস ও লোকাচার। তবে অন্যান্য বহু ধর্মীয় স্থানের মতো এখানে উপবাস করে পুজো দেওয়ার রীতি নেই। বরং প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, মা তারার দর্শনে যাওয়ার আগে ভক্তদের প্রসাদ বা খাবার গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। চলতি বছরে কৌশিকী অমাবস্যা পড়েছে ১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। এই বিশেষ তিথিকে ঘিরে তারাপীঠ মন্দির চত্বর এবং আশপাশের এলাকায় ভক্তদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। বিশ্বাস, কৌশিকী অমাবস্যার রাতে মা তারার কাছে প্রার্থনা করলে মনস্কামনা পূরণ হয়। তাই এই দিনটিতে দেবীর আশীর্বাদ পেতে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা ছুটে আসেন। সাধারণ হিন্দু ধর্মীয় রীতিতে উপবাস বা নির্জলা থেকে দেবদেবীর আরাধনা করার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু তারাপীঠের ক্ষেত্রে তন্ত্রসাধনার প্রভাবের কারণে কিছু আচার অন্যরকম। স্থানীয় বিশ্বাস ও সাধকদের মতে, কৌশিকী অমাবস্যার রাতকে 'হিসেবে' বিবেচনা করা হয়। এই সময় তারাপীঠের শ্মশানভূমি এবং মন্দিরকে ঘিরে বিশেষ আরাধনা হয়। এই সময় মন্দিরে পুজো দিতে আসা ভক্তদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হতে পারে। ফলে খালি পেটে থাকলে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তন্ত্রসাধনার সঙ্গে যুক্তদের একটি বিশ্বাস হল, দুর্বল শরীর ও মন নিয়ে এমন পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা ঠিক নয়। তাই মায়ের দর্শনে যাওয়ার আগে খাবার বা প্রসাদ গ্রহণ করে শরীরকে সতেজ রাখার কথা বলা হয়। তারাপীঠের সঙ্গে তন্ত্রসাধনার ইতিহাস বহু পুরনো। দেবী তারা এখানে শুধুমাত্র দেবী হিসেবে পূজিত নন, তাঁকে ভক্তরা মাতৃরূপেও কল্পনা করেন। এই কারণেই তারাপীঠের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মাতৃভাবের বিশেষ ধারণা। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, সাধক বামাক্ষ্যাপা এই তীর্থক্ষেত্রে কঠোর সাধনা করে দেবী তারার কৃপা লাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনাস্থল হিসেবে পরিচিত শ্বেতশিমুল গাছের তলাও আজ ভক্তদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। কৌশিকী অমাবস্যার সঙ্গে বামাক্ষ্যাপার সাধনার স্মৃতিও গভীরভাবে জড়িত। কথিত আছে, এই বিশেষ তিথিতে সাধনার মাধ্যমে তিনি দেবীর দর্শন লাভ করেছিলেন। সেই বিশ্বাস থেকেই কৌশিকী অমাবস্যার সময় তারাপীঠে তন্ত্রসাধনার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। এই তিথিতে দেবীকে বিশেষ সাজে, অর্থাৎ ' সাজানোর প্রথাও রয়েছে। তারাপীঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দেবীকে মাতৃরূপে দেখা। ভক্তদের বিশ্বাস, মা তাঁর সন্তানকে কখনও অনাহারে রাখতে চান না। সেই কারণেই এখানে উপবাসের পরিবর্তে ভোগ বা মহাপ্রসাদ গ্রহণের সঙ্গে দেবী আরাধনার একটি বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করে শরীর ও মনকে প্রস্তুত করে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তবে 'খালি পেটে পুজো দিলে বিপদ'-এই ধারণাটিকে মূলত তারাপীঠের তন্ত্রসাধনা, স্থানীয় বিশ্বাস ও দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতির অংশ হিসেবেই দেখা উচিত। এটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বিপদ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। দীর্ঘক্ষণ ভিড়ের মধ্যে থাকা বা লাইনে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত খাবার ও জল গ্রহণ অবশ্যই শারীরিকভাবে উপকারী হতে পারে। কৌশিকী অমাবস্যাকে ঘিরে তাই তারাপীঠে শুধু পুজো নয়, আধ্যাত্মিক সাধনা ও লোকবিশ্বাসের বিশেষ আবহ তৈরি হয়। ভক্তদের একাংশের বিশ্বাস, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে ভক্তিভরে 'মা তারা' নাম স্মরণ করে দেবীর চরণে প্রার্থনা করলে জীবনের অশান্তি ও বাধা দূর হয়। সেই বিশ্বাস নিয়েই প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ কৌশিকী অমাবস্যার রাতে ছুটে আসেন মা তারার দরবারে।

শিয়ালদহের এমডিডিটিআই-এ মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফদের জন্য 'আরম্ভ' প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছে

কলকাতা, ১০ আগস্টঃ প্রশাসনিক দক্ষতা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপে, মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি ডিভিশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, শিয়ালদহ (এমডিডিটিআইএসএইচ) পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত অপারেশনাল ইউনিটের মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফদের জন্য তৈরি তাদের প্রথম প্রশিক্ষণ ব্যাচ শুরু করেছে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের দূরদর্শী নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত, বিশেষায়িত এই পাঠ্যক্রমটি ব্যবহারিক অভিযোজনের মাধ্যমে এস্টাবলিশমেন্ট বা কর্মিবিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়গুলির জটিল সূক্ষ্মতাগুলিকে সমাধান করার জন্য যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছে, যা গুণগত সাংগঠনিক আউটপুট চালিত করতে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। আরম্ভ কোর্স নামক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়, যখন প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার ড. মহুয়া ভার্মা এমডিডিটিআই শিয়ালদহ পরিদর্শনে আসেন। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনার নির্দেশনায়, ক্রমাগত পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য এই ক্ষমতা-নির্মাণ উদ্যোগটি আকার নিচ্ছে, যেখানে শ্রী সাক্সেনা সমস্ত প্রশাসনিক ইউনিটকে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য সংযোজন সর্বাধিক করতে আসন্ন প্রশিক্ষণ মডিউলগুলির জন্য উদারভাবে মনোনয়ন পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে রাখতে, ড. ভার্মা প্রশাসনিক কর্মীদের জন্য একটি ব্যাপক রেফারেন্স ম্যানুয়াল হিসাবে পরিবেশন করার জন্য একটি অফিসিয়াল হ্যান্ডবুক ফর এস্টাবলিশমেন্ট ম্যাটার্স-ও উন্মোচন করেন। এই চলমান উদ্যোগের সুযোগ তুলে ধরে, পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, আজ আমাদের ব্যাপক প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ রোডম্যাপের কেবল একটি সূচনা মাত্র, এবং নির্বিঘ্ন অপারেশনাল শাসন অর্জনের জন্য এই ধরনের দক্ষতা-বর্ধন কর্মসূচিগুলি প্রসারিত করতে পূর্ব রেলওয়ে অবিচল রয়েছে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন আয়োজিত 'ঘর ঘর তিরঙ্গা' পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি, ১০ আগস্ট ঃ আজ জলপাইগুড়ি স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কমপ্লেক্স থেকে জলপাইগুড়ি জেলাশাসক কার্যালয় পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন আয়োজিত 'ঘর ঘর তিরঙ্গা' পদযাত্রায় শামিল হয়েছে প্রতিটি হৃদয়, প্রতিটি প্রজন্ম। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি, শ্রীমতি অদিতি চৌধুরী,আইএএস, মাননীয় বিধায়ক, জলপাইগুড়ি সদর, শ্রী অনন্তদেব অধিকারী, অতিরিক্ত জেলা শাসক(সাধারণ), জলপাইগুড়ি, শ্রী রাজেশ রাঠোর, আইএএস, অতিরিক্ত জেলা শাসক(উন্নয়ন), জলপাইগুড়ি, শ্রী হিমাদ্রি সরকার, ডব্লিউবিসিএস(এক্সি),অতিরিক্ত জেলা শাসক(অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ), জলপাইগুড়ি, শ্রীমতি সোনাম ডোমা ভুটিয়া, ডব্লিউবিসিএস(এক্সি), মহকুমা শাসক, জলপাইগুড়ি সদর, জনাব মঈন আহমেদ,আইএএস, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, জলপাইগুড়ি ডিভিশন, শ্রী জিজু জেসপার, আইএফএস, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, গরুমারা ডিভিশন, শ্রী দ্বিজ প্রতিম সেন, আইএফএস, জেলায় কর্মরত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দসহ আপামর জলপাইগুড়িবাসী। পদযাত্রার শেষে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় স্তোত্র ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আজকের কর্মসূচির পরিসমাপ্তি ঘটে।

তেরঙ্গা যাত্রায় হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী!

১-র পাতার পর-'করে থাকে। ইতিপূর্বে রাজ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সরকার থাকায় সরকারি ভাবে এই কর্মসূচি পালিত হত না। এ বার রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার গঠনের পর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন প্রশাসন এই প্রথম কেন্দ্র সরকারের ওই উদ্যোগে রাজ্যকে যুক্ত করল। এই অভিযান উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে ৭০ লক্ষ তেরঙ্গা বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুভেন্দু জানান, ১৫ আগস্ট রেড রোডের মূল সরকারি স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে নিজ গৃহে তেরঙ্গা উড়িয়ে এই অভিযান সফল করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সংসদে

১-র পাতার পর-''আমার একমাত্র পয়েন্ট হল, যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দেবেন বা আলোচনা করবেন, তখন বিরোধীরা যেন কোনও বাধা সৃষ্টি না করে। ওদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাব শুনতে হবে।'' প্রসঙ্গত, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কেন্দ্র করে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন শুরু করেছিল ককরোচ জনতা পার্টি। তাদের অন্যতম দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হবে। ২০ জুলাই সংসদ অধিবেশন শুরুর দিনই সংসদ অভিযান করে আন্দোলনকারী ছাত্ররা। সেই আন্দোলনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, জলকামান ব্যবহার করে। বহু ছাত্র আহত হয়। বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি দাবি করেন যে ছাত্রদের উপরে ছররা গুলি বা পেলেট গান চালানো হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের আঘাতও দেখান। এই গুলি চালানোর নির্দেশ কে দিয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দাবি করেন যে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ছাত্রদের উপরে পুলিশি অ্যাকশনের জবাব দিতে হবে। এই দাবিতে সংসদের লোকসভা ও রাজ্যসভা কার্যত অচল করে রেখেছে বিরোধীরা।

রাশিয়ায় সবচেয়ে বড় ড্রোন

১-র পাতার পর-অঞ্চলের হাজার হাজার পরিবার পুরোপুরি বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছ। এদিকে বেলগোরোদ সীমান্তে ইউক্রেনীয় হামলায় এক নারী এবং খেরসন অঞ্চলে রুশ ড্রোনের আঘাতে ট্যাক্সিচালকসহ আরও কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন। রাশিয়া রাতভর ১২৬টি ড্রোন ছুড়েছে বলে দাবি করেছে ইউক্রেনীয় বিমানবাহিনী। অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে তারা ইউক্রেনের ৪৫৬টি ড্রোন মাঝপথেই গুলি করে নামিয়েছে। যুদ্ধে ইউক্রেনের বিদ্যুৎ পরিকাঠামো আশঙ্কাজনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি সতর্ক করে জানিয়েছেন যে, রাশিয়ার ধারাবাহিক হামলায় দেশের থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি কার্যত আর আস্ত নেই। আসন্ন শীত মৌসুমে হিমাঙ্কের ২০ ডিগ্রি নীচে তাপমাত্রা নামলে লক্ষ লক্ষ নাগরিক চরম জল ও বিদ্যুৎ সংকটে পড়ার তীব্র আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

'চিকিৎসার অধিকার সবার আছে'

১-র পাতার পর-'সিঁদুর' আউটরিচ কর্মসূচির জন্য অভিষেককে কূটনৈতিক পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি সেটি ব্যবহার করেই যাত্রা করবেন। ফলে আন্তর্জাতিক দূতাবাসগুলি সহজেই তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারবে, যা পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাকে দূর করে। এ ছাড়াও তিনি এক জন বর্তমান সাংসদ, সর্বভারতীয় দলের সাধারণ সম্পাদক এবং তাঁর পরিবার ভারতেই থাকছে। আইনজীবী আরও যুক্তি দেন যে, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরেই অভিষেকের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা রুজু করা হয়েছে। জবাবে এএসজি পাল্টা কটাক্ষ করে বলেন, আগের সরকারের সেই সাহস ছিল না। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের সওয়াল ছিল, বিদেশে চিকিসার আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে গঠিত চিকিৎসকমণ্ডলীর সামনে হাজিরা দেওয়া উচিত ছিল অভিষেকের। উল্লেখ্য, এর আগে গত ৫ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট অভিষেকের বিদেশে যাওয়ার আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, বিদেশে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের জন্য যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল, অভিষেক তার সামনে হাজির হননি। তবে অভিষেকের পক্ষে আইনজীবী রেবেকা জন হাইকোর্টে জানিয়েছিলেন, ইতিপূর্বে আমেরিকার যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাঁর চোখের অস্ত্রোপচার করেছিলেন, তাঁর কাছেই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে চান তৃণমূল সাংসদ।

বিরোধীদের স্লোগানের মাঝেই লোকসভায় পাশ ট্রাইব্যুনাল সংস্কার বিল

১-র পাতার পর-স্বাধীনতা এবং ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতির সঙ্গে তার অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। একই সঙ্গে ট্রাইব্যুনালের সদস্য নিয়োগে পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন ন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও আদালত জানিয়েছিল। নতুন বিল সেই বৃহত্তর কাঠামো তৈরির লক্ষ্যেই আনা হয়েছে। আইন কার্যকর হলে ২০২১ সালের আইনটি বাতিল হবে। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতা, নির্বাচন এবং নিয়োগের পাশাপাশি তাঁদের বেতন, ভাতা, পদত্যাগ, অপসারণ এবং অন্যান্য চাকরির শর্ত নিয়েও নতুন বিলে নির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে আলাদা আলাদা নিয়ম রয়েছে, তার বদলে অভিন্ন কাঠামো তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়বে এবং ট্রাইব্যুনালের কাজকর্মে দক্ষতা ও ধারাবাহিকতা আসবে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতাও আরও শক্তিশালী হবে। বিলটি যখন লোকসভায় পেশ ও পাশ হয়, তখন বিরোধী সাংসদরা নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে জুলাইয়ের ২০ তারিখের বিক্ষোভে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন। অমিত শাহের উপস্থিতির দাবিও ওঠে। বিলটির বিরোধিতা করে একাধিক সাংসদ আগেই নোটিস দিয়েছিলেন। কিন্তু হইহট্টগোলের মধ্যে তাঁরা বক্তব্য রাখার সুযোগ পাননি। ফলে বিস্তারিত সংসদীয় বিতর্ক ছাড়াই বিলটি পাশ হয়। নতুন আইন কার্যকর হলে ট্রাইব্যুনালগুলির নিয়োগ ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে নজরদারির জন্য ন্যাশনাল ট্রাইব্যুনালস কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

'মুখ্যমন্ত্রী শুধু দলের নন, গোটা রাজ্যের, সেটা

১-র পাতার পর-'''আমি সিপি-কে ধন্যবাদ দেব। টিভিতে দেখেছি অন্তত কয়েকশো পুলিশ মোতায়েন ছিল। এত পুলিশ মোবিলাইজেশন করতেও সময় লাগে। পুলিশকে তো উনি কোনও সুযোগই দেননি। এরপরও বলব, বড় কিছু ঘটেনি। আর ওই পাথর-মাটির গল্প মানুষ সব দেখেছে।'' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে শুভেন্দু আরও বলেন, ''১৫ বছরের জমানায় বিরোধী দলের নিহত বহু কর্মীকে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বা হেফাজতে খুন হতে হয়েছে।'' রাজবংশী যুবক মৃত্যুঞ্জয় বর্মণ থেকে শুরু করে অভয়ার মতো নৃশংস ঘটনার কথা তুলে ধরে তাঁর প্রশ্ন, ''আপনার জমানায় কোথাও কি বিরোধীদের বাড়িতে গিয়ে একবারও সহানুভূতি দেখিয়েছেন? উল্টে আপনার দলের কর্মী ও কাউন্সিলরের পরিবার যখন রাজ্য সরকারের ওপর আস্থা রাখল, আর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি গিয়ে যখন তাদের প্রাথমিক দাবিগুলো পূরণ করলাম, তখন একজন মুখ্যমন্ত্রী যে শুধু দলের নন, গোটা রাজ্যের, সেটাই আমি শিখিয়ে দিয়ে গেলাম। যেটা আপনি ১৫ বছরেও করতে পারেননি।'' হালিশহরে মমতার বিক্ষোভের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দুর দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য, ''এত বছর ধরে এত চুরি করেছেন, মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন, তাই মানুষ যখনচোর বলছে, তখন তো সেই স্লোগান শুনতেই হবে। ওখানে কোনও রাজনৈতিক দল বা বিজেপির লোক ছিল না, এটা সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ। বিনা কারণে রাজনীতি করতে গিয়ে আজ মানুষের এই প্রত্যাখ্যানই প্রমাণ করল যে আপনি প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছেন।''

মমতার ওপর হামলার প্রতিবাদ!

১-র পাতার পর-'কাদা ও জুতো ছোড়া হয় এবং গাড়ির কাচে কাদা লেপে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার সূত্রপাত হালিশহর থানার লকআপে বিরজু কেয়ট নামে এক তৃণমূল কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। নিহত বিরজুর স্ত্রী জেনি শর্মা কেয়ট নদিয়ার কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর। সম্প্রতি হালিশহরের এক মহিলার দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিরজুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, ভয় দেখানো, আর্থিক প্রতারণা এবং বেআইনি অস্ত্র আইন-সহ একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, গত শুক্রবার ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক বিরজুকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এর পর শনিবার সকালে থানা হেফাজতে থাকা অবস্থাতেই তিনি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে দাবি পুলিশের। তড়িঘড়ি তাঁকে কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে পুলিশের এই অসুস্থতার দাবি মেনে নেয়নি নিহতের পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, থানা হেফাজতে বেধড়ক মারধরের বলেই মৃত্যু হয়েছে বিরজুর। যদিও মারধর ও পুলিশি নির্যাতনের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশ।

চন্দননগরে বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের কাঠের চেয়ার

মলয় সুর, হুগলী, ১০ অ্রগস্ট ঃ একটি সাধারন কাঠের চেয়ার। ইতিহাসের এক বিরল ঘটনার সাক্ষী সেই চেয়ারটি আজ দেবতার রূপ পেয়েছে, কেননা সেটিতে বসেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির পরশ লাগা সেই চেয়ার দেবতার সঙ্গে একাসনে পূজিত হয়। সেটি রয়েছে বর্তমানে চন্দননগর হেরিটেজ মিউজিয়ামে। এই মিউজিয়ামের তত্বাবধানে রয়েছেন চন্দননগর হেরিটেজ কমিটির সম্পাদক কল্যাণ চক্রবর্তী। কিভাবে এই চেয়ার পেয়েছিল কবি গুরুর স্পর্শ? কলকাতার বরানগরে কালীদাস লাহিড়ী লেনের বাসিন্দা হাইকোর্টের আইনজীবী সরোজ চন্দ্র লাহিড়ী। এই সরোজ চন্দ্রের বাবা ছিলেন মহেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী, যিনি রবীন্দ্রনাথের পরম বন্ধু। সেই সূত্র ধরেই লাহিড়ী পরিবারে রবীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল। পারুল দেবী হয়ে গেলেন রবি ঠাকুরের নাতনি। তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'পাখি'। সুখে-দু ঃখে যন্ত্রনায়-আনন্দে মত বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ পারুল দেবীকে একদম আপনজনের মত চিঠি লিখতেন বরানগরের ঠিকানায়। আর যখনই বরানগরের লাহিড়ী বাড়ীতে আসতেন তখনই বরাদ্দ করা সাধারণ এই কাঠের চেয়ারে বসতেন। ১৯৪৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে ভাইফোঁটা দিয়েছিলেন পারুল দেবী। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ শেষ চিঠি লিখেছেন রোগশয্যায় শুয়ে (১৯৪১ সালের ১২ মে)। রবীন্দ্রনাথের (২২শে শ্রাবণ) মৃত্যুর পর বারবার পারুল দেবী চন্দননগরে ছুটে এসেছিলেন বাগবাজারে আনন্দ কুঠীরে আত্মীয়া প্রীতি চক্রবর্তীর বাড়ীতে। চন্দননগরে পারুল দেবী এসে আনমনা ঘুরে বেড়াতেন।কখনও গঙ্গার ঘাটে, জাহ্নবী নিবাস, এবং পাতালবাড়ীতে, চন্দননগরের বুকে আপাদমস্তক জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৫ সালে মে ও জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে এসে গঙ্গা সংলগ্ন পাতালবাড়ী ও গঙ্গার ঘাটে পদ্মা বোটে মাস দুই কাটিয়েছেন। ওই সময় কবি অজস্র কবিতা লেখেন। এর মধ্যে ১৯৩৫ সালে 'মির্ছান্বিতা কবিতাটি 'পরিচয় পত্রিকায় ১৩৪২ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ১৯৮১ সালের ১১ ই মার্চ চিরতরে চলে গেলেন পারুল দেবী। স্মৃতি কিন্তু আজও চন্দননগরে বহাল। রবীন্দ্রনাথের চেয়ার, একজোড়া জুতো, তাঁর প্রিয় কলম, চুল, ব্যবহৃত ব্যাগ পারুলকে দেওয়া উপহার এখনও সে সব আগলাচ্ছেন পারুল দেবীর প্রিয় নাতি কল্যাণ চক্রবর্তী। এই ঘটনার পর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ আট দশক। কালের নিয়মেই মৃত্যু হয়েছে অনেকের, কিন্তু কবিগুরুর স্পর্শ পাওয়া সেই চেয়ার আজও রয়েছে চন্দননগরে, দেখতে আসে বহু মানুষ।

NAME CHANGE

I, Chhifur Mondal (Old Name) S/O–Akbar Mandal resident of Vill-Ajadpur , Po-Safanagar , Ps-Kumarganj , Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733141 do hereby declared that I have changed my name from Chhifur Mondal to Chhaifur Mandal and henceforth I shall be known as Chhaifur Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/08/2026. My name Chhaifur Mandal & Chhifur Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Laxman Chandra Debnath (Old Name) S/O–Biswanath Debnath resident of Dalalpara Lane Dakshin, Santipur , Nadia , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Laxman Chandra Debnath to Laxman Debnath and henceforth I shall be known as Laxman Debnath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/08/2026. My name Laxman Debnath & Laxman Chandra Debnath both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shankar Prasad Saha (Old Name) S/O–Raghu Nath Saha resident of 34/1 Ukilabad Road , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Shankar Prasad Saha to Sankar Prasad Saha and henceforth I shall be known as Sankar Prasad Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/08/2026. My name Sankar Prasad Saha & Shankar Prasad Saha both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Mazharul Hoque (Old Name) S/O–Late Mohammad Giyasuddin resident of Vill-Maruabadi Maulabhi Para , Po-Khaschandpur , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Mazharul Hoque to Md Mazharul Hoque and henceforth I shall be known as Md Mazharul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/08/2026. My name Md Mazharul Hoque & Mohammad Mazharul Hoque both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mosammat Romaesha Khatun Bibi (Old Name) W/O– Md Mazharul Hoque resident of Vill-Maruabadi Maulabhi Para , Po-Khaschandpur , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Mosammat Romaesha Khatun Bibi to Mst Romaesha Khatun Bibi and henceforth I shall be known as Mst Romaesha Khatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/08/2026. My name Mst Romaesha Khatun Bibi & Mosammat Romaesha Khatun Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Umar Faruk (old name) S/o- Mohammad Sajjad Ali residing at Vill-Boro Kamdol, Po-Sambalpur, Ps-Pukhuria, Dist-Malda, 732102, I have changed my name from Mohammad Umar Faruk to Md Umar Faruk (new name) I shall be known as Md Umar Faruk vide an affidavit No-30AC 616519, sworn before the Executive Magistrate on Chanchal, Malda on 09/07/2026. Mohammad Umar Faruk and Md Umar Faruk both name same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abfana Mondal (Old Name) W/O–Chhaifur Mandal resident of Vill-Ajadpur , Po-Safanagar , Ps-Kumarganj , Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733141 do hereby declared that I have changed my name from Abfana Mondal to Abfana Mandal and henceforth I shall be known as Abfana Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/08/2026. My name Abfana Mandal & Abfana Mondal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohammad Nur Alam Shaikh (Old Name) S/O–Humayun Shaikh resident of Vill-Chandpara , Po-Barashimul , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Nur Alam Shaikh to Md Nur Alam Sk and henceforth I shall be known as Md Nur Alam Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/08/2026. My name Md Nur Alam Sk & Mohammad Nur Alam Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Marium Khatun Bibi (old name) W/o- Amir Sohel residing at Baruipara, Baruipara, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MARIUM KHATUN BIBI to MARIUM BIBI and henceforth I shall be known as MARIUM BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 10/08/2026. MARIUM KHATUN BIBI (old name) and MARIUM BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahadev Samanta (Old Name),S/O Madanmohan Samanta, Residing at Vill-Sandalpur, Po-Sitalpur,Pin-721632,East Medinipur, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Mahadev Samanta (Old Name) to Mahadeb Samanta (new name) and henceforth I'll be known as Mahadeb Samanta (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 04/08/2026. Mahadeb Samanta (New Name) and Mahadev Samanta (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Faim Mondal (Old Name) S/O–Chhaifur Mandal resident of Vill-Ajadpur , Po-Safanagar , Ps-Kumarganj , Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733141 do hereby declared that I have changed my name from Faim Mondal to Faim Mandal and henceforth I shall be known as Faim Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/08/2026. My name Faim Mandal & Faim Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arun Hazra (Old Name) S/O–Kartik Chandra Hazra resident of Vill-Jamalpur , Po-Paglachandi , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741181 do hereby declared that I have changed my name from Arun Hazra to Arun Kumar Hazra and henceforth I shall be known as Arun Kumar Hazra (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/08/2026. My name Arun Kumar Hazra & Arun Hazra both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanda Rani Halder (old name) W/o-Mahadeb Chandra Halder residing at Islampur, Islampur, Islampur, Dist- Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SANDA RANI HALDER to SANDHYA RANI HALDER and henceforth I shall be known as SANDHYA RANI HALDER (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 10/08/2026. SANDA RANI HALDER (old name) and SANDHYA RANI HALDER (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Yeosad Sk (Old Name) S/O –Raijaddin Sekh resident of Vill & Po-Sankarpur, Ps-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby declare that I have changed my name Yeosad Sk to Usad Sk and henceforth I shall be known as Usad Sk (new name) for all purposes, vide an affidavit sworn before the Notary Public, Berhampore Court on 08/05/2026. My name Usad Sk & Yeosad Sk are one and the same person.

NAME CHANGE

I, Mrinal Kr Saha (Old Name) S/O–Ramendra Lal Saha resident of Old 26 , New 38 No , Pandit Kalimoy Ghatak Lane , Bhangra Para , Ranaghat , Nadia, West Bengal, Pin-741201 do hereby declared that I have changed my name from Mrinal Kr Saha to Mrinal Kumar Saha and henceforth I shall be known as Mrinal Kumar Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/08/2026. My name Mrinal Kumar Saha & Mrinal Kr Saha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Bhadu Sk (Old Name) S/O–Gofur Sk resident of Vill-Barbaria Natunpara , Po-Sundarpur , Ps-Bhagawangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Md Bhadu Sk to Bhadu Sk and henceforth I shall be known as Bhadu Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/08/2026. My name Bhadu Sk & Md Bhadu Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rashida Bibi (old name) W/o- Md Ikbal Mandal residing at Sankarpur, Dharampur, Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin-742166 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RASHIDA BIBI to RAWSON BIBI and henceforth I shall be known as RAWSON BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the court of Ld.S.D.E.M.S 1st class at Berhampore, Murshidabad dated 15/06/2026. RASHIDA BIBI (old name) and RAWSON BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOHAMMED PARVEZ AHMED (old Name) S/O Rajab Ali Khan resident of 6, Eden Hospital Road, Chittaranjan Avenue, P.O. Chittaranjan Avenue, Kolkata-700073, WB, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMED PARVEZ AHMED (old Name) to MD. PARVEZ KHAN (New name) and henceforth I shall be known as MD. PARVEZ KHAN in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07.08.2026. MOHAMMED PARVEZ AHMED and MD. PARVEZ KHAN both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Afsal Ali Biswas (Old Name) S/O– Mochhakarim Biswas resident of Bangaljhi , Chapra , Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Afsal Ali Biswas to Afchhar Biswas and henceforth I shall be known as Afchhar Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/08/ 2026. My name Afchhar Biswas & Afsal Ali Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahfuja Bibi (Old Name) W/O–Abu Bakkar Mollah resident of Vill & Po-Natial , Ps-Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Mahfuja Bibi to Mahfuza Bibi and henceforth I shall be known as Mahfuza Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/08/2026. My name Mahfuza Bibi & Mahfuja Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Md Israfil Sk (old name) S/o- Late Moniruddim Sk residing at Bhabta Dakshinpara, Bhabta, Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ISRAFIL SK to ISRAFIL SK and henceforth I shall be known as ISRAFIL SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 10/08/2026. MD ISRAFIL SK (old name) and ISRAFIL SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NUSRAT JAHAN D/o Md. Nizamuddin resident of 6, Eden Hospital Road, Chittaranjan Avenue, P.O. Chittaranjan Avenue, Kolkata-700073, WB, do hereby solemnly affirm and declare my husband's actual name MD. PARVEZ KHAN(New Name) instead of MOHAMMED PARVEZ AHMED (old Name) and henceforth he shall be known as MD. PARVEZ KHAN in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07.08.2026. MOHAMMED PARVEZ AHMED and MD. PARVEZ KHAN both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aarob Sk (Old Name) S/O–Raisuddin Sekh resident of Aah Bhagia Debidaspur , Mukundapur , Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Aarob Sk to Arab Ali Sk and henceforth I shall be known as Arab Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/ 08 / 2026. My name Arab Ali Sk & Aarob Sk are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ainab Bibi Mondal (Old Name) W/O–Golam Mostafa resident of Vill-Joyrampur , Po-Chhatai , Ps-Ranitala , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Ainab Bibi Mondal to Aoynab Bibi and henceforth I shall be known as Aoynab Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/08/2026. My name Aoynab Bibi & Ainab Bibi Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Nur selim (old name) S/o- Late Mofijul Ali residing at Balarampur Pathanpata, Lalgola, Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD NUR SELIM to NUR SELIM and henceforth I shall be known as NUR SELIM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 10/08/2026. MD NUR SELIM (old name) and NUR SELIM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ismotara Bibi (old name) W/o- Israfil Sk residing at Bhabta Dakshinpara, Bhabta, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ISMOTARA BIBI to ISMATARA BIBI and henceforth I shall be known as ISMATARA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 10/08/2026. ISMOTARA BIBI (old name) and ISMATARA BIBI (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Paresh Kumar Mukherjee, S/O Lt. Himanshu Sekhar Mukherjee, জে এল ব্যানার্জি রোড, ওয়ার্ড নম্বর ৬, পোঃথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার এবং বাবার সঠিক নাম Paresh Kumar Mukherjee, S/O Lt. Himanshu Sekhar Mukherjee. কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার এবং বাবার নাম ভুল বসত Paresh Mukherjee, S/O Hirangshu Sekhar Mukherjee লেখা হয়েছে। ১০.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিক কোর্টের ১০ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Paresh Kumar Mukherjee, S/O Lt. Himanshu Sekhar Mukherjee and Paresh Mukherjee, S/O Hirangshu Sekhar Mukherjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Nazrul Islam , S/O-Late Alimuddin Sk, resident of Vill- Borakuli, Po-Choa, Ps- Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 , do hereby declared That my actual name Nazrul Islam as recorded in my voter Card No-XMB2388205 & Ration card No-PHH 035150886 & my Sir paper, 2026 and my name Nazrul Islam Sk recorded in my Aadhaar Card no 8862 8858 4698 . That my name Nazrul Islam and Nazrul Islam Sk are same identical persons vide an affidavit no-84002 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class affidavit Alipore court on 13/07/2026

NAME CHANGE

I, SEKH NABI NAWAJ (OLD NAME) S/O LT JALALUDDIN SEKH RESIDING AT VILL-SARDANGA, POST-NURPUR, DIST-BIRBHUM, P.S-KIRNAHAR WEST BENGAL, PIN NO-731302 DO HEREBY DECLARED THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM SEKH NABI NAWAJ TO SEKH NABINAWAJ AND HENCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS SEKH NABINAWAJ (NEW NAME) IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE MAGISTRATE AFFIDAVIT BOLPUR COURT ON 21/07/2026. MY NAME SEKH NABI NAWAJ & SEKH NABINAWAJ S/O LT JALALUDDIN SEKH @ JALALUDDIN IS SAME ONE AND INDENTICAL PERSON.

নিজেকে রক্ষার তাগিদে ....

তরুণীদের ক্যারাটে-তাইকোয়ান্দোয় আগ্রহ, প্রশিক্ষণের মাঠে বাড়ছে মেয়েদের উপস্থিতি

রতন দে, বালুরঘাট, ১০ আগস্ট ঃ এক হাতে ব্যাগ অন্য হাতে মোবাইল। কলেজ থেকে ফেরার পথে কিংবা কাজ সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় চারপাশটা একটু বেশি সতর্ক চোখে দেখা। অচেনা কোনও পরিস্থিতি তৈরি হলে কী ভাবে নিজেকে সামলাবেন সাহায্য আসার আগে কী ভাবে বিপদ এড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাবেন এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই দক্ষিণ দিনাজপুরের তরুণ প্রজন্মের মেয়েদের একাংশ এখন আগ্রহী আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণে। ক্যারাটে তাইকোয়ান্দোর

মতো মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ তাঁদের কাছে শুধু শরীরচর্চা বা প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নয় প্রয়োজনে নিজেকে সামলে নেওয়ার আত্মবিশ্বাস তৈরিরও একটি মাধ্যম। প্রশিক্ষক শংকর কুমার মণ্ডলের দাবি বালুরঘাটে মেয়েদের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগ্রহ আগের তুলনায় বাড়ছে। তাঁর কথায় মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। ক্যারাটে বা তাইকোয়ান্দো শুধু লড়াই শেখা নয় কাউকে আক্রমণ করা নয়। বিপদের সময়ে নিজেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া এবং প্রয়োজন হলে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সক্ষমতা তৈরি করাই মূল কথা। তাঁর মতে ছোট বয়স থেকে আত্মরক্ষার প্রাথমিক কৌশল শেখানো হলে শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি মনোযোগ দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং আত্মবিশ্বাস তৈরিতেও তা সহায়ক হতে পারে। তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি সন্দীতা পালও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণকে মেয়েদের আত্মবিশ্বাস তৈরির একটি মাধ্যম বলে মনে করেন। তাঁর কথায় নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব সব সময় অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়া যায় না। বাইরে বেরিয়ে কোনও অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে অন্তত নিজেকে সামলে নেওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার। সেই কারণেই ক্যারাটে বা তাইকোয়ান্দোর মতো প্রশিক্ষণ মেয়েদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে নিয়মিত অনুশীলনের ফলে শরীরের সক্ষমতার পাশাপাশি ভয় কাটিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলার মানসিক প্রস্তুতিও তৈরি হয়। আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ মানেই শুধু ঘুষি, লাথি বা প্রতিপক্ষকে কাবু করার কৌশল নয়। বিপদ আঁচ করা পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সুযোগ পেলে সংঘাত এড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়াও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রয়োজন হলে আশপাশের মানুষের সাহায্য নেওয়া এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ লড়াইয়ে জেতার চেয়ে বিপদ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসার সক্ষমতাই আত্মরক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ক্যারাটে বা তাইকোয়ান্দোর প্রশিক্ষণকে তাই শুধু পদক জেতার মঞ্চ হিসেবে দেখছেন না তরুণীদের একাংশ। পড়াশোনা চাকরি কিংবা নানা প্রয়োজনে নিয়মিত বাড়ির বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রে নিজের শরীর ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকেও তাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণের মাঠে শারীরিক অনুশীলনের পাশাপাশি শৃঙ্খলা মনোযোগ ও মানসিক দৃঢ়তা তৈরিতেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের বক্তব্য। তবে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণকে নিরাপত্তার একমাত্র সমাধান হিসেবে দেখছেন না প্রশিক্ষকেরা। বিপদের পরিস্থিতিতে প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সংঘাত এড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া। পরিস্থিতি অনুযায়ী সাহায্য চাওয়া এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়াও জরুরি। আত্মরক্ষার কৌশল সেই সঙ্গে বিপদের মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি করতে পারে। দক্ষিণ দিনাজপুরে তরুণীদের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নিয়ে এই আগ্রহ তাই কেবল মার্শাল আর্ট শেখার বিষয় নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আত্মবিশ্বাস সচেতনতা এবং নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রস্তুত থাকার ভাবনাও। ভয়কে সামনে রেখে নয় সচেতনতা সংযম ও আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই নিজেদের পথ চলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন জেলার তরুণীদের একাংশ।

রাতের অন্ধকারে পুলিশের গাড়িকে ওভারটেক, ধাওয়া করে ২২ টি গরু উদ্ধার নয়াগ্রামে

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১০ আগস্ট ঃ গভীর রাতে পুলিশের গাড়িকে দ্রুতগতিতে ওভারটেক করে এগিয়ে যাচ্ছিল দু'টি গাড়ি। গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পিছন থেকে ধাওয়া শুরু করে পুলিশ। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর বালিগেড়িয়া বিডিও অফিসের কাছে ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের উপরে গাড়ি দু'টিকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে সেগুলির ভিতর থেকে উদ্ধার হল প্রায় ২২টি গরু। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়ি দু'টির চালকেরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছেন। গরুগুলিকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ভোররাতে প্রায় ৩টা ৫০ মিনিট নাগাদ নয়াগ্রাম থানার একটি দল বালিগেড়িয়া এলাকায় রুটিন টহলদারিতে ছিল। সেই সময় দ্রুতগতিতে দু'টি গাড়ি পুলিশের গাড়িকে ওভারটেক করে এগিয়ে যায়। গভীর রাতে ওই ভাবে দ্রুতগতিতে গাড়ি দু'টির চলে যাওয়া পুলিশের নজরে আসে। সন্দেহ হওয়ায় গাড়ি দু'টির পিছনে ধাওয়া শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। কিছুটা দূর যাওয়ার পর বালিগেড়িয়া বিডিও অফিসের কাছে ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের উপরে গাড়ি দু'টিকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় গাড়ির ভিতরে গরু দেখতে পান পুলিশকর্মীরা। গুনে দেখা যায়, দু'টি গাড়িতে মিলিয়ে প্রায় ২২টি গরু রয়েছে।

এর পরেই গরুগুলিকে উদ্ধার করে পুলিশ। তবে ততক্ষণে গাড়ির চালকেরা সেখান থেকে পালিয়ে যান। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, রাতের অন্ধকারে গরুগুলিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গরুগুলির মালিকানা সংক্রান্ত নথি রয়েছে কি না, সেগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গাড়িতে থাকা অন্য ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পরিবহণের পিছনে কারা রয়েছে, সে বিষয়েও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গরুগুলিকে আপাতত নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়েছে। আটক দু'টি গাড়ির নথিপত্রও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে গরু পাচারের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা-ও তদন্ত করে দেখছে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। চালকদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে বালিগেড়িয়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বৃষ্টির জলে জলমগ্ন জ্বালুইডাঙ্গা, সমাধানে এলাকায় বিধায়ক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১০ আগস্ট ঃ বর্ষা এলেই জল জমে দুর্ভোগ বাড়ে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জালুইডাঙ্গা এলাকায়। এলাকার বেশ কিছু বাড়িতে জল ঢুকে পড়ার পাশাপাশি রাস্তাঘাটেও জল জমে যায়। ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষকে জলবন্দি অবস্থায় দিন কাটাতে হয়, অন্যদিকে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ব্যাহত হয় স্বাভাবিক যাতায়াত। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় ভুগছেন জালুইডাঙ্গার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমল থেকেই বর্ষার সময় এই জল জমার সমস্যা চলে আসছে। সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানানো হলেও স্থায়ীভাবে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর। এই পরিস্থিতির খবর পাওয়ার পর রবিবার জালুইডাঙ্গা এলাকায় পরিদর্শনে যান পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক। তিনি সরেজমিনে এলাকার জলমগ্ন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। কোথায় কোথায় জল জমছে, কোন কোন বাড়ি ও রাস্তা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা রয়েছে-তা বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে চান বিধায়ক। এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা বিধায়কের কাছে তুলে ধরেন। বর্ষার সময় বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়া, রাস্তায় জল জমে পড়াশোনা, কাজকর্ম ও দৈনন্দিন যাতায়াতে সমস্যার পাশাপাশি অসুস্থ ও বয়স্ক মানুষদের চলাচলের অসুবিধার কথাও জানান তাঁরা। স্থানীয়দের সমস্যার কথা শোনার পর বিধায়ক দ্রুত এই জল সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। জল যাতে দ্রুত নিষ্কাশন করা যায় এবং ভবিষ্যতে বর্ষার সময় একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। বিধায়কের সরেজমিনে এলাকায় এসে পরিস্থিতি পরিদর্শন এবং বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন জালুইডাঙ্গার মানুষ। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা এবার স্থায়ীভাবে সমাধান হবে-এমনই আশা করছেন তাঁরা। এলাকাবাসীর বক্তব্য, বর্ষা শুরু হলেই জল জমে দুর্ভোগ তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। তাই দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরে জল না জমে, সেজন্য স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হোক। বিধায়কের আশ্বাস বাস্তবে কত দ্রুত কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন জালুইডাঙ্গার বাসিন্দারা।

উত্তর হাবড়া সেবা সংঘের ৫৪তম বর্ষের শারদোৎসবের সূচনা হলো রবিবার খুঁটিপুজোর মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মন্ডল। এদের এবারের পুজোর থিম প্রত্যাশা। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

পাউরুটির দাম বৃদ্ধি

কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ ময়দা, চিনি, ভোজ্য তেল সহ অন্যান্য কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির কারনে রাজ্যের খোলাবাজারে পাউরুটির দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী সোমবার থেকে চারশো গ্রাম ওজনের স্লাইজড পাউরুটির দাম চার টাকা করে বাড়িয়ে ৩৬ টাকা করা হবে বলে ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে দুশো গ্রাম ওজনের রুটির দাম ১৬ টাকা থেকে বেড়ে হবে ১৮ টাকা। একশো গ্রামের সাধারন রুটির দাম সাড়ে আট টাকা থেকে বেড়ে হবে দশ টাকা।

কৃষ্ণনগরের রাজপথে প্রশাসন-জনতার মিছিল, 'হর ঘর তিরঙ্গা'য় বার্তা দেশপ্রেমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ১০ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতীয় পতাকা হাতে কৃষ্ণনগরের রাজপথে নামল প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ। সোমবার নদীয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত 'হর ঘর তিরঙ্গা' পদযাত্রাকে ঘিরে শহরে দেখা গেল উৎসবের আবহ। পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন নদীয়ার জেলা শাসক শ্রীকান্ত পাল্লি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার অতুল ভি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীরা, একাধিক বিধায়ক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। জাতীয় পতাকা হাতে পদযাত্রায় সামিল হন বহু সাধারণ মানুষও। এদিনের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা দিবসের আগে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান, দেশপ্রেম এবং জাতীয় সংহতির বার্তা মানুষের মধ্যে আরও ছড়িয়ে দেওয়া। শহরের রাজপথে তেরঙ্গা হাতে মানুষের অংশগ্রহণে কর্মসূচি পায় অন্য মাত্রা। পদযাত্রা শেষে জেলা শাসক শ্রীকান্ত পাল্লি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনায় রাজ্যজুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। কলকাতার পাশাপাশি প্রতিটি জেলাতেও এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই কৃষ্ণনগরে এদিন পদযাত্রা। জেলা শাসকের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর সময় 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের সূচনা হয়। ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি হবে। স্বাধীনতার ৭৫ থেকে ১০০ বছর পর্যন্ত সময়কে সামনে রেখে দেশপ্রেম, জাতীয় সংহতি এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ-বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এদিন কৃষ্ণনগরের রাজপথে ফুটে উঠল জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধের ছবি।

আইজেএ-র পূর্ব বর্ধমান জেলা ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা, নতুন কমিটি ঘোষণা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ আগস্ট ঃ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইজেএ)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা সম্প্রতি বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিকদের বিভিন্ন পেশাগত সমস্যা, দাবিদাওয়া এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আইজেএ-র সর্বভারতীয় নেতা এস সাবানায়কন, রাজ্য সভাপতি দেবাশীষ দাস, সহ-সভাপতি তারকনাথ রায়, সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত পার্থ, প্রাক্তন সভাপতি শেখর সেনগুপ্ত এবং সদস্য আমিনুর রহমান। তাদের সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি সংগঠনের ভবিষ্যত কর্মসূচি নিয়ে পরামর্শ নেন সদস্যরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি স্বপন মুখার্জী এবং সঞ্চালনা করেন রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জগন্নাথ ভৌমিক। সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সাধারণ সম্পাদক কমল লাহা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব দেন কোষাধ্যক্ষ শেখ সামসুদ্দিন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি সভায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের পেশাগত সমস্যা ও বিভিন্ন দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। এদিন সংগঠনের বর্ষীয়ান সদস্য শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরীকে সম্মাননা জানানো হয়। পাশাপাশি আগামী বছরের জন্য ২১ সদস্যের নতুন জেলা কমিটি অনুমোদিত হয়েছে। নতুন কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ দাস, সম্পাদক সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ শান্তনু পাঁজা।সাংবাদিকদের স্বার্থে আগামী দিনে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কৌশিকী অমাবস্যায় টানা ৩ দিন তারাপীঠে বন্ধ সমস্ত মদের দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১০ আগস্ট ঃ আর একমাস পরেই তারাপীঠ এর ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা। লক্ষ লক্ষ পর্যটকদের সমাগম ঘটে এই কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে। আর এই কৌশিকী অমাবস্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই নতুন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়ার কথা জানান হয়েছে। যেমন এই বছর অমাবস্যার দিন তারকেশ্বর মন্দিরের আদলে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পুষ্প বিতরণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে। মূলত তারাপীঠ সিদ্ধপীঠ হিসেবে পরিচিত এবং মন্দিরে আধ্যাত্মিক পরিবেশ মা তারাকে ঘিরে। পুণ্যলাভের আশা নিয়ে প্রত্যেক বছর এই কৌশিক অমাবস্যায় চার থেকে পাঁচ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে তারাপীঠ চত্বর জুড়ে। তবে তারাপীঠে আগত বহু ভক্ত তারাপীঠের ধর্মীয় পরিবেশ নষ্ট করেন কৌশিকী আমাবস্যার সময় এসে, এমন অভিযোগ করেন বহু ভক্ত। কৌশিকী অমাবস্যার সময় তারাপীঠের রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় যত্রতত্র মদের আসর জমাতে দেখা যায় বহু সুরাপ্রেমীদের। সেই কথা মাথায় রেখে তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যার উসব চলাকালীন টানা তিন দিন রামপুরহাট এবং তারাপীঠ এলাকায় লাইসেন্সপত্র সমস্ত মদের দোকান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে উৎসবের তিনদিন বিগত প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। রামপুরহাট মুনসুবা মোড় থেকে তারাপীঠ বেসিক মোড় পর্যন্ত প্রায় ২৫ টি সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান টানা তিনদিন ২৪ ঘণ্টা খুলে রাখা হত। সুরার টানে সুরাপ্রেমীরা লম্বা লাইন দিয়ে সেই সমস্ত মদের দোকান থেকে মদ কিনতেন। রাতভর চলে মদের আসর। আবগারি দফতরের তথ্য অনুযায়ী গত বছর তিন দিনে এই দোকানগুলি থেকে প্রায় ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। তার আগের বছর প্রায় ৪ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। পুণ্যার্থীদের একাংশে অভিযোগ ছিল যেখানে সেখানে মদের আসর মন্দিরের ধর্মীয় পরিবেশ নষ্ট করছিল। সেই কথা মাথায় রেখে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের অফিসে কৌশিকী অমাবস্যা নিয়ে বৈঠকে কৌশিকী অমাবস্যার পবিত্রতা ফেরাতে রামপুরহাট ও তারাপীঠ অঞ্চলে মদের দোকানগুলি বন্ধ রাখার প্রস্তাব দেন বিজেপির বিধায়ক এবং নেতৃত্ব। সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জুলাই ২০২৬-এ মালবাহী লোডিংয়ে ১৮.১ শতাংশ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১০ আগস্ট ঃ দক্ষ পণ্য পরিবহন এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর যথাসময়ে পরিবহনের প্রতি অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল জুলাই ২০২৬-এ মাল লোডিং-এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এই মাসে মোট ১.১০৫ শতাংশ মিলিয়ন টন মাল লোডিং করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.১শতাংশ-এর এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। জুলাই ২০২৬-এ বেশ কয়েকটি প্রধান পণ্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। সিমেন্ট লোডিংয়ে উল্লেখনীয়ভাবে ৮৯.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, অন্যদিকে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ডলোমাইট লোডিং ৪২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মাসে কন্টেইনার লোডিংয়ে ৪৫.৫শতাংশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে, অন্যদিকে পেট্রোলিয়াম অয়েল ও লুব্রিকেন্টস (পিওএল) লোডিং-এ বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৬ শতাংশ। এছাড়াও, জুলাই ২০২৬-এ বিভিন্ন পণ্যসম্ভার নিয়ে গঠিত অন্যান্য শ্রেণির অধীনে লোডিং-এর পরিমাণ ১০.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত মোট পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ৪.১৩৫ শতাংশ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি প্রদর্শন করে।

Short Notice Inviting Tender
No- 13 of 2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Additional Tubewell at Shrabani Mela 2026. Tender submission Closing Date 13.08.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 313/PWD/ROAD/BMC, Dated : 10/08/2026
(ii) NIT No. 1927/PHE(C)/BMC, Dated : 10/08/2026

e-Tender has been invited for (i) Construction of drain and concrete road (ii) Annual maintenance of Head Tubewell at different locations under BMC.
For details, please follow **[Tender Id (i) 2026_MAD_1037314_1 to 7 (ii) 2026_MAD_1037236_1 to 26]** in **www. wbtenders.gov.in,** Office Notice Board.
Last Date of Bid Submission :
(i) 25/08/2026 upto 3.00 p.m.
(ii) 19/08/2026 upto 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ট্র্যাক-১, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন. এস. রোড, ফেয়ারলি প্লেস, পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার্স, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য স্বনামধন্য ও যোগ্য ঠিকাদারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ই-টেন্ডার নং.ঃ ডবলু২_৬২৩_১২_০৫_ ইপিসি_ এসডিএইচ_২৬, তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৬। স্থানসহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে যেকোনো ট্র্যাক লেয়িং ইকুইপমেন্ট (টিএলই) ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ট্র্যাক নবীকরণ (পি) ৬০ কেজি = ৩১.৪৭৫ টিকেএম এবং থ্রু স্লিপার নবীকরণ (পি) = ১১.৪৪৪ টিকেএম। মোট = ৪৩.০১৯ টিকেএম। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ৫৫,৮৯,১১,১৫১.০০। **বায়না অর্থঃ** ₹ ১,১১,৭৮,২০০। **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমাঃ** ১৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১১.২০২৬, বেলা ১১.০০ টা। টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্রের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা উল্লিখিত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দেন। কোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।

MISC-137/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২৬-২৬, তারিখঃ ০৪.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২৬-২৬** এর জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **স্থানসহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের টিভিইউ >২০০০০ যুক্ত এলসি গেট ০৫ এবং টিভিইউ >১০০০০ যুক্ত এলসি গেট ০৬-এর আপগ্রেডেশন ও ইন্টারলকিং সংক্রান্ত ২৫ কেভি ওএইচই-এর কাজ। **কাজের আনুমানিক খরচ ঃ** ₹ ৮১,৯৩,৯৭৫.৭৭। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে ঃ** ₹ ১,৬৩,৯০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** এলওএ ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬(ছয়) মাস। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার খোলা হবে ঃ** টেন্ডার জমা শেষ হওয়ার পর যে কোনো সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তারিত/ বিবরণ/স্পেসিফিকেশন জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি তা প্রাপ্ত হয় তবে কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

HWH-256/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

Notice Inviting Tender

Sealed Bid are hereby invited by the undersigned against N.I.T. NO.- **03/AE/ARG of 2026-2027** for the works:- [SL No- 01 to 16] **Relaying of Distribution Pipeline damaged due to Construction of different type of works at different villages & Interconnection of Replacement TW with LDS under Arambagh Sub-Division of Hooghly Division , P.H.E. Dte.** Last date of Application:- **17.08.2026 up to 01.00 P.M.** Last date & Time for submission of Tender documents:- **21.08.2026 up-to 02.00 P.M.** Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working days and in the website :- **www.wbphed.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer
Arambagh Sub-Division
P.H.E. Dte.

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement during the programme to be attended by VVIP in Connection with the 1st Session of the 18th Legislative Assembly at Assembly House, kolkata from 12th June , 2026." **[Job No. KIT/RW/130 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-073/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 11.08.2026 up to 05.00 PM
2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Connectivity during the programme to be attended by VVIP in Connection with the 1st Session of the 18th Legislative Assembly at Assembly House, kolkata from 12th June , 2026." **[Job No. KIT/RW/131 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-074/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 11.08.2026 up to 05.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

মিউটেশন আবেদনকারী ব্যক্তির নামঃ **অবেশ রায়**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) তৃপ্তি সাহা ২) শিল্পি সাহা**
ঠিকানাঃ নিউটাউন পাড়া, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ কৃষ্ণা দেব
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **1203/2023** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ —— নং বহি
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/6442**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল সম্পাদনের উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত সাক্ষ্য সহ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কাছে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান নং ও গ্রহীতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
দাতাঃ অবেশ রায়, পিতা - বিদ্যুৎ রায়, জে.সি বোস লেন, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ কৃষ্ণা দেব, স্বামী- শৈলেশ নাথ দেব, নিউটাউন পাড়া, জলপাইগুড়ি
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-91, Khatian - 684, 685, 686 plot-7, Area- 0.003 Are
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **অবেশ রায়**
পিতাঃ বিদ্যুৎ রায়
ঠিকানাঃ জে.সি বোস লেন, জলপাইগুড়ি

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪, **ফ্যাক্স নং.** (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ইমেলঃ, ওয়েবসাইটঃ
সিআইএনঃ এল২০২১১ডব্লুবি১৯৫৭পিএলসি০২৩৪৯৩

৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** (''কোম্পানি'')-এর **৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা** (এজিএম) আগামী **৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুক্রবার সকাল ১১:০০টায় (ভারতীয় মান সময়)** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের ('ওএভিএম') সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে উক্ত সভায় ৬৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে।
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া-র জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৬৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি **১০ আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার)** তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে- যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি, ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে এবং যারা **৩১ জুলাই, ২০২৬ (শুক্রবার)** তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার ধারণ করছেন।
২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনসহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.duroply.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ-অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি ই-ভোটিং সংস্থা- সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।
এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('এসইবিআই লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর ৩৬(১)(খ) বিধি অনুযায়ী, সেইসব সদস্যের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সঠিক পাথ বা পথ-সহ উল্লেখ করা হয়েছে এই সদস্যরা কোম্পানি, ডিপোজিটরি / কোম্পানির / রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে তাঁদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি।
এতদ্বারা সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যেঃ

১. উক্ত আইনের ধারা ১০৮ কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত)-এর বিধি ২০ এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধা সংক্রান্ত এসইবিআই সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 তারিখঃ ৯ ডিসেম্বর, ২০২০-এর সাথে পঠিতব্য তালিকাভুক্তি বিধিমালার প্রবিধান ৪৪-এর বিধানাবলি অনুযায়ী, কোম্পানিটি তার এজিএম-এর আলোচ্য বিষয়সমূহের ওপর সিডিএসএল-এর মাধ্যমে সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।
২. বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর কার্যক্রম শুধুমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। যে সকল সদস্যের নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬** তারিখে সদস্য রেজিস্টার অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টার-এ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাঁরাই ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কোনো সদস্য কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করলে তা পরবর্তীতে আর পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি **মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (সকাল ৯:০০টা)** শুরু হবে এবং **বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (বিকাল ৫:০০টা)** শেষ হবে। এরপর, **৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫:০০টায়** সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬** তারিখে সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত নন, তাঁর জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্য জানার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।
৩. এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা উক্ত সভার চলাকালীন www.evotingindia.com-এর ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যেসব সদস্য সভার আগেই 'রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরা ভিসি বা ওএভিএম-এর সাহায্যে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু সভার সময় পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না।
৪. যে কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ ডেট অর্থাৎ **২৮ আগস্ট, ২০২৬ (শুক্রবার)**-এ শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এজিএম-এর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, যেসব সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত আছেন, তাঁরা ই-ভোটিং-এর জন্য তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
৫. এজিএম এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **www.evotingindia.com**-এর হেল্প বিভাগে উপলব্ধ সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ই-মেইল করতে পারেন কিংবা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করতে পারেন। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ শ্রী রাকেশ দলভি (ম্যানেজার, সিডিএসএল- সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড)-এর কাছে জানানো যেতে পারে। তাঁর ঠিকানাঃ এ উইং, ২৫তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশি মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০ ০১৩। এছাড়া **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ই-মেইল করা বা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করার মাধ্যমেও অভিযোগ জানানো যাবে।

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(কোমল ধ্রুভ)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ আগস্ট ১০, ২০২৬

Short Notice Inviting Tender
No- 14 of 2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Additional Tubewell at Shrabani Mela 2026. Tender submission Closing Date 13.08.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল১৭১১৯ডব্লুবি১৯৩৫পিএলসি০৪৬১১১
রেজি. অফিসঃ ৯/১, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-২২৬২ ৪৪১৩
ই-মেলঃ rjm.ho@rjm.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.rameshwarajute.com

১০.০৮.২০২৬ তারিখে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারাংশ
(অন্যথায় উল্লেখ না থাকলে সমস্ত পরিমাণ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. নং.	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	আগের তিন মাস সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর, তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্তমান সময়ের জন্য বছরের শুরু থেকে এযাবৎকালের পরিসংখ্যান ৩১.০৩.২০২৬ (পরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৮.৮৬	৭.০১	৪.৫৫	২৭.৬৭
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	(৬৮.৬৫)	(৭১.৩৫)	(৬০.৮৭)	(২৫৩.৪৬)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	(৬৮.৬৫)	(৭১.৩৫)	(৬০.৮৭)	(২৫৩.৪৬)
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	(৮৭.১৫)	(৫৪.৫৮)	(৬০.৮৭)	(২৫৩.৫০)
৫	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	২৩৭.৮২	(৯৬.২৫)	৪৫.৭৮	(২০৬.২৫)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১
৭	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)		-	-	৯,৩০৭.৭০
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিক নয়)				
	ক) মৌলিক	(৩২.৭৫)	(২০.৫২)	(২২.৮৮)	(৯৫.২৮)
	খ) মিশ্র	(৩২.৭৫)	(২০.৫২)	(২২.৮৮)	(৯৫.২৮)

মন্তব্যঃ
(ক) ক) উপরোক্ত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটঃ http//rameshwarajute.com/quartarly_results.php এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
খ) কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্স) নিয়ম, ২০১৫ অনুসারে ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিতে কোনও ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম সমন্বয় করা হয়নি।

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(চেয়ারম্যান)
ডিআইএন - ০০৮৬৯২২২

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০.০৮.২০২৬

জাতীয় দল 'মিনি হাসপাতাল'

এদিকে স্পোর্টস সায়েন্স প্রধানের পদ ১৮ মাস ধরে ফাঁকা! কেন এই দুরবস্থা?

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ১০ আগস্টঃ জাতীয় দলে এখন চোটের হিড়িক। কাঠগড়ায় বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি বা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স। জসপ্রীত বুমরাহ এবং সাই সুদর্শন শ্রীলঙ্কা টেস্টের দলে থাকলেও শেষ মুহূর্তে ছিটকে গেছেন। চোট সারিয়ে তাঁরা সময়মতো ফিট হতে পারেননি। আর এই চোট সামলানোর প্রশ্নেই উঠে আসছে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য। গত ১৮ মাস ধরে বোর্ডের স্পোর্টস সায়েন্স প্রধানের পদটিই যে ফাঁকা! নীতিন প্যাটেল দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত 'যোগ্য' কাউকে খুঁজে পায়নি বোর্ড। কেন এই হাল? খোলসা করলেন খোদ সিওই প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের মতে, বোর্ড ইতিমধ্যে তিনবার বিস্তারিত ইন্টারভিউ নিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই চূড়ান্ত প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পিছিয়ে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মণের বক্তব্য, ''নীতিন যাওয়ার পর ওই পদের জন্য আমরা যোগ্য কাউকে পাইনি। অ্যান্ড্রু লিপাসের সঙ্গে আমাদের সবকিছু প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার সঙ্গে ওর দুই-তিনটি বৈঠকও হয়। কিন্তু পারিবারিক কারণ দেখিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ায় অ্যান্ড্রু।'' এরপর ফের শুরু হয় খোঁজ। দীনশ পারদিওয়ালা, আশিস সোনি, রোহন খাভতে এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে তৈরি হয় ইংটারভিউ প্যানেল। লক্ষ্মণের কথায়, ''আমরা পাঁচ জনকে শর্টলিস্ট করি। তালিকার এক নম্বরে ছিল এক অস্ট্রেলিয়ান। কিন্তু চূড়ান্ত হওয়ার পর সে

বেঙ্গালুরুতে পাকাপাকিভাবে আসতে রাজি হয়নি।''' এখানেই শেষ নয়। নিউজিল্যান্ডের রাগবি দল 'অল ব্ল্যাকস'-এর স্পোর্টস সায়েন্স প্রধানের সঙ্গেও বোর্ডের কথা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুতভাবে তিনিও শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যান। উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ার পিছনে মূল কারণ হল কাজের শর্ত। পদটি পার্ট-টাইম নয়। দিনরাত এক করে খাটতে হবে। লক্ষ্মণের যুক্তি, 'সবচেয়ে বড় শর্ত হল, এটা একটা ফুল-টাইম কাজ। রোজকার মনিটরিংয়ের বিষয়। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মানসিকতা ও পরিকাঠামো বুঝতে হবে।' স্পোর্টস সায়েন্স প্রধান না থাকায় আপাতত কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। গোটা বিভাগকে চারটি স্তরে ভেঙে বর্তমান পেশাদার কর্মীরাই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তবে লক্ষ্মণ স্পষ্ট জানিয়েছেন, সিওই শুধুমাত্র একটি রিহ্যাব সেন্টার নয়, ক্রিকেটারদের উন্নতিতে এর বড় ভূমিকা রয়েছে। সিওই-তে এখন চোট-আঘাতের দীর্ঘ তালিকা। নীতিন প্যাটেল যখন দায়িত্বে ছিলেন, তখন ২০২৩ বিশ্বকাপের আগে বুমরাহর পিঠের চোট নিখুঁতভাবে সামলেছিলেন তিনি। শ্রেয়স আইয়ার, কেএল রাহুল, এমনকী মহম্মদ সামির প্রত্যাবর্তনের নেপথ্যেও ছিল তাঁর অনবদ্য অবদান। খেলোয়াড়দের কাজের চাপ বা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কাজটাও তিনি সুচারুভাবে করতেন। বিশিষ্ট স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ রামজি শ্রীনিবাসন এই পদের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, ''খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ। যিনি এই দায়িত্বে থাকবেন, তাঁকে স্পোর্টস মেডিসিন ডাক্তার বা এক্সারসাইজ ফিজিওলজিস্ট হতে হবে। গোটা সিস্টেম, অ্যাকাউন্টেবিলিটি বা দায়বদ্ধতা, যোগাযোগ এবং গবেষণার কাজ তাঁকে দেখতে হবে।'' রামজির মতে, বিসিসিআইয়ের নির্দিষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে। সেখানে স্পোর্টস সায়েন্স প্রধানের অধীনে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ, ফিজিও, রিকভারি বিশেষজ্ঞরা কাজ করবেন। তিনি বলেন, ''লক্ষ্মণের পক্ষে একা সব দিক সামলানো সম্ভব নয়। তিনি ক্রিকেটের দিকটা দেখবেন। আর স্পোর্টস সায়েন্সের প্রধান লক্ষ্মণের অধীনে কাজ করবেন। সিস্টেমের মাথায় কেউ না থাকলে দায়বদ্ধতা থাকে না।'' যোগ্য প্রার্থীর খোঁজ এখনও জারি। লক্ষ্মণ জানিয়েছেন, তাঁরা হাল ছাড়েননি। উপযুক্ত কাউকেই এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হবে।

দেবদত্ত না সরফরাজ, কে খেলবে সুদর্শনের জায়গায়?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১০ আগস্টঃ প্রায় দেড় বছর পরে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন সরফরাজ খান। ঘরোয়া ক্রিকেটে একটানা পারফর্ম করেও নির্বাচকরা এতদিন ফিরে তাকাননি তাঁর দিকে। তবে সাই সুদর্শনের চোটে যেন শাপমুক্তি ঘটেছে সরফরাজের। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে ডাক পেয়েছেন মুম্বইয়ের এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। তবে প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বড় বাধা দুরন্ত ফর্মে থাকা দেবদত্ত পাডিক্কল। শেষ পর্যন্ত সুদর্শনের বিকল্প হিসেবে তিনে কাকে নামাবে ভারত? ইঙ্গিত দিলেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। কী বললেন তিনি? সরফরাজ খান ভারতীয় স্কোয়াডে থাকলেও প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম, তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে সীতাংশু কোটাকের কথায়। কারণ, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে নামার আগে প্রস্তুতি ম্যাচে নজর কেড়েছেন দেবদত্ত পাডিক্কল। ১৬৪ বলে ১৪২ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেছেন তিন নম্বরে নেমে। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভারতের ব্যাটিং কোচ। বিসিসিআই-এর পোস্ট করা একটি ভিডিয়োয় কোটাক বলেন, ''আমার মনে হয় দেবদত্ত খুব ভালো ব্যাটিং করেছে।

গুরনূরও দারুণ বোলিং করেছে। আমাদের পেসাররা যে উইকেটে কোনও সাহায্যই ছিল না, সেখানেও অনেক পরিশ্রম করেছে। সব মিলিয়ে এটা খুব ভালো একটা প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল। তবে আমার কাছে দেবদত্তের ইনিংসটাও খুব ভালো ছিল।'' অন্য দিকে ভারতের হয়ে টেস্টে সরফরাজ শেষবার খেলেছিলেন ২০২৪ সালের অক্টোবরে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো ছন্দে থাকলেও তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর প্রস্তুতি ম্যাচে দেবদত্তের এই ইনিংসের পরে রাস্তা আরও কঠিন হয়েছে সরফরাজের জন্য। তাই ১৫ আগস্ট গলে প্রথম টেস্টে সাইয়ের জায়গায় তিনে হয়তো দেবদত্তকেই নামতে দেখা যাবে। ভারতের ব্যাটিং কোচের মতে, সাধারণ নেট অনুশীলনের তুলনায় এই প্রস্তুতি ম্যাচ বেশি কার্যকরী হয়েছে। চাপের মুখে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের পাশাপাশি প্রত্যেক ক্রিকেটার নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় পেয়েছেন। এটাই সবচেয়ে ইতিবাচক দিক বলে মনে করছেন ভারতের ব্যাটিং কোচ। লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং নিয়েও সন্তুষ্ট তিনি।

স্রেফ ইংরেজ-বধের আনন্দে জাতীয় দিবস ঘোষণা করল আর্জেন্তিনা

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ১০ আগস্টঃ এবারের বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে হেরে ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে। তাতে কী! সেমিফাইনালে তো ইংল্যান্ডকে হারানো গিয়েছে! স্রেফ ওই জয়ের আনন্দেই এবার আস্ত একখানা জাতীয় দিবস ঘোষণা করে বসল আর্জেন্তিনা। লাতিন আমেরিকানদের এমন কাণ্ডে রীতিমতো হতবাক গোটা ফুটবল দুনিয়া। আটলান্টায় রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনাল। গর্ডনের গোলে প্রথমে পিছিয়ে পড়া। এরপর ৮৫ মিনিটে এনজো ফার্নান্ডেজ আর একেবারে ইনজুরি টাইমে লাউতারো মার্টিনেজের দুরন্ত হেডে ২-১ ব্যবধানে বাজিমাত। ১৯৬৬ সালের পর ইংরেজদের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন স্রেফ ধুলোয় মিশিয়ে দেয় স্কালোনির দল। ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ ব্যবধানে পরাজয় সত্ত্বেও ওই সেমিফাইনাল জয়ের ঘোর এখনও কাটেনি আর্জেন্তাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের। তাই ১৫ জুলাই দিনটিকে সরকারিভাবে 'জাতীয় ফুটবল দল দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে দিল তারা। জয়ের ঠিক তিন সপ্তাহ পর বুধবার এএফএ-র কার্যকরী কমিটি এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করে। তাদের চোখে এ এক 'মহান ও ঐতিহাসিক জয়'! ম্যাচ জেতার পর দেশজুড়ে যে বাঁধভাঙা উল্লাস দেখা গিয়েছিল, তাকেই স্মরণীয় করতেই এহেন নিদান। শুধু সিনিয়র পুরুষ দল নয়। এই বিশেষ দিনে দেশের যুব, মহিলা, ফুটসাল এবং বিচ ফুটবল দলগুলিকেও নাকি সম্মান জানানো হবে। কিন্তু আসল গল্পটা যে অন্য, তা বুঝতে ফুটবল-পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। দীর্ঘ ২১ বছর পর বিশ্বমঞ্চে এই দুই দেশ মুখোমুখি হয়। মাঠের ফুটবলের চেয়ে এখানে রাজনীতির ঝাঁঝ অনেক বেশি। কারণ ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ। আটলান্টায় ম্যাচ জেতার পর আর্জেন্তিনার ফুটবলারদের হাতে দেখা যায় এক বিতর্কিত ব্যানার। তাতে জ্বলজ্বল করছিল, 'লাস মালভিনাস সন আর্জেন্তিনাস'। অর্থাৎ, 'দ্য ফকল্যান্ডস আর আর্জেন্টাইন'। স্রেফ এই খোঁচাখুঁচি আর হাতাহাতির জেরে এখন ফিফার কড়া তদন্তের মুখে লিয়ান্দ্রো পারেদেস, নাহুয়েল মোলিনা থেকে শুরু করে খোদ কোচ রবার্তো আয়ালা। ফুটবলের মাঠেও রেষারেষি চিরন্তন। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে দিয়েগো মারাদোনার কুখ্যাত 'হ্যান্ড অফ গড' গোল। চল্লিশ বছর পেরোলেও ইংরেজদের বুকে সেই কাঁটা এখনও বিঁধে। এরপর ১৯৯৮ সালে শেষ ষোলোয় ইংরেজদের বিদায় করে আর্জেন্তিনা। আবার ২০০২ সালের গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ড মধুর বদলা নেয়। তবে ২০২৬-এর এই সেমিফাইনাল জয়কে আর্জেন্তিনা যে পর্যায়ে নিয়ে গেল, তাকে বোধহয় 'এপিক ট্রোল' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না!

চোট, নাকি নিছকই বিশ্রাম? দ্বিতীয় ইনিংসে কুলদীপের বল না করার উত্তর দিলেন কোচ

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ১০ আগস্টঃ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট একাদশের বিরুদ্ধে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ। সেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে বলই করলেন না কুলদীপ যাদব। আর তাতেই ছড়াল তীব্র জল্পনা। ফের কি চোটের কবলে পড়লেন ভারতের এই তারকা স্পিনার? নাকি নিছকই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তাঁকে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জল্পনায় জল ঢাললেন ভারতের স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। স্পষ্ট জানালেন, কুলদীপের বল না করার সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি সতর্কতামূলক। এখানে চোট-আঘাতের কোনও বিষয় নেই। এই প্রস্তুতি ম্যাচে কুলদীপ ইতিমধ্যে ১৮ ওভার বল করে ফেলেছিলেন। ম্যাচের আগে নেটেও আরও দুই-তিন ওভার হাত ঘোরান তিনি। ফলে তাঁকে যথেষ্ট ধকল নিতে হয়েছে। কাজের এই বিশাল চাপের কথা মাথায় রেখেই টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে আর বল করায়নি। শরীর কীভাবে সাড়া দিচ্ছে, সেটা বোঝার জন্যই বিশ্রামের সিদ্ধান্ত। সাইরাজ বলেন, ''ম্যাচের ১৮ ওভার এবং ম্যাচের আগে আরও দুই-তিন ওভার মিলিয়ে কুলদীপ প্রায় ২০ ওভার বল করেছে। ওর পারফরম্যান্সও বেশ ভাল ছিল। ও শুধু বুঝতে চাইছিল, শরীর ঠিক কীরকম অবস্থায় রয়েছে। সেই কারণেই একটু বিরতি নিতে চায়।'' এই প্রস্তুতি ম্যাচকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অন্যান্য স্পিনারকেও পরখ করে নিয়েছে ভারত। রবীন্দ্র জাদেজা এবং মানব সুতার প্রায় ১৪-১৫ ওভার করে বল করেছেন। সারাংশ জৈনকেও এই পরিস্থিতিতে বল করার সুযোগ দেওয়া হয়। আসন্ন টেস্ট সিরিজের আগে শ্রীলঙ্কার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এই ম্যাচটি ভারতীয় দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পিচ প্রথমে পাটা থাকলেও পরে স্পিনারদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বাহুতুলে বলেন, ''বোলারদের কাছে নিজেদের মেলে ধরার একটা দারুণ সুযোগ। প্রথম দিন পিচ কিছুটা পাটা ছিল ঠিকই। কিন্তু দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পিচে বল ঘুরতে শুরু করে। স্পিনারদের জন্য এটা নিশ্চিতভাবেই একটা চমৎকার ম্যাচ ছিল।'' গলে সিরিজের প্রথম টেস্ট। এখানকার পরিবেশ ভারতের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গলের পিচে বরাবরই স্পিন বড় ভূমিকা নেয়। তাই প্রথম টেস্টে নামার আগে ভারতীয় থিঙ্ক-ট্যাঙ্ককে চূড়ান্ত করতে হবে তাদের সঠিক বোলিং কম্বিনেশন।

কোন স্পিনারদের জুটি বিপক্ষের ২০টি উইকেট তুলে নেওয়ার সেরা সুযোগ তৈরি করে দেবে, সেটাই এখন প্রধান বিচার্য বিষয়। কুলদীপের কাজের চাপকে ঠিকমতো পরিচালনা করা ভারতীয় দলের জন্য একটা বড় স্বস্তির জায়গা। কারণ, জাডেজা এবং মানব সুতারের প্রথাগত ফিঙ্গার-স্পিনের পাশাপাশি কুলদীপের রিস্ট-স্পিন যে কোনও দলের কাছেই ত্রাস। পিচ থেকে টার্ন আদায় করে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে বাঁ-হাতি এই স্পিনারের। তাই তাঁকে সতেজ রাখা টিম ম্যানেজমেন্টের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সামনেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুদায়িত্ব। তাই দলের অন্যতম সেরা স্পিনারকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে নারাজ ম্যানেজমেন্ট। সব মিলিয়ে প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কা একাদশকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে ভারত। এই দাপুটে জয় মূল টেস্ট সিরিজের আগে দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। তার চেয়েও বড় কথা, দলের বোলিং ইউনিট শ্রীলঙ্কার পরিবেশের সঙ্গে অনেকটাই মানিয়ে নিতে পেরেছে। আপাতত বাহুতুলের এই ব্যাখ্যায় কুলদীপের ফিটনেস নিয়ে যাবতীয় উদ্বেগের অবসান ঘটল। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর অনুপস্থিতি স্রেফ কাজের চাপ সামলানোর একটা কৌশল। আসন্ন জোড়া টেস্টের আগে তাঁকে পুরোপুরি সতেজ রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল।

অক্টোবরে অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপে নামছে ভারত

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ফুটবল। আগামী ২২ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আজারবাইজানে বসছে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপ ও ফেস্টিভ্যালের আসর। মেগা টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে ভারত। তবে এই টুর্নামেন্টের নিয়মকানুন একেবারে আলাদা। নেই যোগ্যতা অর্জনের কঠিন বৈতরণী পেরনোর চাপ। প্রচলিত এএফসি কোয়ালিফায়ারের পথে না হেঁটেই সরাসরি টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার সুযোগ। ঠিক কীভাবে সাজানো এই নতুন ফরম্যাট? সাধারণ ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বিষয়টি খোলসা করা যাক। বিশ্বকাপে খেলতে গেলে সাধারণত যোগ্যতা অর্জন পর্বের কঠিন ধাপ পেরোতে হয়। অনূর্ধ্ব-১৭ বা অনূর্ধ্ব-২০ স্তরেও একই নিয়ম। কিন্তু ফিফার এই নতুন অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টে সেই রীতি থাকছে না। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার মোট ২১১টি সদস্য দেশ রয়েছে। এই প্রতিটি দেশের জন্যই টুর্নামেন্টের দরজা খোলা। অর্থাৎ, যারা চাইবে, তারাই এই 'ফুটবল উৎসবে' দল পাঠাতে পারবে। সেই সুবাদে আজারবাইজানের টিকিট নিশ্চিত করেছে ভারত। একে ঠিক চিরাচরিত অর্থে 'যোগ্যতা অর্জন' বলা যায় না। এটি মূলত একটি সর্বজনীন ও উন্মুক্ত ফুটবল উৎসব। একইভাবে নিয়মের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিস্তর চমক। প্রথাগত ১১ জনের ফুটবল নয়। খেলা হবে ৭ বা ৯ জনের টিমে। মাঠের আকার তুলনামূলক ছোট। ম্যাচের সময়সীমাও অনেকটাই কম। ফিফার মূল লক্ষ্য, একেবারে তৃণমূল স্তর বা গ্রাসরুট লেভেল থেকে প্রতিভার বিকাশ। বয়সভিত্তিক ফুটবলে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বদলে খেলার আনন্দ উপভোগ করাটাই এখানে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।

নেই সোনা, অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্সে তিন পদকেই শেষ ভারতের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে থাকলেও বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ দিনে হতাশ করলেন ভারতের রেকর্ডধারী হাই জাম্পার পূজা সিং। ফাইনালে সপ্তম স্থানে শেষ করলেন ১৯ বছর বয়সি এই ভারতীয় অ্যাথলিট। ফলে ৩টি পদক (২টি রুপো, ১টি ব্রোঞ্জ) নিয়ে

এবারের বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স অভিযান শেষ করল ভারত। হাই জাম্পের ফাইনালে নিজের সেরা ফর্মের ধারেকাছে দেখা যায়নি পূজাকে। সিনিয়র জাতীয় রেকর্ডের ১.৯৩ মিটার উচ্চতা স্পর্শ করা পূজা এদিন মাত্র ১.৮৪ মিটার স্পর্শ করতে সক্ষম হন। ১.৮৭ মিটার উচ্চতা পার করার তিনটি চেষ্টাতেই তিনি ব্যর্থ হন। এই ইভেন্টে ১.৯২ মিটার লাফিয়ে সোনা জেতেন অস্ট্রেলিয়ার ইজোবেল লুইসন-রো। হাঙ্গেরির লিলিয়ানা বাতোরি (১.৯০ মিটার) এবং স্পেনের আইতানা আলোনসো (১.৯০ মিটার) যথাক্রমে রুপো ও ব্রোঞ্জ পান। উল্লেখ্য, গত মে মাসে এশিয়ান অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১.৯৩ মিটারের জাতীয় রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছিলেন পূজা। পাশাপাশি সিনিয়র এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সেও সোনা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। অন্যদিকে, মহিলাদের ৪x৪০০ মিটার রিলে ফাইনালেও হতাশাজনক পারফরম্যান্স করল ভারতীয় দল। ৩ মিনিট ৪৫.২৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে ৯টি দলের মধ্যে নবম অর্থাৎ শেষ স্থান দখল করে তারা। দলে ছিলেন ভূমিকা নেহাটে, তাহুরা খাতুন, তানু চৌধুরী এবং থিয়া আরুমুগাম। এই ইভেন্টে ৩:২৯.১৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জেতে আমেরিকা, রুপো পায় অস্ট্রেলিয়া (৩:৩১.৩৯ সেকেন্ড) এবং ব্রোঞ্জ পায় গ্রেট ব্রিটেন (৩:৩২.০৮ সেকেন্ড)। স্বর্ণপদক অধরা থাকলেও দুটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ২০২১ এবং ২০২২ সালের পদক জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করল ভারত। চলতি প্রতিযোগিতায় পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রোয়ে আশিস যাদবের হাত ধরে ভারতের প্রথম পদক (রুপো) আসে। এরপর পুরুষদের হাই জাম্প ও লং জাম্পে যথাক্রমে রুপো ও ব্রোঞ্জ পান বসন্ত কুমার মেঘওয়াল এবং শাহনাওয়াজ খান। বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্সের ইতিহাসে ভারতের পদক জয়ের ইতিহাস বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ভারত এই প্রতিযোগিতায় মাত্র চারটি পদক পেয়েছিল, যার মধ্যে ২০১৬ সালে নীরজ চোপড়া (জ্যাভেলিন) এবং ২০১৮ সালে হিমা দাসের (৪০০ মিটার) সোনা অন্যতম। ২০০২ সালে ডিসকাস থ্রোয়ার সীমা আন্টিল ভারতের প্রথম পদক (রুপো) জিতেছিলেন এবং ২০১৪ সালে একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন নবজি কৌর ধিলন। পরবর্তীতে ২০২১ ও ২০২২ সালে ভারত ৩টি করে এবং ২০২৪ সালে ১০,০০০ মিটার রেস ওয়াকে আরতির হাত ধরে ১টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছিল।

বাবার শেষকৃত্যে ড্রোন, আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

রোজারিওর এল প্রাদো কবরস্থানে রবিবার দুপুরে শেষ হয়েছে হোর্হে মেসির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তবে বাবাকে শেষবিদায় জানানোর সেই নিভৃত মুহূর্তেও রেহাই মেলেনি গণমাধ্যমের ক্যামেরা থেকে-আর তারই জেরে এবার লিওনেল মেসির আইনজীবীরা নিতে যাচ্ছেন আইনি পদক্ষেপ। একাধিক সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে পরিবারের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেসির আইনজীবীরা। দুই দিন আগে গভীর রাতে ৬৮ বছর বয়সে রোজারিওর একটি হাসপাতালে মারা যান হোর্হে মেসি। গতকাল পেরেস এলাকার রুট ৩৩-এর ধারে বেসরকারি কবরস্থান এল প্রাদোয় মেসি সিনিয়রের শেষকৃত্য হয় পারিবারিকভাবে। স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো ও তিন ছেলেকে নিয়ে এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিশেষ বিমানে রোজারিওয় পৌঁছান মেসি, যোগ দেন মা সেলিয়া কুচ্চিত্তিনি ও ভাইবোনদের সঙ্গে। কবরস্থানের প্রবেশপথ স্থানীয় সময় শনিবার দুপুর থেকেই বন্ধ রাখা হয় সাধারণের জন্য, শুধু অনুমোদিত গাড়িই

পেয়েছে প্রবেশাধিকার। কিন্তু নিরাপত্তার এই বেষ্টনী উপেক্ষা করে কবরস্থান এলাকায় আকাশপথে ড্রোন ওড়ায় বুয়েনস আইরেসভিত্তিক কয়েকটি টিভি চ্যানেল। রোজারিওর স্থানীয় সংবাদমাধ্যম লা কাপিতাল এবং একাধিক আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমের নিশ্চিত করেছে এই খবর। ওপর থেকে শোকার্ত পরিবারের ছবি তোলার এই চেষ্টা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়-অনেকেই একে সাংবাদিকতার নৈতিক সীমা লঙ্ঘন বলে আখ্যা দেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে সান্তা ফে পুলিশ জরুরি ভিত্তিতে কবরস্থান এলাকায় ড্রোন ওড়ানো পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রবিবার শেষকৃত্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত বহাল ছিল সেই নিষেধাজ্ঞা। এ ঘটনার জেরেই এবার মাঠে নেমেছে মেসির আইনি দল। সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, যেসব গণমাধ্যম এই ব্যক্তিগত শোকযাত্রার সীমা লঙ্ঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেসির আইনজীবীরা। উল্লেখ্য, শেষকৃত্যের খবর আসার আগেই মেসি পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছিল, উন্মুক্ত কোনো শোকসভা নয়-হবে সম্পূর্ণ ঘরোয়া বিদায়। কবরস্থানের বাইরে যেমন অনেকেই মেসির জন্য রেখে গেছেন সহমর্মিতার বার্তা। ৭০০ কিলোমিটার দূর থেকে এসেছিলেন ১৫ বছর বয়সী লুকাস ব্লাঙ্কো। তিনি যেমন মনে করিয়ে দিয়েছেন, মেসি আর্জেন্টিনাকে যা দিয়েছেন, তাতে এই কঠিন এই সময়ে তার কিছুটা হলেও প্রতিদান দিতে চান ভক্তরা। অনেকেই পোস্টার নিয়ে এসেছিলেন, যাতে লেখা ছিল, 'মেসি শক্ত থাকুন'।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com